প্রতিষ্ঠানে অর্ন্তুই বজনে - শুদ্ধতায় পরিমাপে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
বি. এন. মজুমদার জুয়েলার্স
Contact US : +91 70021 07440
প্রতিদিন প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে Special Offer
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

SRILAXMI SOAP জয়রামকৃষ্ণ KARIMGANJ
আবেদন
গ্রাহকদের প্রতি বিনম্র আবেদন
আপনারা স্বচ্ছতার জন্য
"জয়রামকৃষ্ণ"
হলোগ্রাম থাকা সাবান ক্রয় করিবেন।
পূর্ব বাজার, করিমগঞ্জ
ট্রেড্‌মার্ক নং - ৪৩২৫৮৩৫

বর্ষ ৪৯ ◻ সংখ্যা ৪৬ শিলচর ◻ সোমবার ◻ ১ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ◻ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◻ ১৫ জেলহজ ১৪৪৭ হিজরি ◻ ১২ পাতা ◻ আট টাকা www.samayikprasanga.in

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পাশে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়। নয়াদিল্লিতে রবিবার।

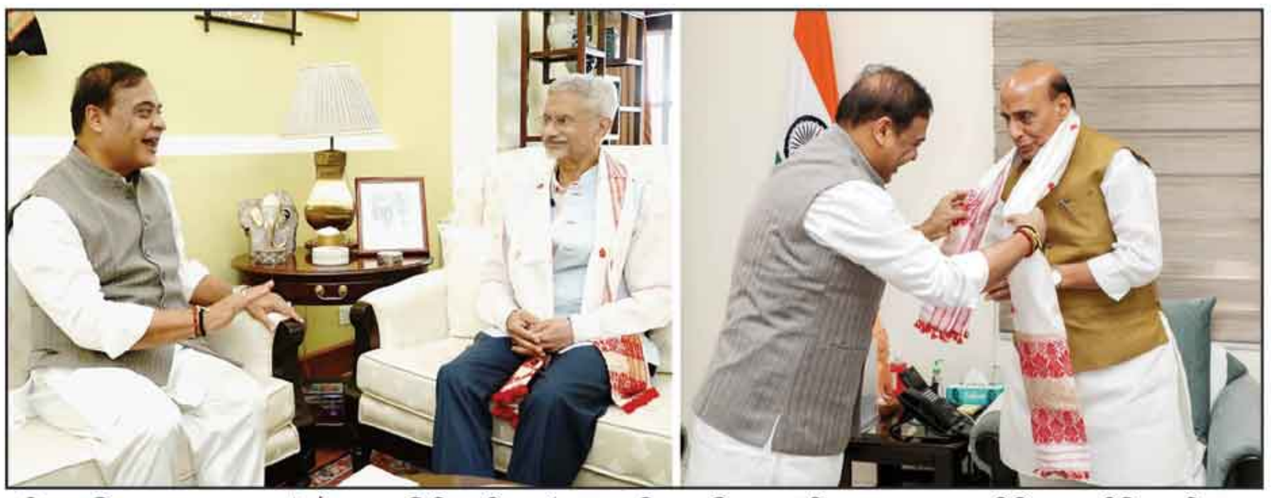

৫ জুন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ প্রাধান্য পাবে নতুন মুখ

দিল্লিতে মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১ জুন : টানা দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের তিন সপ্তাহের মাথায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের পথে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসমে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফেরা এনডিএ সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন তিনি। আগামী ৫ জুন হবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'অসম সরকারের মন্ত্রিসভা আগামী ৫ জুন সম্প্রসারণ করা হবে, এটা জানাতে পেরে আমি আনন্দিত।'

মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের ঘোষণার পর এখন নজর ৫ জুনের দিকে। সেদিনই স্পষ্ট হবে এনডিএ ৩.০ সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার চেহারা। বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত নতুন সরকারের এটি প্রথম বড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে চার দিনের দিল্লি সফরে রয়েছেন এবং শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, নতুন এনডিএ ৩.০ সরকারের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন এবং আগামী বছরগুলির জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও দিকনির্দেশনা চেয়েছেন।

গত ১২ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তাঁর সঙ্গে শপথ নেন মাত্র চারজন মন্ত্রী; বিজেপির অজন্তা নেওগ ও রামেশ্বর তেলি, অসম গণ পরিষদের অতুল বরা এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের চরণ বরা। এরপর থেকেই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হবে তা নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলছিল। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সম্প্রসারণের দিন ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে ৮২টি আসনে জয়লাভ করে। জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ১০টি করে আসন পায়। ফলে ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় এনডিএর মোট আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২। এর ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বিজেপির অবস্থান আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে।

২০২১ সালে গঠিত প্রথম হিমন্ত মন্ত্রিসভায় মোট ১৯ জন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন অসম গণ পরিষদ থেকে, একজন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট থেকে এবং একজন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেলের প্রতিনিধি ছিলেন। বাকিরা ছিলেন বিজেপির। তবে এবার ইউপিপিএল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ নয় এবং নির্বাচনে কোনও আসনও জিততে পারেনি। ফলে নতুন মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক সমীকরণ আগের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন হতে চলেছে।

দলীয় সূত্রের মতে, এবার মন্ত্রিসভায় একাধিক নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কয়েকজন অভিজ্ঞ বিধায়কও স্থান পেতে পারেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতৃত্বের মধ্যে থেকে নতুন প্রজন্মের

এরপর ছয়ের পাতায়

অসমকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা

দিল্লিতে রাজনাথ-জয়শঙ্করের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হিমন্তের

সাময়িক প্রসঙ্গ, নয়াদিল্লি, ১ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পরই নয়াদিল্লিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে অসমের আগামী দিনের উন্নয়ন, প্রতিরক্ষা শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পর্যটন এবং অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এদিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে। অসমকে দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় এতে। এছাড়া বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায় প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য, পর্যটন এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সামাজিক মাধ্যমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, 'রাজনাথ সিংজির সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাৎই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক শক্তিশালী ভাণ্ডার। একজন দক্ষ প্রশাসক, নিবেদিতপ্রাণ জনসেবক এবং অভিজ্ঞ কর্মী হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।' বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে অসমকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজ্যে ৯৬.৪ শতাংশ পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩১ মে : গত একদশকে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে অসমে বর্তমানে ৯৬.৪ শতাংশ পরিবার বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় এসেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ এক বার্তায় তিনি জানান, বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, গ্রিড সম্প্রসারণ, শেষ মাইল পর্যন্ত সংযোগ নিশ্চিতকরণ এবং গৃহস্থালি বিদ্যুতের শুল্ক হ্রাসের মতো পদক্ষেপের ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময় শহরাঞ্চলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের ফলে আজ রাজ্য প্রায় সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। তিনি দাবি করেন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি সামনে বড় চ্যালেঞ্জও অপেক্ষা করছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের 'রিসোর্স অ্যাডিকোয়েসি প্ল্যান'-এর তথ্য অনুযায়ী, আগামী এক দশকে অসমে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা যেখানে ২,৮১২ মেগাওয়াট, সেখানে ২০৩৫-৩৬ সালের মধ্যে তা বেড়ে ৭,৯৬৯ মেগাওয়াটে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্রুত নগরায়ন, শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার এবং জেলাগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ নির্ভরতার কারণেই এই বিপুল চাহিদা তৈরি হবে। যদিও রাজ্য সরকার ২০৩৫-৩৬ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা ১৭,৭০০ মেগাওয়াটেরও

এরপর ছয়ের পাতায়

জাগিরোড সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে উৎপাদন শুরু চলতি অর্থবর্ষেই

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : অসমের মরিগাঁও জেলার জাগিরোডে নির্মীয়মাণ ২৭ হাজার কোটি টাকার সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্র চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই উৎপাদন শুরু করতে পারে। নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে বৈঠকের পর এই আশা ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে বৈষ্ণব জানান, জাগিরোডে গড়ে ওঠা সেমিকন্ডাক্টর কারখানার অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই এই কারখানা থেকে উৎপাদন শুরু করা।' টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর উদ্যোগে স্থাপিত এই অত্যাধুনিক প্রকল্পটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে

নির্মিত এই কারখানায় উন্নত 'ফ্লিপ-চিপ' এবং 'ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম ইন প্যাকেজ' প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই চিপগুলি মূলত অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), টেলিযোগাযোগ, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পটি ভারতের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও দেশের অবস্থান আরও মজবুত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। সরকারি সূত্রের মতে, এই কারখানা চালু হলে প্রায় ১৫ হাজার প্রত্যক্ষ এবং ১১ থেকে ১৩ হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে অসম ও সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

এরপর ছয়ের পাতায়

নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব নিলেন স্বামীনাথন

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : ভারতের নতুন নৌবাহিনী প্রধান পদের দায়িত্বভার নিলেন অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। নৌবাহিনীর প্রধান পদ থেকে অবসর নিলেন দীনেশ কে ত্রিপাঠি। রবিবার সকালে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন বলেন, 'ভারতীয় নৌবাহিনী যৌথতা, আত্মনির্ভরতা এবং দেশীয়করণের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি আমার অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্রও হবে। ভারতীয় নৌবাহিনীর পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে কাজ করার এই

সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যাঁদের আমি বিশ্বের সেরা পেশাদার বলে মনে করি। তাঁদের কল্যাণ, মঙ্গল, পেশাগত কর্মক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত বিকাশ আমার কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে এবং আগামী দিনগুলিতে আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এতে নিয়োজিত থাকব। এই পর্যায়ে, আমি অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠীর দেশের প্রতি তাঁর অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গৌরবময় সেবার জন্য ভারতীয়

এরপর ছয়ের পাতায়

পেট্রোল, ডিজেল ও এটিএফের রফতানি শুল্ক হ্রাস

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : পেট্রোল, ডিজেল ও অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল রফতানির উপর থেকে অতিরিক্ত শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১ জুন থেকে কার্যকর হবে শুল্কহার। তবে দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া পেট্রোল ও ডিজেলের উপর আবগারি শুল্কে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না আপাতত।

পেট্রোল রফতানির উপর আরোপিত শুল্ক ছিল ৩ টাকা। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যা কমিয়ে লিটার প্রতি ১.৫ টাকা করা হয়েছে। ডিজেলের রফতানি শুল্ক লিটার প্রতি ১৬.৫ টাকা থেকে ১৩.৫ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে এটিএফর রফতানি শুল্ক কমিয়ে ৯.৫ টাকা করা হয়েছে। আগে যা ছিল ১৬ টাকা। সোমবার থেকেই নতুন সংশোধিত শুল্ক হার কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল, পেট্রোল, ডিজেল, এটিএফের গড় দাম প্রতি দু'সপ্তাহে পর্যালোচনা করা হয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কিছুটা

এরপর ছয়ের পাতায়

সিডিএস পদে দায়িত্ব নিলেন রাজা সুব্রমণি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : ভারতের পরবর্তী চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) পদের দায়িত্ব নিলেন জেনারেল এন এস রাজা সুব্রমণি। রবিবার সকালে সাউথ ব্লকের লনে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। পরে দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধস্মারকে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনও করেন দেশের নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ।

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন এস রাজা সুব্রমণি বলেন, 'চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবনই আমাদের সক্ষমতার উন্নয়নকে চালিত করবে। সামরিক বাহিনী, শিল্প, শিক্ষাঙ্গন, স্টার্টআপ এবং গবেষণা পরিমণ্ডলের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতাই হবে আধুনিকীকরণের মূল চালিকাশক্তি। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ধারাবাহিকভাবে পেশাদারিত্ব এবং অভিযানগত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। আমরা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই যাত্রাপথে তাঁদের অনুকরণীয় নেতৃত্ব ও অবদানের জন্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরি প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং জেনারেল অনিল চৌহানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ভারতের নাগরিকদের আশ্বাস

এরপর ছয়ের পাতায়

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে নামছে কোবরা বাহিনী

ইম্ফল, ৩১ মে : দীর্ঘদিন ধরে সহিংসতা ও অশান্তিতে জর্জরিত মণিপুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্যে শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সিআরপিএফ-এর এলিট কমান্ডো ইউনিট 'কমান্ডো ব্যাটালিয়ন

ফর রেজলিউট অ্যাকশন' (কোবরা)-এর দু'টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানরত ২০৭ কোবরা ব্যাটালিয়ন এবং অসমে মোতায়েন থাকা ২১০ কোবরা ব্যাটালিয়নকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই মণিপুরে পাঠানো হবে। এই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী রাজ্যে সক্রিয় সশস্ত্র জঙ্গি ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযান পরিচালনা

এরপর ছয়ের পাতায়

এএফডিসিএল কেলেঙ্কারির 'মূল চক্রী' পদ্মকান্ত হাজরিকা গ্রেফতার

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩১ মে : অসম মৎস্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (এএফডিসিএল)-এ কোটি কোটি টাকার সরকারি তহবিল তছরুপ মামলায় 'মূল চক্রী' পদ্মকান্ত হাজরিকাকে ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার করেছে দুর্নীতি দমন অধিদফতর। প্রাক্তন প্রকল্প অধিকর্তা তথা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওএসডি) পদে থাকা হাজরিকার গ্রেফতারের ফলে বহুল আলোচিত এই মামলায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯-য়ে।

শনিবার রাতে পুরীতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে স্থানীয় আদালতে হাজির করানো হলে আদালত চারদিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করে। তদন্তকারীরা তাঁকে গুয়াহাটিতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে

এক বার্তায় দুর্নীতি দমন শাখা জানিয়েছে, এএফডিসিএল-এর তহবিল তছরুপ সংক্রান্ত মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত পদ্মকান্ত হাজরিকাকে গ্রেফতার করে অসমে আনার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

পদ্মকান্ত হাজরিকা এএফডিসিএল-এ ওএসডি এবং প্রকল্প অধিকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় এবং আর্থিক লেনদেনে ব্যাপক অনিয়ম ও তহবিল তছরুপের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই তিনি তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন। সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া একাধিক আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর নাম উঠে আসার পর তাঁকে এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এএফডিসিএল-এ আর্থিক অনিয়ম এবং সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ডিভি অ্যান্ড এসি একটি মামলা গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন ধরে

এরপর ছয়ের পাতায়

দেশের ধনীতম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন ডিকে শিবকুমার। আগামী বুধবার শপথ নেবেন তিনি। তবে শপথগ্রহণের আগে দেশজুড়ে চর্চা চলছে কংগ্রেস নেতার পাহাড়প্রমাণ সম্পত্তি নিয়ে। দেশের ধনীতম বিধায়কদের তালিকায় তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। শপথের পর তিনি হয়ে যাবেন দেশের ধনীতম মুখ্যমন্ত্রী। হাজার কোটিরও বেশি সম্পত্তি রয়েছে তাঁর।

গতবছর বিধায়কদের সম্পত্তির বিবরণ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস নামে একটি সংস্থা। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের ধনীতম বিধায়ক এআইডিএমকের লিমা রোজ

মার্টিন। ৫৮৬৩ কোটির সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। দ্বিতীয় স্থানে মুম্বইয়ের ঘাটকোপর পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি পরাগ শাহ। সবমিলিয়ে ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে তাঁর। শিবকুমার আছেন তৃতীয় স্থানে। ১ হাজার ৪১৩ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে কংগ্রেস নেতার। দেশের আর কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি নেই।

ধনীতম মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৯৩১ কোটি টাকা। সদ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া থলপতি বিজয় এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। মোট ৬৪৮ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক এই অভিনেতা-রাজনীতিবিদ। শোনা যায়, লুই ভিতোঁ, শ্যানেল, প্রাডা, বারবারি, গুচির মতো বিখ্যাত ফ্যাশন ব্র্যান্ডের পোশাক পছন্দ করেন শিবকুমার। তাঁর আলমারিতে সারি সারি ব্র্যান্ডের

এরপর ছয়ের পাতায়

হাজির মাত্র ২০, মমতার বাড়িতে বৈঠক বাতিল

কলকাতা, ৩১ মে : ভোটে ভরাডুবির একমাসের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে কালীঘাটের বৈঠকে ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে এলেন মাত্র ১৯ জন। বাধ্য হয়েই রবিবারের বৈঠক বাতিল করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। যদিও সূত্রের খবর, এত কম সংখ্যক বিধায়ক আসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ ক্ষুব্ধ হন, তিনি বৈঠকের ঘরেই আসেননি। বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে খবর পাঠান যে বৈঠক আপাতত বাতিল।

কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলের বিধায়ক তথা অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রবিবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভয়ংকর হামলার পর থেকে বিভিন্ন এলাকার বিধায়করা প্রতিবাদে নেমেছেন। তাঁদের অনেককে পুলিশ আটক করে থানায় বসিয়ে রাখে। তাই অনেকে ফোন করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আজকের বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হোক। এলাকায় না থাকলে কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে, ক'টা দিন সময় দেওয়া হোক। সেই অনুরোধ মেনে

এরপর ছয়ের পাতায়

বিশ্বজিৎ দৈমারির আমলে বিধানসভা সচিবালয়ে ব্যাপক দুর্নীতি!

নিয়োগ, বিদেশ সফর, নির্মাণকাজ ও ক্রয় প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার দাবি এপিডব্লিউর

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩১ মে : অসম বিধানসভা সচিবালয়ে গত কয়েক বছরে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, সরকারি অর্থের অপব্যবহার এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানাল অসম পাবলিক ওয়ার্কস (এপিডব্লিউ)। রবিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ শর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি তালুকদার একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনে বর্তমান অধ্যক্ষ রণজিতকুমার দাসকে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরুর

প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি (ফাইল)। পাশে সাংবাদিক সম্মেলনে এপিডব্লিউর কর্মকর্তারা। গুয়াহাটিতে রবিবার।

আহ্বান জানান।

এপিডব্লিউর অভিযোগ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির কার্যকালের সময় অসম বিধানসভা সচিবালয়ে এমন এক প্রশাসনিক ও আর্থিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যারা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং কোটি কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ন্ত্রণ করত। সংগঠনের দাবি, প্রাক্তন সচিব দুলাল পেগু, বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওএসডি) সৌমেন বরুয়া এবং অস্তিমা দেওরা সরাওগিকে কেন্দ্র করেই এই প্রভাবশালী গোষ্ঠী কাজ করত। অভিজিৎ শর্মা বলেন, 'গণতন্ত্রের মন্দির হিসেবে পরিচিত অসম বিধানসভাকে গত কয়েক বছরে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছিল। এখন সময় এসেছে সব নথি খতিয়ে দেখে প্রকৃত সত্য সামনে আনার।'

সংগঠনটি জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট তারা প্রথমবার বিধানসভা সচিবালয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আনে এবং সে সময় প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিকেও বিষয়টি জানানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি সচিব পদ থেকে দুলাল পেগুকে সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন করে একের পর এক নথি ও

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

জমি বিক্রয়

শিলচর চেংকুড়ি রোড বোয়ালজুর নোয়ারাজ মেন রোড সংলগ্ন সাড়ে তিন কাঠা এবং কাঞ্চনপুর মেন রোড সংলগ্ন আট কাঠা এবং ধোয়ারবন্দ বাজার পাওয়ার আগে পাট্টা জমি ৪০ কাঠা প্লট করে বিক্রয় করা হইবে। (মাটি ভরাট করা আছে।)
8638731649
6001934340

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকেরা যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক প্রসঙ্গ কোনও প্রকারের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।
কর্মাধ্যক্ষ — সাময়িক প্রসঙ্গ

হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস ভবনের ঘটনার জেরে আমিনুলের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ যুব কংগ্রেসের

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ৩১ মে : হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস ভবনে সংঘটিত মারামারি ও হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দেগেছে হাইলাকান্দি জেলা যুব কংগ্রেস। রবিবার জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিধায়কের আনা অভিযোগকে জোরালোভাবে খণ্ডন করেন জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি শহিদুল ইসলাম বড়ভুইয়া।

তিনি দাবি করেন, শনিবারের ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর আচরণকে কেন্দ্র করে। যুব কংগ্রেস কর্মীরা এর প্রতিবাদ জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শহিদুল বলেন, এপিসিসি সভাপতি গৌরব গগৈকে কটাক্ষ করে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বরং গৌরব গগৈয়ের আদর্শই কংগ্রেসকে সঠিক পথ দেখাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে গৌরব গগৈকে কটাক্ষ করার অভিযোগের প্রমাণ দেওয়ার চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন তিনি। যুব কংগ্রেসকে 'বিজেপির এজেন্ট' বলে বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের করা অভিযোগও নস্যাৎ করে দেন শহিদুল। পাল্টা অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, আসলে বিজেপির এজেন্ট হলেন আমিনুল হক লস্কর নিজেই। নিজের দাবির সমর্থনে তিনি বলেন, আমিনুল হক লস্কর বিজেপি কার্যালয়ে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রঞ্জিতকুমার দাসকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। এছাড়া শিলচর থেকে যারা তাঁর সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন, তাঁদের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিভিন্ন ছবিও সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি।

শহিদুল আরও বলেন, যুব কংগ্রেস কখনও বিজেপির এজেন্ট ছিল না। বরং আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী জুবাইর আনাম মজুমদারের পক্ষে যুব কংগ্রেস কর্মীরা জীবন বাজি রেখে কাজ করেছিলেন। সেই নির্বাচনে জুবাইর আনাম রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি দাবি করেন, যিনি বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন, সেই আমিনুল হক লস্করের হাইলাকান্দিতে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে যুব কংগ্রেসের টাউন ব্লক সভাপতি রীতা ধর হাইলাকান্দির বিধায়ক মিলন দাসের সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়কুমার ঘোষ এবং হাইলাকান্দি টাউন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি শৈবাল দেবের কিছু ছবি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, জয়কুমার ঘোষ ও শৈবাল দেবও বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।

শ্রীভূমি বিজেপির বর্ধিত সাংগঠনিক সভা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ৩১ মে : আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সাংগঠনিক রণকৌশল নির্ধারণকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির শ্রীভূমি জেলা কার্যালয়ে শনিবার এক বর্ধিত সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারী, জনপ্রতিনিধি ও কর্মীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শ্রীভূমি জেলা সহ-প্রভারী সুরজ সেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি সঞ্জীব বণিক, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস, পুরপতি রবীন্দ্র দেব সহ দলীয় অন্যান্য সদস্যরা। বৈঠকে সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে ২০২৯ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও মজবুত করা, নতুন কর্মী অন্তর্ভুক্ত করা, জনসংযোগ কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কর্মীদের উদ্দেশে সংগঠনের আদর্শ ও নীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপরও জোর দেওয়া হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তিই নির্বাচনী সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আগামী দিনে জেলার প্রতিটি বুথে দলীয় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সবশেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আগামী নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দলের সকল স্তরের কর্মীদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে একযোগে এগিয়ে আসার বার্তা দেন।

মদের দোকান খোলা নিয়ে মেহেরপুরে প্রতিবাদে মহিলারা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : মদের দোকান খোলা নিয়ে মেহেরপুর এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কাঁঠাল রোডে ষষ্ঠ অসম পুলিশ ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পের কাছে থাকা একটি মদের দোকান মেহেরপুরে ৪০৫ নম্বর শকুন্তলা এলপি স্কুলের কাছে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাদের কথায়, মদের দোকান খোলা হলে এলাকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। রবিবার স্থানীয় মহিলারা একজোট হয়ে এনিয়ে প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। সাবিত্রী গোস্বামী, বীণা চক্রবর্তী ও লক্ষ্মী রবিদাস সহ এলাকার বাসিন্দা অন্যান্য মহিলারা প্রশ্ন তুলেন, মদের দোকান চালু করা নিয়ে 'এনওসি' দেওয়া হল কীভাবে। তাদের কথায়, এলাকায় ৪০৫ নম্বর শকুন্তলা এলপি স্কুল ছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি মন্দির। মদের দোকান চালু হলে শান্তিপূর্ণ এই এলাকা অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। মদের দোকান স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তারা।

শিলচরে লোকনাথ বাবার ১৩৭তম তিরোধান উৎসব ৩ জুন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও আগামী ৩ জুন শিলচরের সেন্ট্রাল রোডস্থিত লোকনাথ বাড়িতে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার ১৩৭তম তিরোধান উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। এবারের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে লোকনাথ বাবার গুরু ভগবান গাঙ্গুলি এবং বাল্যবন্ধু বেণীমাধবকে তাঁর সমমর্যাদায় পূজা করা হবে। আয়োজকদের মতে, গুরু ভগবান গাঙ্গুলি ও বেণীমাধব সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘ পথ একসঙ্গে ও লোকনাথ বাবার সঙ্গে থেকে তাঁর কঠোর সাধনায় সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রীভূমিতে আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারী সংস্থার কার্যনির্বাহী বৈঠক

নয়া পে কমিশন বাস্তবায়ন ও পুরনো পেনশন নীতি নিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত

হিল্লোল দত্ত

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থার রাজ্য ও জেলাস্তরের পদাধিকারীরা।

শ্রীভূমি, ৩১ মে : নতুন পে কমিশন বাস্তবায়ন, নতুন পেনশন নীতি বাতিল করে পুরনো পেনশন নীতি চালু করা, পে ব্যান্ড ৪ বাস্তবায়ন সহ অন্যান্য দাবির ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে সারা আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থা। রবিবার শ্রীভূমির শিক্ষক ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রণব বরুয়া এবং সম্পাদক জিতেন ডেকা সহ অন্যরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের মতো শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে প্রদান করতে হবে।

অল আসাম হায়ার সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, আসামের রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। শ্রীভূমির করিমগঞ্জ কলেজে। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই সভায় সংগঠনের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পদাধিকারী ও সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি-দাওয়া এবং সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই সভায় বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রবিবার বিকেলে শ্রীভূমির রমণী রোডস্থিত শিক্ষক ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থার রাজ্য সভাপতি প্রণব বরুয়া এবং সম্পাদক জিতেন ডেকা, জেলা সভাপতি পবিত্র দেব, সম্পাদক সত্যজিৎ চক্রবর্তী, অধিবিদ্যা পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক অপূর্ব দত্ত, সদস্য সঞ্জয় মজুমদার, আশিস পোদ্দার সহ অন্যরা জানান, রাজ্য রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে শ্রীভূমি জেলার রাজ্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষক-কর্মচারীরা যোগদান করেছেন বলে জানান সংগঠনের শ্রীভূমি জেলা সভাপতি পবিত্র দেব। অন্যদিকে রাজ্য সভাপতি প্রণব বরুয়া এবং সম্পাদক জিতেন ডেকা বলেন, সভায় নতুন পে কমিশন বাস্তবায়ন, নতুন পেনশন নীতি বাতিল করে পুরনো পেনশন নীতি চালু করা, পে ব্যান্ড ৪ বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং বেশ ক'টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উচ্চতর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে সংগঠন অবিরত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো বাস্তবায়নে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে বিভিন্ন নির্বাচন, লোকগণনা, কিংবা বন্যা সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতিরিক্তভাবে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়। শ্রেণিকক্ষের পাঠদান থেকে বেরিয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু শিক্ষকরা আজ সব থেকে বঞ্চিত।

ফলে এই বঞ্চনার প্রতিবাদে সংগঠন সরব হবে এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের মতো শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে প্রদান করতে হবে বলে দাবি জানান সংগঠনের পদাধিকারীরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে তিন দিবসীয় কর্মসূচি হাইলাকান্দিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩১ : আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আর এই দিবসকে সামনে রেখে রবিবার হাইলাকান্দি শহরের মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থা দ্য গ্রিনস এবং অসম সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে তিন দিবসীয় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির প্রথম দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে নিজেদের সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়। প্রতিযোগিতাটি গ্রুপ এ প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণির মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন। গ্রুপ বি-তে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ ও সুরক্ষা এবং গ্রুপ সি ক্যাটাগরিতে দশম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত পরিবেশ দূষণ ও তার সমাধান। দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি হিসেবে আগামী ৩ জুন হাইলাকান্দির শ্রীকৃষান সারদা মহাবিদ্যালয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক ও ডিগ্রি স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের দিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় 'এক পেড় মাকে নাম' কর্মসূচির মাধ্যমে দিনের সূচনা করা হবে। এরপর সারা দিনব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা, সংরক্ষণ এবং সবুজায়নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে বন্যা প্রশমন প্রচেষ্টা জোরদার করল কাছাড় জেলা প্রশাসন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : বন্যা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং নগর নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে কাছাড় জেলা প্রশাসন শনিবার সানলাইট হাসপাতালের নিকটবর্তী আশ্রম রোড এলাকায় একটি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। শিলচর সদর রাজস্ব চক্রের চক্রাধিকারিক অর্ণব বড়ুয়া, এএলআরএস-র নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডিডিএমএ), কাছাড়, জলসম্পদ বিভাগ, পূর্ত বিভাগ (সড়ক) এবং অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)।

সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ দখল উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়, কারণ এসব দখলের ফলে রাঙ্গিরখাল ও লঙ্গাইখাল নিকাশি চ্যানেলের চলমান পলি অপসারণ ও পুনরুদ্ধার কাজে নিয়োজিত ভারি যন্ত্রপাতির চলাচল ও মোতায়েনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। উচ্ছেদ কার্যক্রমের ফলে পুনরুদ্ধারমূলক কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই উদ্যোগটি জেলা প্রশাসনের বৃহত্তর কৌশলের অংশ, যার লক্ষ্য নগর নিকাশি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা ও বন্যাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি আরও সুদৃঢ় করা।

রাঙ্গিরখাল ও লঙ্গাইখালের চলমান পুনরুদ্ধার কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এই গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি চ্যানেলগুলোর জল বহনক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে বৃষ্টির জল দ্রুত নিষ্কাশন সম্ভব হবে এবং নগর বন্যার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। পাশাপাশি এই প্রকল্প শিলচর শহরের পার্শ্ববর্তী একাধিক এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্ষাকালে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস এবং জনপরিকাঠামো ও আবাসিক এলাকাসমূহ সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে জেলা প্রশাসন তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বরাক ভ্যালি হোমিও কলেজ ডিমান্ড কমিটির উদ্যোগে শিলচরে হ্যানিম্যান ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন

সম্মাননা গ্রহণ করছেন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : বরাক ভ্যালি হোমিও কলেজ ডিমান্ড কমিটি বৃহত্তর আসাম বাঙালি উন্নয়ন ডিমান্ড কমিটির সহযোগিতায় রবিবার শিলচরে এক বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ২৭২তম হ্যানিম্যান জয়ন্তী ও ১৬৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। হোমিও কলেজ ডিমান্ড কমিটির কর্মকর্তা ডাঃ প্রবাল পালচৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিলচর পুর নিগমের অন্তর্গত ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ৫৩ কৃতী ছাত্রছাত্রী সহ অন্যান্য ওয়ার্ডের ১০ জন মিলিয়ে মোট ৬৩ কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে আরও বেশ কয়েকজনকে হ্যানিম্যান অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। সম্মানপ্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন যথাক্রমে শিলচর ও উধারবন্দের নবনির্বাচিত বিধায়কদ্বয় ডাঃ রাজদীপ রায় ও রাজদীপ গোয়ালা সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব শর্মা, বিজেপি জেলা সভাপতি রূপম সাহা, বিমলেন্দু রায়, ড. কস্তুরী হোমচৌধুরী, ডাঃ প্রবাল পালচৌধুরী, ডাঃ নলিনীমোহন দাস প্রমুখ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত কবীন্দ্র পুরকায়স্থকে এদিন মরণোত্তর বিশেষ হ্যানিম্যান সম্মান প্রদান করা হয়। প্রয়াত কবীন্দ্র পুরকায়স্থের সম্মাননা গ্রহণ করেন পরিবারের সদস্যরা।

এদিনের এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বরাক উপত্যকায় একটি হোমিও কলেজ স্থাপনের দাবিতে ডাঃ প্রবাল পালচৌধুরীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে এই দাবি বাস্তবায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। শিলচরের বিধায়ক ডাঃ রাজদীপ রায়ের প্রতিনিধি পুলক রায় জানান, বিধানসভার আগামী অধিবেশনে হোমিও কলেজ স্থাপনের দাবিটি উত্থাপন করবেন ডাঃ রাজদীপ রায়। এদিনের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক সহ শিক্ষাপ্রেমী জনসাধারণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

বরপেটা রোডের পাইকারি সবজি বাজারে চাঞ্চল্য পটলে রাসায়নিক রং মিশিয়ে বিক্রির অভিযোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, বরপেটা রোড, ৩১ মে : বরপেটা রোডের পাইকারি সবজি বাজারে পটলে বিষাক্ত রাসায়নিক রং মিশিয়ে বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সময় এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

সাময়িক প্রসঙ্গের সাংবাদিক বিটু সরকারের ক্যামেরায় ধরা পড়ে বাজারে বিক্রির জন্য মজে যাওয়া পটলকে সতেজ ও আকর্ষণীয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তাতে রাসায়নিক রং প্রয়োগ করা হচ্ছে। অভিযোগ, বিষয়টি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দ্রুত সরে পড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক শ্রমিক সংবাদমাধ্যমকে জানান, এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে হায়দর আলি নামের এক ব্যবসায়ী জড়িত। তার দাবি, শুধু হায়দর আলি নন, আরও কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন, যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন সংগঠন ও মহল থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বরপেটা জেলা আসু-র সভাপতি অর্ণবজ্যোতি শর্মা বলেন, বর্তমানে কৃষিকাজে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে মানুষ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এর ওপর যদি বাজারে সবজি বিক্রির সময়ও রাসায়নিক রং ব্যবহার করা হয়, তবে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, এ ধরনের অভিযোগ বারবার সামনে এলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের কোনও কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাননি বলে জানা গেছে। ফলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

গুয়াহাটিতে ৪৭ কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা পিপিএফ-র, উদ্বোধন 'এডুকেয়ার সেন্টার'

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : সাফল্যের স্বীকৃতি যেমন নতুন স্বপ্ন দেখায়, তেমনই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাও মনে করিয়ে দেয়। সেই বিশ্বাসকে সামনে রেখে রবিবার গুয়াহাটির ছয়মাইল এলাকার আরএম লজের সভাকক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৪৭ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা জানাল গুয়াহাটি ভিত্তিক সমাজসেবী সংগঠন প্রোগ্রেসিভ পিপলস ফাউন্ডেশন (পিপিএফ)। একই অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও পেশাগত দিশা প্রদানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় 'পিপিএফ এডুকেয়ার সেন্টার'-র।

সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্বে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর গত এক বছরে প্রয়াত ছাত্রছাত্রীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করাই ছিল এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারে অঙ্গীকারবদ্ধ পিপিএফ-র পক্ষ থেকে গুয়াহাটির এমএ মার্কাজ অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যসামগ্রীও বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল মরিয়ম সিদ্দিকা চৌধুরী এজন্য পিপিএফ-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক এবং অসমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন কমিশনার নজরুল ইসলাম। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং সততার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টিহু কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. অতনু নাথ, সুয়াইদ মাসফুর লস্কর, ডাঃ দানিয়েল নওয়াজ মজুমদার এবং অবসরপ্রাপ্ত আইএফএস আধিকারিক এএইচ খান। তাঁরা শিক্ষার গুরুত্ব, কর্মজীবনের পরিকল্পনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নেতৃত্বগুণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন। ড. মিজাজুর রহমান তালুকদার শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নুরুল ইসলাম লস্কর, ডাঃ শাহনওয়াজ মজুমদার-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এদিন শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থী, পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং প্যারামেডিক্যাল কোর্সে সাফল্য পাওয়া শিক্ষার্থীদের গামছা, শংসাপত্র, বই ও স্মারক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

সংবর্ধনা প্রাপকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তানভির নিহাল লস্কর, যিনি এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮.২ শতাংশ নম্বর অর্জন করেছেন। পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ড. ফারনাজ ইয়াসিমকে সম্মান জানানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মিল্যাবে 'মিউন জি টু' পরীক্ষায় অবদানের জন্য ২০২৬ সালের 'ব্রেকথ্রু প্রাইজ ইন ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স' প্রাপ্ত ড. অতনু নাথকেও সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি নিউরো সার্জারির সুপার স্পেশালিটি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ডাঃ দানিয়েল নওয়াজ মজুমদারকে সম্মান জানানো হয়। পিপিএফ-র শিক্ষা উপকমিটির সমন্বয়ক সুলতান উদ্দিন আহমদ সংগঠনের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরে পিপিএফ-র চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে 'পিপিএফ এডুকেয়ার সেন্টার'-র উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডভোকেট সারা চৌধুরী। পিপিএফ-র ভাইস চেয়ারম্যান রফিক আহমদ লস্কর সংগঠনের বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত ভাষণ দেন ড. জাসমিন ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জিয়া উদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পিপিএফ-র ট্রাস্টি মেহবুবুল হাসান লস্কর। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন মাশুক আহমদ লস্কর, জয়নাল আবেদিন চৌধুরী, এয়াহদুল হক লস্কর সহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানের এক আনন্দঘন মুহূর্তে নীলোফার মজুমদারের উপহার দেওয়া কেক কেটে সাফল্য উদ্‌যাপন করেন শিক্ষার্থীরা। শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন শাহবাজ আলম লস্কর। অনুষ্ঠানকে সফল ও স্মরণীয় করে তোলার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে পিপিএফ। বিশেষভাবে অনুষ্ঠানটির সুন্দর সংবাদ পরিবেশনের জন্য দূরদর্শন কেন্দ্র গুয়াহাটিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।

জয় রাধে সেবা সমিতি ও দুর্গাবাড়ি ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে মালুগ্রামে স্বাস্থ্য শিবির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : মালুগ্রাম এলাকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কথা মাথায় রেখে এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল রবিবার। মালুগ্রাম ৯ নং ওয়ার্ডের আর্যপট্টি দুর্গাবাড়ি ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে জয় রাধে সেবা সমিতি ও দুর্গাবাড়ি ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে সকাল ১০-৩০টা থেকে শুরু হওয়া এই স্বাস্থ্য শিবিরে শিশু, মহিলা, প্রবীণ নাগরিক সহ বিভিন্ন বয়সের প্রায় ১০০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের সুবিধা লাভ করেন। মালুগ্রাম এলাকায় দূষিত ও নিম্নমানের পানীয়জলের কারণে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধার্থে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা। এছাড়াও শিলচরের প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী প্রমুখ।

দিনপঞ্জিকা

সোমবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ইং ১ জুন, মুং ১৫ জেলহজ (ভাং তাং ১১ জ্যৈষ্ঠ)। অ ১৭ জেঠ, ফসলী মল ১ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ১ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক। ৪।৫৪।২৩ গতে সূর্যোদয়, ৬।১৩।১৭ গতে সূর্যাস্ত। প্রতিপদ তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকূল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

কর্কট : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

বৃশ্চিক : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

ধনু : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

মকর : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

‘বিকশিত অসম’-এর রূপরেখা নিয়ে সর্বার সঙ্গে বৈঠক হিমন্তের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : ‘বিকশিত অসম’ গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শনিবার নয়াদিল্লিতে সোনোয়ালের সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গত এক দশকে অসমে হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ জানান, সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে প্রতিটি বৈঠকই ‘বিকশিত অসম’ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও চিন্তাভাবনার সুযোগ এনে দেয়। তিনি লেখেন, ‘আজ দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও গত এক দশকে রাজ্যের অগ্রগতি এবং অসমের উন্নয়নের যাত্রাকে আরও কীভাবে দ্রুততর করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।’ অন্যদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালও বৈঠককে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেন। তিনি ‘এক্স’-এ এক বার্তায় জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নের রোডম্যাপকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘টিম অসম রাজ্যে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারাবাহিক যুগ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সূত্রের খবর, বৈঠকে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানোর উপায় নিয়েও মতবিনিময় হয়। দুই নেতাই অসমকে দেশের অন্যতম উন্নত ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির

এরপর সাতের পাতায়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে গামোছা পরিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার গুয়াহাটিতে।

ধুবড়ি-গৌরীপুর রেললাইনে রেল ক্রসিংয়ের দাবি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধুবড়ি, ৩১ মে : ধুবড়ি-গৌরীপুর রেলপথের ঝাগড়াপাড় সংযোগ সড়কে দীর্ঘদিন ধরে রেল ক্রসিং স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে অভিযোগ, জনগণের এই ন্যায্য দাবির প্রতি এখনও পর্যন্ত উদাসীন মনোভাবই দেখিয়ে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ধুবড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ধারাশা এলাকা যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গৌরীপুর থেকে ঝাগড়াপাড় হয়ে লিঙ্ক রোড ব্যবহার করে প্রতিদিন অসংখ্য যানবাহন ধুবড়ি শহরে প্রবেশ ও বের হয়। ধুবড়ি-গৌরীপুর জিটিবি রোডের সঙ্গে সংযুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি ব্যবহার করতে হলে রেললাইন অতিক্রম করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই এলাকার আশপাশে ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ধুবড়ি বিএড কলেজ, ঝাগড়াপাড় স্টেডিয়াম এবং ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার গুদাম সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। ফলে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ ও যানবাহন এই পথ ব্যবহার করে থাকে।

এরপর সাতের পাতায়

শ্রীভূমি শহরের ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা : সরব বিশিষ্ট নাগরিকরা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ৩১ মে : শ্রীভূমি শহরের ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা, অচল ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে এবার সরব হলেন শহরের বিশিষ্ট নাগরিকরা। শ্রীভূমি পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেবের হাতে একটি লিখিত স্মারকপত্র তুলে দিয়ে অবিলম্বে একটি সর্বদলীয় ও সর্বস্তরের অংশগ্রহণমূলক ‘নাগরিক বৈঠক’ আহ্বানের দাবি জানান তাঁরা। রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. গীতা সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিখিল রঞ্জন দাস, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন স্কুলের প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রূপক দে, সন্দীপকুমার রায়, সমীর দাস সহ শহরের একাধিক বিশিষ্ট নাগরিক শনিবার স্মারকপত্র তুলে দিয়ে জানান, সাম্প্রতিক বর্ষার শুরুতেই শ্রীভূমি শহরের বিভিন্ন রাস্তা, আবাসিক এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল অঞ্চল ভয়াবহ জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ড্রেনেজ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, নর্দমা পরিষ্কারে গাফিলতি এবং জলনিকাশির পথ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পড়ার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। এতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তারা আরও বলেন, শহরের বহু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক বর্তমানে ভাঙাচোরা ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে এসব সড়ক দীর্ঘক্ষণ জলের নিচে ডুবে থাকায় পথচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী,

এরপর সাতের পাতায়

লাহরিঘাটে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঠিকাভিত্তিক বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, মরিগাঁও, ৩১ মে : মরিগাঁও জেলার লাহরিঘাট থানার অন্তর্গত বরসলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় অঞ্চলজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, লাহরিঘাট বৈদ্যুতিক উপ-সংমণ্ডলের অধীনস্থ ঠিকাভিত্তিক কর্মরত এক বিদ্যুৎ কর্মীর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে করুণভাবে মৃত্যু ঘটল। মৃত কর্মচারীর নাম জাকির হোসেন বলে জানা গেছে। বাড়ি ২ নং বরছোলা গ্রামে। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জাকির হোসেন বরসলা পুলিশ ফাঁড়ির কাছে অবস্থিত জিও টেলিকম কোম্পানির একটি ট্রান্সফর্মারের ত্রুটি মেরামত করতে একাই যান। মেরামতের কাজ চলাকালীন সময়ে হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে বরসলা পুলিশ উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মরিগাঁও গুণাভিরাম অসামরিক চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করে।

এদিকে, এই করুণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্যের। মৃত জাকির হোসেনের পরিবার ঘটনাটির নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত দাবি জানিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের ফিডার ম্যানেজার চন্দিত বরা এবং লাইনমেন ভুপেন শইকিয়ার গাফিলতির কারণেই ঠিকাভিত্তিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন পরিবারের লোকেরা।

শিলচরে নতুন নেতৃত্বে তেরাপন্থী সভা, সভাপতি নির্বাচিত মূলচাঁদ বৈদ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : সাংগঠনিক ঐক্য, সমাজসেবা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সামনে রেখে রবিবার অনুষ্ঠিত হল জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী সভা, শিলচরের বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২০২৬ থেকে ২০২৮ মেয়াদের জন্য সংগঠনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মূলচাঁদ বৈদ।

নমস্কার মহামন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। এরপর সভা সংগীত এবং ‘শ্রাবক নিষ্ঠাপত্র’ পাঠ করা হয়। বিদায়ী সভাপতি নবরত্ন চোপড়া স্বাগত ভাষণে তাঁর কার্যকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন এবং সংগঠনের সদস্যদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় সংগঠনের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী সম্পাদক। কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালান্স শিট সভার সামনে তুলে ধরেন।

নির্বাচন আধিকারিক জেঠমল মারুতি জানান, সভাপতি পদে একমাত্র মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় মূলচাঁদ বৈদকে আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।

নবনির্বাচিত সভাপতি মূলচাঁদ বৈদ তাঁর সম্পাদক হিসেবে প্রেমচাঁদ ছাজেরকে মনোনীত করেন। বক্তব্যে তিনি আগামী দুই বছরে নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে সংগঠনের সেবা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এরপর সাতের পাতায়

ইন্দ্রগড় জিপির শ্রীকোণা বাগানে বিধায়ক কিশোর নাথকে সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলকুড়ি, ৩১ মে : বড়খলা কেন্দ্রের তাপাং মণ্ডলের অন্তর্গত ইন্দ্রগড় জিপির শ্রীকোণা বাগান ৭ নং ওয়ার্ড দুর্গা মণ্ডপ এবং ১ নং ওয়ার্ডে পৃথকভাবে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথকে উষ্ণ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। দলীয় কার্যকর্তা ও স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা কিশোর নাথের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন এবং বড়খলা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাপাং ব্লকের সভাপতি হরেন্দ্র দাস, ইন্দ্রগড় জিপির সভাপতি বীরেশচন্দ্র দাস, প্রাক্তন সভাপতি কাজল রায়, সনিলাল দাস, প্রাক্তন এপি রায়মোহন দাস সহ-সভাপতি সঞ্জু চক্রবর্তী, ওয়ার্ড সদস্য অরবিন্দ দত্ত সহ অন্যান্য দলীয় পদাধিকারী, কার্যকর্তাবৃন্দ এবং ইন্দ্রগড় জিপির ৭ জন জিপি সদস্য।

সংবর্ধনার জবাবে বিধায়ক কিশোর নাথ সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই

এরপর সাতের পাতায়

গোবিন্দপুরির সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ বিধায়ক জাকারিয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : বদরপুরের প্রাক্তন বিধায়ক প্রয়াত জামাল উদ্দিন আহমদের পুত্র উত্তর করিমগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পান্না) শনিবার উত্তর পূর্ব ভারতের বিদগ্ধ ইসলামি পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক মওলানা আহমদ সায়িদ গোবিন্দপুরির সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। এদিন রাতে গোবিন্দপুরির বাসভবনে উপস্থিত হয়ে প্রথমে বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পান্না গোবিন্দপুরির দোয়া নেন। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ায় গোবিন্দপুরির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জাকারিয়া। এদিন গোবিন্দপুরি নবনির্বাচিত বিধায়ক জাকারিয়া আহমদকে পিতা প্রয়াত জামাল উদ্দিন আহমদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনীতি করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা এবং সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করাই হলো সেবামূলক রাজনীতি। তিনি বিধায়ককে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার পরামর্শ দেন। এদিন বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস নেতা আসুক উদ্দিন, কাছাড় জেলা পরিষদ সদস্যা ফরিদা পারভিন লস্কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী হাফিজ ইব্রাহিম আহমদ বড়ভূইয়া প্রমুখ।

লামডিং-মাইবাং রেল সেকশনে ২৫ কেভি এসি বিদ্যুতায়ন, নিরাপত্তা সতর্কতা জারি

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ৩১ মে : লামডিং-মাইবাং রেল সেকশনে ২৫ কেভি এসি বিদ্যুতায়ন নিরাপত্তা সতর্কতা জারি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লামডিং থেকে মাইবং পর্যন্ত রেল সেকশনের ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই)-এ অবিলম্বে ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশন বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করা হবে। এ নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে হিন্দি, অসমিয়া, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় নিয়মিত জনসচেতনতামূলক ঘোষণা করার জন্য বলা হয়েছে।

এরপর সাতের পাতায়

মঙ্গল ও বুধবার কাছাড়ে কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা, আসছেন পর্যবেক্ষকরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে কাছাড়ের ৭টি বিধানসভা আসনেও দলের ফলাফল পর্যালোচনার জন্য দিন নির্ধারিত করা হয়েছে আগামী ২ জুন মঙ্গলবার ও ৩ জুন বুধবার।

ফলাফল পর্যালোচনার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব কাছাড়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন বিধায়ক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন কর এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাঞ্জল ঘাটোয়ারকে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে,এই ৩ পর্যবেক্ষক প্রথম দিন মঙ্গলবার পর্যালোচনা করবেন লক্ষীপুর, ধলাই ও সোনাই আসনের ফলাফল। পরদিন বুধবার পর্যালোচনা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

অন্তর্ঘাত নিয়ে সরগরম হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি

এরপর সাতের পাতায়

ভুয়ো দলিলের অভিযোগে জমি নিয়ে উত্তেজনা রাতাবাড়িতে

রশিদ আহমদ

রাতাবাড়ি, ৩১ মে : রাতাবাড়ির কাজিরবাজার সংলগ্ন সরকারিবাড়ি মৌজার ২৭৩ নম্বর দাগভুক্ত প্রায় সাত বিঘা জমিকে কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। জমি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বলে দাবি করে ফখর উদ্দিন আদালতে মামলা (নং, ৫৪৩/২০২৫) দায়ের করেছেন। মামলাকারীর অভিযোগ, আতিকুর রহমান, হেলাল আহমদ সহ কয়েকজন ব্যক্তি ভুয়ো দলিল তৈরি করে জমিটি নিজেদের নামে নামজারি করিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছেন। কথিত ওই দলিল বাতিলের দাবিতে তিনি ২০২৫ সালে আদালতের শরণাপন্ন হন।

মামলার প্রেক্ষিতে আদালত নিযুক্ত অ্যাডভোকেট কমিশনার রত্নদীপ দত্ত শনিবার সংশ্লিষ্ট জমির বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অভিযোগ অনুযায়ী, পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত পক্ষের কয়েকজন ব্যক্তি কমিশনের কাজে বাধা প্রদান করেন।

এরপর সাতের পাতায়

মেধার সম্মান, স্বপ্নের উড়ান : ‘মন কি বাত’-এর পর পাথারকান্দিতে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা কৃষ্ণেন্দুর

এস এম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৩১ মে : শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ জোগাতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগের সাক্ষী থাকল ১২৫ নং পাথারকান্দি বিধানসভা। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠান ‘মন কি বাত’-এর ১৩৪তম পর্বের সম্প্রচার শেষে পাথারকান্দি মণ্ডল বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত হয় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

পাথারকান্দির তিনবারের বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পালের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল করা শিক্ষার্থীদের সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। বিধায়ক নিজ হাতে শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, ‘শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের সমাজ ও দেশের প্রকৃত নির্মাতা। মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যারা সাফল্য অর্জন করছে, তারাই ভবিষ্যতে জাতির নেতৃত্ব দেবে।’ তিনি শিক্ষার্থীদের বড় স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি, ডিজিটাল শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। একই সঙ্গে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, শিক্ষা কেবল পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একজন মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় সমৃদ্ধ করে। তাই শিক্ষার্থীদের সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানানো হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বাণী ‘উঠো, জাগো এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত থেমো না’ স্মরণ করে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় পর্বও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শুধু মণ্ডল কার্যালয়েই নয়, পাথারকান্দি বিধানসভার প্রতিটি বুথ এলাকায় একইভাবে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগে অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, মেধার স্বীকৃতি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফলের জন্য অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানের শেষে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, ‘আজকের এই সম্মাননা শুধু পুরস্কার নয়, আগামী দিনের বৃহত্তর সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। তোমরাই ভবিষ্যতের ভারত গড়বে।’

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে শিলচরে সচেতনতার জোরালো বার্তা

রাস্তায় চিকিৎসক থেকে ছাত্রছাত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে রবিবার শিলচরে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করল শিলচর ক্যান্সার সেন্টার এবং জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষ, কাছাড়। সচেতনতা র‍্যালি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আইন প্রয়োগমূলক অভিযান, বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, একাধিক উদ্যোগে মুখর হয়ে ওঠে শহর।

দিনের সূচনা হয় দুটি সচেতনতা র‍্যালির মাধ্যমে। একটি র‍্যালি বের হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত শিলচর ক্যান্সার সেন্টার থেকে, অন্যটি এসএম দেব সিভিল হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষার্থী, কর্মচারী এবং সাধারণ

এরপর সাতের পাতায়

স্বাধীনতার সাত দশক পরেও বেহাল সড়ক, কাদাজলে বন্দি ঈশানছড়ার জনজীবন

মনোজ মোহান্তি

রামকৃষ্ণনগর, ৩১ মে : চারদিকে যখন আধুনিক পিচঢালা কিংবা কংক্রিট ব্লকের পথ আর হাইওয়ের জয়গান, ঠিক তখনই এক বুক ক্ষোভ আর এক হাঁটু কাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই লড়ছেন রামকৃষ্ণনগর কেন্দ্রের কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঈশানছড়া গ্রামের বাসিন্দারা। প্রতিশ্রুতির রঙিন বেলুন যে বাস্তবতার মাটিতে কতটা সস্তা, তা এই গ্রামে পা দিলেই টের পাওয়া যায়। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এক চিলতে পাকা রাস্তার অভাবে এখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা শুধু ব্যাহতই নয়, রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই গ্রামের প্রধান সড়কটি চেনা রূপ হারিয়ে যেন এক মরণফাঁদে পরিণত হয়। চারদিকে বড় বড় গর্ত আর থকথকে কাদার সাম্রাজ্যে হাঁটার উপায় থাকে না, আর দুই চাকার যানবাহন চালানো তো দুরূহ এক দুঃসাহসিক ব্যাপার। স্থানীয় যুবকদের অভিযোগ, ভোট আসে ভোট যায়, নেতাদের প্রতিশ্রুতির বন্যা

এরপর সাতের পাতায়

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হজ, ১৭ লক্ষেরও বেশি হাজির সমাগমে আধ্যাত্মিক মহামিলন

রাজীব মজুমদার

মক্কা, ৩১ মে : বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হজ ২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সৌদি আরব সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে হজের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লাখো হুজ্জাজে কেরাম। অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এবারের হজে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সেবাব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সৌদি প্রশাসন।

সৌদি আরবের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছর মোট ১৭ লাখ ৭ হাজার ৩০১ জন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হজ পালন করেছেন। এর মধ্যে বিদেশ থেকে আগত হজযাত্রীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৪৬ হাজার ৬৫৫ জন, আর সৌদি আরবের নাগরিক ও দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীদের মধ্যে থেকে হজ পালন করেছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৪৬ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি হাজিদের মধ্যে ১৪ লাখ ৮৫ হাজার ৭২৯ জন আকাশপথে, ৫৪ হাজার ৪২৯ জন স্থলপথে এবং ৬ হাজার ৪৯৭ জন সমুদ্রপথে সৌদি আরবে প্রবেশ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত এসব মুসল্লির জন্য মক্কা, মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

ভারত থেকে এ বছর মোট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৫ জন হজযাত্রী পবিত্র হজ পালনের সুযোগ লাভ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, নাইজেরিয়া, মিসর সহ বিশ্বের শতাধিক দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এবারের হজে অংশগ্রহণ করেন।

হজের বিশাল এ আয়োজন সফল করতে সৌদি সরকার বিপুল সংখ্যক জনবল মোতায়েন করে। সরকারি তথ্যমতে, হজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে দায়িত্ব পালন করেছেন ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৮ জন কর্মী এবং ২৬ হাজার ৭০১ জন স্বেচ্ছাসেবক। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন, পরিচ্ছন্নতা, জননিয়ন্ত্রণ, দিকনির্দেশনা ও জরুরি সেবা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

বিশেষ করে মিনার তাঁবু নগরী, আরাফাতের ময়দান এবং মুযদালিফায় হাজিদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্মার্ট মনিটরিং

এরপর সাতের পাতায়

বরাকে হাইকোর্ট বেঞ্চের দাবিতে ‘পোস্টকার্ড অভিযান’ ইয়াসির

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : বরাক উপত্যকায় স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করতে আগামী ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত ‘পোস্টকার্ড অভিযান’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সামাজিক সংগঠন ‘ইয়োথস এগেইনস্ট সোসিয়াল ইভিলস’ (ইয়াসি)। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই সময়কালে হাজার হাজার হাতে লেখা পোস্টকার্ড ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং অসমের রাজ্যপালের উদ্দেশে প্রেরণ করা হবে।

ইয়াসির মতে, বরাক উপত্যকার তিন জেলা এবং ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবি হল একটি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা। এই দাবির বাস্তবায়ন বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন

এরপর সাতের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৪৬, সোমবার, ১ জুন, জ্যৈষ্ঠ ১৭, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

শিলচরে গৌহাটি হাইকোর্টের বেঞ্চ : ন্যায়বিচারের স্বার্থে সময়ের দাবি

শিলচরে হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু বিচারপ্রার্থীরাই উপকৃত হবেন না, বরং আইনজীবী সমাজ, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভারতের সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার ভৌগোলিক দূরত্ব এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতা অনেক সময় সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচারের পথকে কঠিন করে তোলে। অসমের বরাক উপত্যকার প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি— শিলচরে গৌহাটি হাইকোর্টের একটি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন— এই বাস্তবতারই প্রতিফলন।

বর্তমানে বরাক উপত্যকার বাসিন্দাদের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলা বা আইনি প্রতিকার লাভের জন্য গুয়াহাটি যেতে হয়। শিলচর থেকে গুয়াহাটির দূরত্ব প্রায় ৩৫০ কিলোমিটারেরও বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি হলেও যাতায়াত, থাকা-খাওয়া এবং আইনি খরচ মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে অনেকেই ন্যায়বিচারের জন্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সাহস পান না। বিচার ব্যবস্থার এই অপ্রাপ্যতা সংবিধানের ন্যায় ও সমতার চেতনাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

বরাক উপত্যকা ভৌগোলিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিকভাবেও অসমের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ— এই তিন জেলার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আসছেন। জনসংখ্যা, মামলার সংখ্যা এবং প্রশাসনিক গুরুত্বের বিচারে এই অঞ্চলে একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাইকোর্টের একাধিক বেঞ্চ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যে প্রধান আদালতের বাইরে বেঞ্চ স্থাপন করে বিচারপ্রার্থীদের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই তুলনায় বরাক উপত্যকার মতো একটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এখনও কোনও হাইকোর্ট বেঞ্চ না থাকা এক ধরনের বৈষম্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

শিলচরে হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলে শুধু বিচারপ্রার্থীরাই উপকৃত হবেন না, বরং আইনজীবী সমাজ, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামগ্রিক আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং গৌহাটি হাইকোর্টের ওপর মামলার চাপও কিছুটা কমাবে। বরাক উপত্যকার জনগণের এই দাবি কোনও রাজনৈতিক আবেগের বিষয় নয়— এটি ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা ও সাংবিধানিক অধিকারের প্রশ্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনজীবী সংগঠন এই দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এখন সময় এসেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার। ন্যায়বিচার তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। সেই লক্ষ্যেই শিলচরে গৌহাটি হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ স্থাপন আজ বরাক উপত্যকার মানুষের ন্যায্য ও সময়োপযোগী দাবি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেওয়াই হবে প্রশাসনের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয়।

ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ আজ অবলুপ্তির পথে

স্বপনকুমার মণ্ডল

আদর্শ মেনে না চলায় স্বীকৃতিই অস্বীকৃতির কারণ হয়ে ওঠে। বর্তমান বাংলাদেশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির নৃশংসতার মধ্যেই কাজি নজরুল ইসলামের অস্তিত্ব গৌরবান্বিত হওয়ার অবকাশ পেলেও তা অচিরেই অস্তিত্ব সংকটের কারণ হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে কাজি নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলে। উল্লেখ্য, ২০২৪-এই কবির ১২৫ বছর পূর্তি সম্পন্ন হয়। দেরিতে হলেও 'better late than never'-এ তা জরুরি ছিল। অবশ্য ২০২৫-এর নতুন বছরের সূচনায় বিদ্রোহী কবির এই স্বীকৃতি স্বাভাবিক ভাবে বেমানান হয়ে ওঠে। এদিকে সে বছর ২৪ মে কবির ১২৬-এ পদার্পণ ঘটে, ২৮ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ দিবসও নীরবে চলে যায়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যে কবির বিদ্রোহী পরিচিতিতেই ছিল বৈষম্যপীড়িত সমাজের সমস্ত ধরনের অসাম্য দূর করার বার্তা, শোষিত-শাসিত মানুষের পাশে থাকার মানবিক দায়বদ্ধতা নিবিড় হয়ে ওঠে, তাঁর সেই আদর্শই আজ সে দেশে অমান্যে,অস্বীকৃতিতে ভূলুণ্ঠিত মনে হয়। তাঁর কবি -পরিচিতিতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আলোকদিশারি জেগে ওঠে, সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সাম্যবাদী কবিকণ্ঠের পরিচয় মেলে। সেখানে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের পরিকল্পিত গণঅভ্যুত্থানের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই মৌলবাদীদের উত্থানে ভয়ঙ্কর ধর্মীয় বিদ্বেষ নিধনযজ্ঞে পরিণত হয়। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তি বাংলার মানুষের মানবিক অস্তিত্বকেই নতুন করে বিপন্ন করে তোলে। সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর ২০২৪-এ সে দেশের নতুন করে স্বাধীনতা লাভের আয়োজনের নেপথ্যেই ছিল মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের ভয়ঙ্কর আয়োজন। ২০২৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট ইউনিস সরকারের অবসান ঘটলেও বিএনপির তারেক রহমান সরকারের আমলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুস্থিতি ফিরে আসেনি। উল্টে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের শক্তিবৃদ্ধিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নতুন করে বিঘ্নিত হওয়ার পরিসর এখনও সমান সক্রিয়। সেখানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যখন হিন্দুশূন্য মৌলবাদীদের নতুন দেশ গড়ে তোলার খবর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কাজি নজরুল ইসলামকে সে দেশের জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি আপনাতেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যেখানে সে দেশে কাজি নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা অত্যন্ত জরুরি ছিল, সেখানে তাঁর আদর্শকেই অস্বীকার করে তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি প্রদানে রাষ্ট্রীয় মুখকে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞাপনে উজ্জ্বল করার ব্যর্থ প্রয়াস আরও রহস্যময় মনে হয়। কেননা, নজরুলের অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতি তাঁর বিদ্রোহী পরিচিতিতেই সামনে চলে আসে। তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাই তাঁকে বাঙালির আপনজন করে তুলেছে। দুই বাংলাতেই তাঁর সমান সমাদর। কোনও মৌলবাদী দেশ তাঁকে আপন করতে পারে না। ফলে তাঁকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে নয়, তাঁর অসাম্প্রদায়িক আদর্শে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনাতেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো হবে। সেই বাংলাদেশেই কাজি নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে যিনি তুলে ধরে অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে ওঠা একজন আন্তর্জাতিক মানের মানুষ যথা লন্ডন প্রবাসী স্বনামধন্য গবেষক ও প্রখ্যাত লেখক গোলাম মুরশিদ (১৯৪০-২০২৪)। ২০২৪-এ মৌলবাদীদের হাতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের মধ্যেই ২২ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তিনি জীবনের শেষ পর্বে এসে কাজি নজরুল ইসলামকে নতুন করে অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। এটিই ছিল তাঁর গবেষণার শেষ সোনালি ফসল। শুধু তাই নয়, তার জন্য শেষের দিকে জ্বলে ওঠার মতোই তাঁর বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নজরুল জীবনী 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' (২০১৮)। এই অসাধারণ জীবনী বইটির জন্যই তাঁর নাম ২০২৩ তথা ১৪২৯-এর আনন্দ পুরস্কারের জন্য আরও তিন জনের সঙ্গে (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার ও সুব্রত চট্টোপাধ্যায়) বিবেচিত হয়েছিল। সেই পুরস্কার তাঁর না জুটলেও বইটির সমাদরের সূত্রে তাঁর পরিচিতি নতুন করে চর্চার অবকাশ লাভ করে। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর পর কাজি নজরুল ইসলামের জীবনী লেখার বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যভেদী প্রয়াসের মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা ও উদ্ভাবনী গবেষণার পরিচয় সমুজ্জ্বল। বাঙালিমানসে উনিশ শতকে মধুসূদনের মতো বিশ শতকে নজরুলের প্রভাব অনস্বীকার্য। সেখানে প্রথম জনের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী বিদ্রোহী প্রভাব যেভাবে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল, পরের জনের মানবিক বিদ্রোহের প্রভাব সমাজ-সাহিত্য, ধর্ম-রাজনীতি থেকে সমাজের সাধারণ স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য গোলাম মুরশিদ নজরুলের আলোচনাতেও মধুসূদনের ফিরে গিয়েছেন এবং দু'জনের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়ের ঐক্য লক্ষ করেছেন। 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'র মধ্যেই তা প্রতীয়মান। তাঁর কথায়— কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দেশ, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদিও সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হল। এতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন নজরুল ইসলাম। তারও আগে বাংলা সাহিত্যের আসরে বিদ্রোহের জোরালো বাণী শুনিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। থিম এবং আঙ্গিকের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পুরনো সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছিলেন। সে জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর চেয়ে বড় বিদ্রোহী আর কেউ নেই। কিন্তু নজরুল ইসলাম অন্য ধরনের বিদ্রোহ করলেন। তিনি ধর্ম, রাজনীতি, সরকার, সমাজ— যা কিছু ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে— তাকে ভেঙে তছনছ করার আহ্বান জানালেন।' স্বাভাবিক ভাবেই মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর মতো নজরুলের জীবনীর প্রতি গোলাম মুরশিদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছিল। বিশেষ করে মধুসূদনের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলার জীবনের বিপরীতে নজরুলের দীনহীনের প্রান্তিক জীবনের উত্তরণ কম বিস্ময়কর নয়। বরং অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, আরও বেশি রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল। অথচ নজরুলের জীবনীগুলোতে তথ্যের রহস্যভেদ করে তাঁর সেই বাস্তবের ছবি দুর্বোধ্য থেকে যায়। গোলাম মুরশিদের আগে নজরুলের জন্মের শতবর্ষের পরিসরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে অরুণকুমার বসু 'নজরুল-জীবনী' (২০০০) প্রকাশিত হয়। সেখানেও জীবনীকার নজরুলের জীবনের রহস্যভেদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, 'জন্মশতবর্ষে সত্যের অনাবৃত প্রকাশই প্রত্যাশিত'। সেই 'প্রত্যাশা'র মধ্যে যে নজরুলের জীবনের অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেছে, তা সহজেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে গোলাম মুরশিদের নজরুল জীবনী রচনার দুরূহ পথের পথিক হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। সবদিক থেকেই প্রান্তিক পরিসর থেকে দুখু মিঞা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠাটা রহস্যাবৃত ও বিস্ময়কর। সেদিক থেকে নজরুলের জীবনের উত্তরণ স্বাভাবিক ভাবেই জীবনীকার কাছে যেমন অজানা খনির পরশমণি হয়ে ওঠে, তেমনই তাঁর জীবনীতে জনশ্রুতি, গালগল্প, কিংবদন্তি থেকে বীরপূজামূলক বানানো-ফেনানো- রাঙানো শোনাকথানির্ভর লোকরঞ্জন উপাদান ভর করে। সেই ভারে নজরুলের রক্তমাংসের সজীবতা চাপা পড়ে যায়, জেগে ওঠে তাঁর অসাধারণ মূর্তি থেকে প্রতিমা। সেখানে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ভাবমূর্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট। সেখানে তথ্যের অপ্রতুলতা সময়ান্তরে কমে আসে ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় থেকে যায় মেঘে ঢাকা তারায়। সেদিক থেকে নজরুলের জীবনী লেখার সময় গোলাম মুরশিদ তাঁর জীবনের আলোতেই জীবনী লেখায় সক্রিয় হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লেখার মধ্যে তাঁর আত্মজৈবনিক সৃষ্টির ধারার মতোই নজরুলের জীবনের উত্তরণের সোপানে মনোনিবেশ করেছেন। নজরুল জীবনী লেখার সময় তিনি যে-কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিলেন, বইটি সম্পর্কে তা অকপটে ব্যক্ত করে তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলেছেন। প্রথমেই তাঁর লক্ষ্য ছিল দীনহীন অসহায়তার মধ্যেও প্রতিকূলতা জয় করে কী করে নজরুল অতবড় একজন কবি সঙ্গীতকার হলেন, সে-বিষয়ে আলোকপাত করা। ব্যর্থতার সোপানেই সাফল্যের দিশায় নজরুলের আবেদন আপনাতেই প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে। সেখানে গোলাম মুরশিদের লক্ষ্যভেদী অর্জনের ছায়া ক্রমশ কায়া লাভ করে। অন্যদিকে নজরুল পল্টনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতায় ফিরে আসার এক বছর নয় মাস পরে কী করে 'বিদ্রোহী' লিখলেন, সে-বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকা থেকে ১৯১৬-১৯১৮ কালপর্বে প্রকাশিত শর্পাচেক নামের মধ্যে থেকে সৈনিক নজরুলের হদিশ দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ। তৃতীয়ত, তিনি নজরুলের আপাতবিরোধী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও ঐক্যসূত্র আছে কিনা তার হদিশ দিতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের লেখায় তাঁর অসম্প্রদায়িক প্রকৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কেউই তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে দুই দিক থেকেই বিরূপ সমালোচনা নেমে আসে। আবার ধর্মীয় আধারে তীব্র সমালোচিত নজরুলকেই দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণে-বর্জনে মুসলিম সমাজই আপন করে নিয়েছে। তিনি যে ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে মানবতাবাদী একজন মানুষ, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ।

অন্যদিকে কাজি নজরুল ইসলামের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার দিকে গোলাম মুরশিদের দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে মধুসূদনের মতো নজরুলের সাহিত্যেও আত্মজৈবনিক পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সৃষ্টির অলৌকিক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার যোগসূত্রকে সময়ের ফসলে কীভাবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে গোলাম মুরশিদ স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এছাড়া ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আলোকে তাঁর নজরুল জীবনীকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ করায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার জন্য যে জীবনীকারের নিরাসক্ত ও মুক্ত মন জরুরি, সে-বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতনতাও শেষে বেরিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, জীবনীটিতে কোনওভাবেই যাতে বীরত্বব্যঞ্জক বা অতিরঞ্জিত প্রভাবের লেশ না পড়ে, সেদিকেও তাঁর নির্মোহ প্রকৃতি প্রথম থেকেই সবুজ হয়ে উঠেছে। গোলাম মুরশিদের 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' বইটিতে দশটি অধ্যায় ('জন্ম, পরিবার পরিবেশ', 'হাবিলদারের বিদ্রোহ', 'ক্ষণিকের ধূমকেতু, চিরদিনের আশা(লতা)', ঘর বাঁধার পথে', 'রাজনীতির চোরাবালিতে', 'রণক্লান্ত', 'স্বপ্ন ও বাস্তবতা', স্বেচ্ছানির্বাসন, 'আধ্যাত্মিকার পথে', 'নীরব কবি।' বর্তমান। সেখানে নজরুলের জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে তাঁর তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠতার প্রতি জীবনীকারের সজাগ দৃষ্টিই জীবনীটিকে বস্তুনিষ্ঠ করায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাতে নজরুলের কৃতিত্ব বা মহত্ত্বকে নিবিড় করার চেয়ে তাঁর ব্যর্থতা ও অপারগতার সঙ্গে উত্তরণের সোপানে রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস বর্তমান। সেখানে নজরুলের প্রেমিক সত্তায় অসংখ্য নারীর সম্পর্কের কামগন্ধ নাহি তায় বলে দৈহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়নি, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি হিসাবে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা সত্বেও ভোটে দাঁড়িয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথাও অকপটে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন তথ্যের ক্ষেত্রেও গোলাম মুরশিদের সদর্থক প্রয়াস লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অরুণকুমার বসু তাঁর নজরুল জীবনীতে নজরুলের আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার পর বাকি জীবনভর যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছেন, তার নাম জানাতে পারেননি। গোলাম মুরশিদ সে-বিষয়ে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী'তে পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র ভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন। তাতে দু'টি স্বতন্ত্র লেখা বর্তমান। একটি 'প্রমীলার প্রতীক্ষা' এবং অন্যটি 'নজরুলের কী রোগ হয়েছিলো?'। শেষেরটিতে ডাক্তার মহম্মদ নুরুল হকের সিদ্ধান্তকে গ্রহ্ণ করে গোলাম মুরশিদ সেই রোগের নাম জানিয়েছেন 'ডিমেনেশিয়া অব লিউয়ী বডিস' (DLB)। জীবনের পরিচয়ে জীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম। সেখানে খ্যাতির আলোয় জীবনের বর্ণরঙিন আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ে, প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারে জীবনের মূলই অন্তরালে থেকে যায়। তাতে কল্পনার প্রসারিত আলোয় জীবনের আকাঁড়া সত্য কিংবদন্তি ও অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে ওঠে। গোলাম মুরশিদ সেই সত্যের আলোতেই নজরুলকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচিতেই নজরুলকে তিনি আবিষ্কার করতে গিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল জীবনী লেখার জন্য গোলাম মুরশিদ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গবেষণা করেছেন। ২০১৮-তে বই প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই ২০১২-তেই তিনি সেই বিতর্কে জড়িয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বরে সেটি প্রকাশ্যে আসে। 'নজরুল ইসলাম : একটি আদর্শ জীবনীর খোঁজে' শীর্ষক বক্তৃতায় গোলাম মুরশিদের নজরুল ও তাঁর মা জাহেদা খাতুন ও স্ত্রী প্রমীলার চরিত্র হনন করে ভিত্তিহীন আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের অভিযোগে বিচার চেয়েছিলেন নজরুলের নাতনি খিলখিল কাজি। সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও নজরুলের অনেকেই জীবিত থাকায় গোলাম মুরশিদকে অনেক বেশি সচেতন পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এজন্য নজরুলের জীবনীটির প্রায় প্রতিটি পাতায় তথ্যসূত্রের পাদটীকার উপরে ভিত্তি করে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ নিখাদ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হয়েছে। এতে জীবনীটি প্রকাশের পর সেই বিতর্ক আর মাথাচাড়া দেয়নি। বইটি প্রকাশের একবছর আগে ২০১৭-তে 'বইয়ের দেশ'-এর সাক্ষাৎকারেই গোলাম মুরশিদ তাঁর নজরুল জীবনীর স্বতন্ত্রতা বিষয়ে স্পষ্ট করে তোলেন : 'আমার সার্বিক প্রয়াস কিংবদন্তি বর্জিত এবং নিরাসক্ত একটি নজরুল জীবনী রচনা করার, যার কোথাও বীরপূজার চিহ্নমাত্র থাকবে না। নজরুলের জীবন ঘিরে বহু মিথ, ভিত্তিহীন তথ্য, কাহিনি মিশে আছে। সেগুলি একে-একে ছাড়িয়ে এগোবে আমার জীবনী।' সেখানে গোলাম মুরশিদের নিরলস গবেষণার সোনালি ফসল হিসেবে তাঁর নজরুল জীবনীটিও তাঁর অসামান্য উপহার।

বিশেষ করে বাঙালির প্রশংসা ও নিন্দার বেপরোয়া প্রকৃতিতে নজরুলের মতো আবেগমথিত জনপ্রিয় কবির জীবনী রচনার পর যেভাবে তা সুধীমানসে নীরবতার মান্যতায় গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই গোলাম মুরশিদের অনন্য প্রয়াস প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে কাজি নজরুল ইসলামের মানবিক সত্তার আলোয় তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা আরও বেশি স্বচ্ছ ও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে। আর সেখানেই গোলাম মুরশিদের অনন্য কৃতিত্ব আমাদের চোখ খুলে দেয়। সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় কবির স্বীকৃতির চেয়ে সে দেশে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বাস্তবায়িত করা জরুরি। আদর্শের মধ্যেই তাঁর আসল স্বীকৃতি আপনাতেই আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে জানবে বাংলাদেশও কাজি নজরুল ইসলামের দেশ। যে দেশে তাঁর আদর্শকেই অমান্য করা হয়, সেখানে তাঁকে জাতীয় স্বীকৃতি প্রদানও পরিহাস মনে হয়। জাতীয় কবির স্বীকৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের নির্বিচারে নিরন্তর ধ্বংস করার আয়োজন দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। সেক্ষেত্রে মনে হয়, কাজি নজরুল ইসলামের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অবলুপ্তি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা!

> **বাঙালির প্রশংসা ও নিন্দার বেপরোয়া প্রকৃতিতে নজরুলের মতো আবেগমথিত জনপ্রিয় কবির জীবনী রচনার পর যেভাবে তা সুধীমানসে নীরবতার মান্যতায় গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই গোলাম মুরশিদের অনন্য প্রয়াস প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে কাজি নজরুল ইসলামের মানবিক সত্তার আলোয় তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা আরও বেশি স্বচ্ছ ও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে। আর সেখানেই গোলাম মুরশিদের অনন্য কৃতিত্ব আমাদের চোখ খুলে দেয়। সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় কবির স্বীকৃতির চেয়ে সে দেশে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বাস্তবায়িত করা জরুরি।**

ডাক বিভাগের নামে পুরস্কার, দেশবাসীকে সতর্ক করল পিআইবি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভাইরাল বার্তা ঘিরে সতর্ক করল কেন্দ্র। ওই বার্তায় দাবি করা হচ্ছে, ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে উপহার ও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এই দাবিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো-র তথ্য যাচাই শাখা। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ডাক সেবা গিফটস' নামে যে বার্তা বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে ভারতীয় ডাক বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। বার্তাটিতে পুরস্কার বা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট সংযোগে প্রবেশ করতে কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য জমা দিতে বলা হচ্ছে। তথ্য যাচাই শাখার দাবি, এটি প্রতারণার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারতীয় ডাক বিভাগ বর্তমানে এ ধরনের কোনও উপহার, পুরস্কার বা লটারি প্রকল্প চালাচ্ছে না। তাই এই ধরনের বার্তায় বিশ্বাস না করার জন্য সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাঙ্কের তথ্য, ওটিপি, আধার নম্বর বা অন্য কোনও সংবেদনশীল তথ্য অপরিচিত সংযোগে দেওয়া ভুল হবে। প্রতারকেরা সাধারণত জনপ্রিয় সরকারি সংস্থার নাম ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। ভুয়ো বার্তার মাধ্যমে আর্থিক তথ্য হাতিয়ে নেওয়া কিংবা ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য। এমনকী এই ধরনের সংযোগে প্রবেশ করলে যন্ত্রে ক্ষতিকর সফটওয়্যারও ঢুকে পড়তে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও ২০২২ সালে ডাক বিভাগের নাম ব্যবহার করে একই ধরনের প্রতারণার চেষ্টা সামনে এসেছিল। সে সময়ও কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, কোনও সমীক্ষায় অংশ নেওয়ার ভিত্তিতে ডাক বিভাগ কখনও ভর্তুকি, বোনাস বা পুরস্কার ঘোষণা করে না।

পাশাপাশি মানুষকে এই ধরনের বার্তা উপেক্ষা করার আবেদন জানানো হয়েছিল। তথ্য যাচাই শাখা জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার বা তার কোনও সংস্থাকে ঘিরে সন্দেহজনক বার্তা, ছবি বা দৃশ্যমান তথ্য নজরে এলে তা যাচাইয়ের জন্য তাদের কাছে পাঠানো যেতে পারে। একইসঙ্গে ভাইরাল বার্তাটি অন্য কাউকে না পাঠানোরও আবেদন করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্প বা ঘোষণার সত্যতা যাচাই করতে সব সময় ডাক বিভাগের সরকারি মাধ্যম বা তথ্য যাচাই পোর্টালের সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

'অন-স্ক্রিন মার্কিং' পোর্টালের সুরক্ষায় গলদ ছিল, মানল সিবিএসসি

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' পোর্টালটি পর পর দু'বার হ্যাক হওয়ার পর দেশজুড়ে যে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে এত দিন মুখে কুলুপ এঁটেছিল বোর্ড কর্তৃপক্ষ। অনলাইন খাতা দেখার ডিজিটাল পোর্টালে যে চরম সুরক্ষাজনিত গলদ ছিল, তা অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বা সিবিএসই। একটি এক্স পোস্টের মাধ্যমে সিবিএসই জানিয়েছে, তাদের থার্ড পার্টি সংস্থার ওএসএম পোর্টালে যে সমস্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফাঁকফোকর ধরা পড়েছে, সেগুলির ওপর এখন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এবং সাইবার বিশেষজ্ঞদের তরফে বিষয়টি সামনে আনার পরেই বোর্ড এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। একটি সরকারি বিবৃতিতে সিবিএসই-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে এই ডিজিটাল পরিকাঠামো বা সিস্টেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার ও নিশ্ছিদ্র করার কাজ চলছে। এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সির সাইবার নিরাপত্তা আধিকারিকদের। শুধু তাই নয়, দেশের প্রথমসারির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা আইআইটি-র একদল সাইবার বিশেষজ্ঞও এই সিস্টেমের সুরক্ষার ত্রুটি দূর করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। বোর্ডের দাবি, পোর্টালে যে সমস্ত গলদ বা 'ভালনারেবিলিটি' চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা আপাতত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এর বাইরেও সিস্টেমে আর কোনও দুর্বলতা বা ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে কি না, যা হ্যাকাররা হাতিয়ার করতে পারে, তা খতিয়ে দেখে পুরোপুরি দূর করার চেষ্টা চলছে। সুরক্ষাজনিত আগাম সতর্কতা ও সংশোধনের অংশ হিসেবে এই অনলাইন খাতা দেখার গোটা পোর্টালটিকে এখন অনেক বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত একটি নতুন সার্ভার বা সেটআপে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে বলেও সিবিএসই-র তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ঠিক কী ঘটেছিল?

সিবিএসই-র এই পিছু হটা এবং ভুল স্বীকারের নেপথ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক কিছু বিস্ফোরক ঘটনা। মূলত ১৯ বছর বয়সি এক তরুণ এথিক্যাল হ্যাকার নিসর্গ অধিকারীর একটি চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিএসই-র গোটা ডিজিটাল পরিকাঠামোকেই আমজনতার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। নিসর্গ অভিযোগ করেছিলেন, সিবিএসই-র পরীক্ষার্থীদের খাতা এবং প্রশ্নপত্র যে 'এডব্লিউএস বাকেট', অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস ক্লাউড (স্টোরেজ)-এ মজুত রাখা ছিল, তা ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ ওপেন বা উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল! অর্থাৎ, সামান্য চেষ্টা করলেই যে কোনও সাধারণ মানুষ সেই অত্যন্ত গোপনীয় নথিতে অনায়াসে অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছিলেন। নিসর্গের এই বিস্ফোরক দাবির পর থেকেই সিবিএসই-র ওএসএম বা অনলাইন খাতা দেখার প্রযুক্তি ব্যবস্থা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়।

সিবিএসই-র সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের একের পর এক গলদ সামনে আসায় বোর্ডের প্রযুক্তিগত বাস্তুতন্ত্র নিয়েই দেশব্যাপী তীব্র বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়ে যায়। বিতর্কের পারদ আরও চড়ে যায় যখন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয় ১৭ বছর বয়সি দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের নাম। সার্থক সিদ্ধান্ত নামের ওই পড়ুয়াই আচমকা সিবিএসই-র ওএসএম বিতর্কের প্রধান মুখ হয়ে ওঠে। সার্থক কোনও হ্যাকিং করেনি, বরং সে সিবিএসই-র অফিসিয়াল টেন্ডার বা দরপত্রের নথিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এক মারাত্মক জালিয়াতির অভিযোগ তোলে। সার্থকের অভিযোগ ছিল, খাতা দেখার জন্য এই প্রযুক্তিগত পার্টনার বা ভেন্ডর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সময় সিবিএসই নিজেই বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতার মাপকাঠি শিথিল করে দিয়েছিল। এমনকী কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিস্টেমের জরুরি কিছু সুরক্ষার শর্তও।

আর বোর্ডের এই নমনীয় মনোভাব এবং নিয়ম ভাঙার ফায়দা তুলেই হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি সংস্থা 'কোয়েম্পট এডুটেক' এই ওএসএম বা অনলাইন খাতা দেখার মহার্ঘ চুক্তিপত্রটি বাগিয়ে নিতে সক্ষম হয়। পড়ুয়ার তোলা এই গুরুতর অভিযোগই বোর্ডের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল, যার জেরেই শেষ পর্যন্ত ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হল ভারতের অন্যতম বৃহত্তম এই শিক্ষা বোর্ড।

পলকে

যুগলের দেহ

কলকাতা, ৩১ মে : একটি চারতলা বাড়ি থেকে উদ্ধার হল যুগলের দেহ। রবিবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গল্ফ গ্রিন থানা এলাকার অরবিন্দনগরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত তরুণীর নাম মেহেলি সান্যাল। মহম্মদ দিলসাদ নামে এক যুবকের দেহও পাওয়া যায় পরে। রবিবার দেহ উদ্ধারের সময় ওই বাড়ি থেকে মত্ত অবস্থায় থাকা দুই যুবককে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। রবিবাসরীয় ছুটির দুপুরে গল্ফ গ্রিনে হাড়হিম কাণ্ড। এদিন গল্ফ গ্রিন থানা এলাকার অরবিন্দনগরের একটি চারতলা বাড়ি থেকে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রবিবার দুপুরে ওই বাড়ি থেকে প্রথমে মেহেলি সান্যাল নামে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। পরে মহম্মদ দিলসাদ নামে এক যুবকের দেহও পাওয়া যায়। ঘর থেকে প্রচুর নেশার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, ধৃত দুই যুবকের ভূমিকা কী, সেই বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

ভাইব্রেটার অর্ডার

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : অনলাইনে যৌন খেলনা বা 'ভাইব্রেটার' অর্ডার করেছিলেন এক তরুণী। কিন্তু পার্সেল হাতে দেওয়ার সময় ডেলিভারি বয়ের মন্তব্যে স্তম্ভিত তিনি। 'এসব কেন, আমি তো আছি'- এমন অশালীন মন্তব্যের জেরে সমাজমাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছে তুমুল বিতর্ক। ঘটনাটি দিল্লির। গোপনীয়তার আশ্বাসে অনলাইনে পণ্য কেনা এখন নিত্যদিনের বিষয়। সেই ভরসাতেই এক তরুণী এক জনপ্রিয় অ্যাপ থেকে একটি 'ভাইব্রেটার' অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু ডেলিভারি হওয়া পার্সেলটির সিল ছিল ছেঁড়া। সে কারণেই তিনি সেটিকে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তরুণীর দাবি, অভিযোগ জানানোর আগেই ডেলিভারি বয় তাঁকে ফোন করেন। এরপর ওই যুবক তরুণীকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। তরুণীর কথায়, 'ডেলিভারি বয়ের ফোনটি ধরতেই আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। তিনি বলেন, এই সব কেন ব্যবহার করেন ম্যাডাম? আমি তো আছি। আমাকে ব্যবহার করুন। খুব মজা হবে।'

কুপিয়ে খুন!

লখনউ, ৩১ মে : ঈদের দিন একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ছিল। সেই অভিযুক্তকে এবার এনকাউন্টার করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে অভিযুক্তের সন্ধান মেলে। পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয়। ঘটনাস্থলেই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। সেদিন ছিল বকরি ঈদ। গাজিয়াবাদের খোড়া এলাকায় ১৭ বছর বয়সি সূর্যপ্রতাপ চৌহান নামে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে আসাদ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ মারার পর দলবল নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় আসাদ। গুরুতর জখম অবস্থায় সূর্যপ্রতাপকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় ১৭ বছরের কিশোরের। গোটা ঘটনায় ফুঁসে ওঠেন এলাকাবাসী। বেশ কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন প্রতিবাদে সরব হন। অভিযুক্তকে গ্রেফতারির দাবিতে সুর চড়ান তাঁরা।

বিজয় 'ডন'

পুণে, ৩১ মে : পুনের থেকে বিজয় 'ডন'কে ধরতেই পাক-সমর্থিত জঙ্গিদের হামলার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। বিজয়ের সূত্র ধরেই ওই জঙ্গিদের হদিস পান গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, দিল্লি, মুম্বই-সহ দেশের পাঁচ শহরে বড়সড় হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। শনিবার দিল্লি পুলিশ এক নেপালি নাগরিক-সহ আট সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই জঙ্গি মডিউলটি দেশের বিভিন্ন শহরে আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন সংবেদনশীল জায়গাগুলোকে হামলার জন্য বেছেছিল। পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের নির্দেশে এই জঙ্গিরা কাজ করছিল বলে দাবি দিল্লি পুলিশের। কিন্তু শাপশুটার বিজয় 'ডন' ধরা পড়তেই এই জঙ্গিদের হামলার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পুনে থেকে শাপশুটার বিজয়কে গ্রেফতার করা হয়েছিল দিন কয়েক আগে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঝাড়খণ্ডের সাহিবগঞ্জ থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

লেবাননে ঐতিহাসিক বেউফোর্ট দুর্গ দখল ইজরায়েলের

বেইরুট, ৩১ মে : হেজবোল্লাকে দুরমুশ করতে দক্ষিণ লেবাননের অভ্যন্তরে পা রাখল ইজরায়েল সেনা। দক্ষিণ লেবাননে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি পাহাড় দখল করেছে নেতানিয়াহুর বাহিনী। এই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে ঐতিহাসিক বেউফোর্ট দুর্গ। ৪৪ বছর পর সেই দুর্গে উঠেছে ইজরায়েলের পতাকা। গত ২৬ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার লেবাননের এতখানি ভিতরে প্রবেশ করল ইজরায়েল সেনা। জানা যাচ্ছে, এই অঞ্চল দখলের লক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে লেবাননের নাবাতিয়ে শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়ে গিয়েছে ইজরায়েল। জানা যায়, এই অঞ্চল হেজবোল্লাদের অন্যতম ঘাঁটি। মার্চের শুরুতে ইজরায়েল ও হেজবোল্লার যুদ্ধ শুরুর পর এই অঞ্চল ও পাহাড়ের

উপরে থাকা ঐতিহাসিক দুর্গ দখল ইজরায়েলের জন্য বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েল সেনার আরবি ভাষার মুখপাত্র এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি প্রকাশ করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে দুর্গের উপরে উড়ছে ইজরায়েলের পতাকা। দুর্গের বাইরে টহলে রয়েছেন ইহুদি সেনা সদস্যরা।

এর আগে ১৯৮২ সালে এই দুর্গ দখল করেছিল ইজরায়েল সেনা। ২০০০ সালে ইজরায়েল থেকে সেনা প্রত্যাহারের আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল ইজরায়েলের দখলে। এই অঞ্চল দখল প্রসঙ্গে ইজরায়েল সেনা জানিয়েছে, ইজরায়েলের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে হেজবোল্লার ঘাঁটি ধ্বংস করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এবং সেনার এই অভিযান যে আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে চালানো হবে সে বার্তাও দেওয়া হয়েছে ইজরায়েলের তরফে। জানা যাচ্ছে, এই অভিযানের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বেউফোর্ট রিজ এবং ওয়াদি সালুকি নদী এলাকায় স্থল অভিযান চালানো হয়, যেখানে হেজবোল্লার ঘাঁটি ধ্বংস এবং তাদের সশস্ত্র যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়।

ইজরায়েল সেনার দাবি, অভিযানের সময় সেনাবাহিনীকে সীমান্তবর্তী মেতুলার বিপরীতে লিতানি নদীর ৯০ ডিগ্রি বাঁক অতিক্রম করে দুর্গটির দিকে অগ্রসর হয়।

গিলগিট-বালটিস্তান দখল রাখতে নির্বাচনে জঙ্গিদের লেলিয়ে দিল মুনির

করাচি, ৩১ মে : পাক শাসনে বিরক্ত অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তান। এই অবস্থায় সেখানেই হতে চলা নির্বাচনে ঘাটি উলটে যাওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রাসকে হাতিয়ার মুনির সেনার। নির্বাচনের আগে ব্যাপক দমন-পীড়নের পাশাপাশি লেলিয়ে দেওয়া হল ভয়ংকর জঙ্গিদের। জানা যাচ্ছে, এই প্রদেশগুলির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এমনকী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলি। আগামী ৭ জুন গিলগিট-বালটিস্তানে হতে চলেছে নির্বাচন। কোনওভাবে নির্বাচনের ফল যাতে বিরুদ্ধে না যায়, তার জন্য সেখানকার সমস্ত বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। নির্বাচন থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের। গোয়েন্দা সূত্র উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এমন কিছু রাজনৈতিক দল যারা আদতে

সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। যেমন ১৯৯৭ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-লাব্বাইক পাকিস্তান (টিএলপি)। এবারের নির্বাচনে রাজনৈতিক দল হিসেবে এরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে ঘুরপথে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামানোর ঘটনা এই প্রথমবার নয়। এর আগে লস্কর-ই-তৈবাকে 'মিল্লি মুসলিম লিগ' নামে রাজনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচন লড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এখানেও সেই একইপন্থা ব্যবহার করে সেনার তরফে টিএলপি-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কেন গিলগিট-বালটিস্তানে এই দমন-পীড়ন পাক সেনার। আসলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে পাক শাসনের বিরুদ্ধে সরব। অতীতে বহুবার পাক সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠতে দেখা গিয়েছে এখানকার সাধারণ মানুষকে। পরিস্থিতিতে লাগাম টানতে দফায় দফায় বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের উপর দমন-পীড়নের অভিযোগ উঠেছে সেনার বিরুদ্ধে। এখানে পাক সেনার মূল টার্গেট পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। এই দলের কার্যত সমস্ত শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়নি তাঁদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সেনা। অর্থাৎ এই অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কায় সেনা ও জঙ্গিকে একত্রে ব্যবহার করে নির্বাচনকে নিজের দখলে আনতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন সেনাপ্রধান আসিম মুনির।

হরমুজ প্রণালীতে সন্দেহজনক ভাসমান মাইন, সতর্কতা জারি ওমানের

মাস্কাট, ৩১ মে : হরমুজ প্রণালীর কাছে ওমানের জলসীমায় একটি সন্দেহজনক ভাসমান বস্তু, যা নৌ-মাইন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা শনাক্ত হওয়ার পর সতর্কতা জারি করেছে ওমানের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা। নাবিক, মৎস্যজীবী এবং বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে ওই এলাকা অতিক্রমের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ওমানের মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী ওমানের জলসীমায় একটি সন্দেহজনক ভাসমান বস্তু দেখা গিয়েছে, যা নৌ-মাইন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সমুদ্রপথ ব্যবহারকারী সকলকে ওই বস্তুর কাছাকাছি না যাওয়ার এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক বস্তু নজরে এলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার ওমান কর্তৃপক্ষ এই সতর্কতা জারি করে। সন্দেহজনক বস্তুটি হরমুজ প্রণালীর ইনশোর ট্রাফিক জোনের ঠিক পশ্চিমদিকে দেখা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই সমুদ্রপথে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক তেলবাহী ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। ফলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনও সম্ভাব্য ঝুঁকি আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ওমানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টারের জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলার জন্য সকল সমুদ্র ব্যবহারকারীকে আহ্বান জানিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বস্তুটির প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু জানানো হয়নি, তবে নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

ইবোলা প্রাদুর্ভাবেও স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত কঙ্গোর

কিনসাসা, ৩১ মে : ইবোলা প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও স্কুল বন্ধের সম্ভাবনা নাকচ করেছে কঙ্গো। চলতি মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ইবোলা সংক্রমণে অন্তত পঁচজন শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। তবে দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী রজার কাম্বা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে স্কুল খোলা রাখা হবে। গত শুক্রবার ইবোলা কবলিত ইতুরি প্রদেশের রাজধানী বুনিয়া সফর করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রজার কাম্বা। এ সময় তিনি বলেন, 'স্কুল বন্ধ করার পরিবর্তে আরও ভালো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দেবে সরকার।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর কারণ ছিল নিজেরাই ওষুধ খাওয়া এবং চিকিৎসা নিতে অনেক দেরি করা। তিনি পরিবারগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন, সন্দেহজনক কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে।' স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাম্বা সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা স্কুল বন্ধ করব না। আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব,

যাতে শিশুদের দু'বার শাস্তি না দিতে হয়।' গত ১৫ মে থেকে শুরু হওয়া বর্তমান ইবোলা প্রাদুর্ভাবটি ভাইরাসের বুন্দিবুগিও স্ট্রেইন দ্বারা সৃষ্ট বলে জানা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, এই স্ট্রেইনের নির্দিষ্ট সংক্রমণের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার প্রায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে। অধিকাংশ সংক্রমণ কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় ইতুরি, উত্তর কিভু এবং দক্ষিণ কিভু প্রদেশে শনাক্ত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রাদুর্ভাবে কঙ্গো ও প্রতিবেশী উগান্ডায় মোট অন্তত ১৩৪টি নিশ্চিত কেস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উগান্ডায় ৯টি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।

রাশিয়াকে 'মারতে' যুদ্ধক্ষেত্রে 'যন্ত্রসেনা' নামাল ইউক্রেন

কিয়েভ, ৩১ মে : প্রয়োজন পড়ে না জল কিংবা খাদ্যের। ক্লান্তিরও প্রশ্ন নেই। তবু দিনের পর দিন যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম। রাশিয়াকে শায়েস্তা করতে এবার যুদ্ধক্ষেত্রে 'যন্ত্রসেনা' নামাল ইউক্রেন। দূর থেকেই বিশেষ এই কমান্ডোদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যুদ্ধের ময়দানে কৌশল ঠিক করতে, শত্রুপক্ষকে কোণঠাসা করতে, সব কিছুতেই পারদর্শী এই 'যন্ত্রসেনা'। বিশেষজ্ঞদের মতে, সমর ক্ষেত্রে এহেন প্রযুক্তি শুধু যুদ্ধের কৌশলই বদলে দিচ্ছে না, বরং ভবিষ্যতে যুদ্ধ কেমন হবে তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রক্ত-মাংসের সেনার সংকট এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের চাপে একাধিক সমস্যায় পড়েছে ইউক্রেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে আর হাতে অস্ত্র নিয়ে ছুটে চলা নয়। কম্পিউটারের পর্দার সামনে বসেই পরিচালিত হচ্ছে হামলা। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ড্রোন, রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর অস্ত্র ব্যবহারের উপরই জোর দিচ্ছে কিয়েভ। তারা ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠছে তথাকথিত 'যন্ত্রসেনা'র উপর। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'সিএনএন'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে লাইভস্ট্রিম, নজরদারি ড্রোন এবং দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রের সাহায্যে রাশিয়ার উপর আঘাত হানছে ইউক্রেন। প্রায় চার বছর ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। পশ্চিমের দেশগুলি কিয়েভকে বিভিন্ন সামরিক সাহায্য করলেও সংকট কাটেনি ইউক্রেনের। দীর্ঘ যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রচুর সেনারও। সে কারণেই 'যন্ত্রসেনা'র উপর আস্থা রেখেছে কিয়েভ। সামরিক শক্তির বিচারে রাশিয়ার থেকে অনেকটাই পিছনে ইউক্রেন। কিন্তু তবুও চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে তারা। এই পরিস্থিতিতে মানবসৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রযুক্তিনির্ভর কৌশলের উপর জোর দিচ্ছে কিয়েভ। জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের এই 'যন্ত্রসেনা'র আওতায় রয়েছে উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রোন, চালকবিহীন স্থলযান, দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র এবং বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধব্যবস্থা। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়ার বৃহত্তর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই প্রযুক্তিগুলিই ইউক্রেনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুবিধা এনে দিচ্ছে।

এভারেস্ট জয় করে তিরঙ্গা উত্তোলন রায়সেনের অঞ্জনা যাদবের

ভোপাল, ৩১ মে : মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবারের জন্ম নেওয়া অঞ্জনা যাদব ইতিহাস গড়লেন। নিজের অদম্য পরিশ্রম, সাহস ও অটুট সংকল্পের জোরে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে সেখানে ভারতের তিরঙ্গা উত্তোলন করেছেন তিনি। এই অসামান্য সাফল্যে অঞ্জনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব। রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রায়সেন জেলার সেমরি গ্রামের কন্যা অঞ্জনা যাদব বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে সফলভাবে জয় করে সমগ্র রাজ্য ও দেশকে গর্বিত করেছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক সাফল্য সকলের জন্য গৌরবের বিষয়। অঞ্জনার সাহস, সংকল্প ও নিষ্ঠা দেশের সমস্ত মেয়েদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অঞ্জনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

রায়সেন জেলার সাঁচি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত সেমরি গ্রামের বাসিন্দা আন্তর্জাতিক পর্বতারোহী অঞ্জনা যাদব ২৭ মে সকাল ৫টা ২৪ মিনিটে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮.৮৬ মিটার) সফলভাবে আরোহণ করে তিরঙ্গা উত্তোলন করেন। এক সাধারণ গ্রামীণ পরিবার থেকে উঠে এসে এভারেস্ট শৃঙ্গে পৌঁছানো তাঁর দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা, সাহস ও দৃঢ় মানসিকতারই ফল। এর আগে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর এক বছর পূর্তি উপলক্ষে ৬,১১৯ মিটার উচ্চতার লোবুচে পিকে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ব্যানার উত্তোলন করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন অঞ্জনা।

আত্মহত্যায় উস্কানি দিয়ে মৃত্যুর ব্যবসা!

মন্ট্রিল, ৩১ মে : এ এক আজব ব্যবসা। মানসিকভাবে বিপর্যস্তদের খুঁজে বের করে আত্মহত্যায় উস্কানি। এরপর বিষাক্ত মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হত মারণ বিষ।

বিশ্বজুড়ে ফুলেফেঁপে উঠেছিল মারণ বিষের সেই ব্যবসা। পৃথিবীর ৪১টি দেশের ১২০০ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ভয়ংকর বিষ। অবশেষে এই বিষের কারবারির পর্দাফাঁস করল কানাডা পুলিশ। এই সংক্রান্ত ১৪টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হল কেনেথ ল নামে এক বৃদ্ধকে।

জানা গিয়েছে, ষাটোর্ধ্ব এই ব্যক্তি একাধিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। সেখানে ভুয়ো নামে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিতেন। ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এইভাবে আত্মহত্যার ইচ্ছেপ্রকাশ করা ব্যক্তিদের কাছে বিপুল টাকার বিনিময়ে পাঠাতেন মারণ বিষ সোডিয়াম নাইট্রাইট-সহ আত্মহত্যার নানান সরঞ্জাম। কীভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়েও পরামর্শ দিতেন এই অপরাধী। এভাবে বিশ্বজুড়ে নিজের ব্যবসার জাল ছড়ান কেনেথ।

তদন্তকারীদের দাবি অনুযায়ী, এভাবে বিশ্বের ৪০টির বেশি দেশে ১২০০-র বেশি সুইসাইড কিট পাঠানো হয়েছিল। যে দেশগুলিতে এই বিষ পাঠানো হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, নিউজিল্যান্ড-সহ ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ। তাঁর পাঠানো বিষে ১৫০ জনের বেশি মানুষ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। এর মধ্যে ব্রিটেনেই অন্তত ৮৮ জনের মৃত্যুতে সরাসরি যোগ পাওয়া গিয়েছে কেনেথের।

এই ঘটনায় ২০২৩ সালে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল কানাডা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ১৪ জনকে খুনের অভিযোগ তোলা হলেও নানা আইনি জটিলতায় মামলা খারিজ হয়ে যায়।

তবে গত ২৯ মে কানাডার আদালতে অভিযুক্ত স্বীকার করে নিয়েছেন ১৪ জনের আত্মহত্যায় সহায়তা করেছেন তিনি। কানাডার আইন অনুযায়ী, এই মামলায় কেনেথের ১৪ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি ইরানের

তেহরান, ৩১ মে : ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের একটি এমকিউ-১ ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানায়, শত্রুতামূলক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে মার্কিন ড্রোনটি ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। দ্রুত সেটিকে শনাক্ত করে আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে ভূপাতিত করে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে গালফ নিউজ। এর আগে গত মঙ্গলবার আইআরজিসি বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলে তার জবাব দেওয়ার 'বৈধ ও সুনির্দিষ্ট' অধিকার তারা সংরক্ষণ করে। একই সময় তারা যুক্তরাষ্ট্রের একটি এমকিউ-৯ ড্রোন ভূপাতিত করার দাবিও করেছিল। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ করা শত্রুপক্ষের একটি যুদ্ধবিমান লক্ষ্য করেও গুলি চালানোর দাবি করেছে আইআরজিসি। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক 'আত্মরক্ষামূলক হামলার' পরই মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করার এ দাবি সামনে আনলো ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী।

মহারাষ্ট্রে 'লড়কি বহিন যোজনা' পাবেন না ৮০ লক্ষ মহিলা

মুম্বই, ৩১ মে : মহারাষ্ট্রে 'লড়কি বহিন যোজনা'র ভবিষ্যৎ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যাচ্ছে, মহিলাদের আর্থিক সহায়তার উদ্দেশ্যে চালু হওয়া এই প্রকল্প থেকে বাদ পড়ছেন প্রায় ৮০ লক্ষ মহিলা। পাশাপাশি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্প চালু থাকলেও নতুন করে ই-কেওয়াইসির সময়সীমা বাড়ানো বা নতুন সুবিধাভোগী যুক্ত করার কোনও পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই।

লড়কি বহিন যোজনার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে মহিলাদের মাসে ১৫০০ টাকা করে দিত সেখানকার এনডিএ সরকার। প্রকল্পের সুবিধাভোগী ছিলেন রাজ্যের ২.৪৬ কোটি মহিলা। তবে প্রায় ৮০ লক্ষ মহিলার নাম বাদ পড়ার পর বর্তমানে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ১.৬৬ কোটি। অযোগ্য সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে নতুন করে নথি যাচাই ও ই-কেওয়াইসি চালু করেছিল সরকার। ই-কেওয়াইসি-র মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যে মহিলাদের ই-কেওয়াইসি অসম্পূর্ণ রয়েছে তাঁরা আর আবেদন করতে পারবেন না। সরকারের এক ঊর্ধ্বতন কর্তা জানিয়েছেন, ই-কেওয়াইসি-র সময়সীমা বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। সুবিধাভোগীদের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া, বর্তমানে নতুন সুবিধাভোগী যুক্ত করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' সরকারি রিপোর্টে বলছে, অযোগ্যদের বাদ দেওয়ার যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছিল তার জেরে ৮০ লক্ষ অযোগ্য নাম বাদ পড়েছে। যাদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের বেশিরভাগই ভুল নথি বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আয় বেশি থাকা সত্ত্বেও নেওয়া হচ্ছে প্রকল্পের সুবিধা। এই সব নামই বাদ দেওয়া হয়েছে।

জাপানের সামরিক শক্তি বাড়ানোর ঘোষণা

টোকিও, ৩১ মে : বেজিংয়ের তীব্র আপত্তি ও সমালোচনা সত্ত্বেও জাপানের সামরিক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি। টোকিওর ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী নিরাপত্তা অবস্থান নিয়ে চিনের সমালোচনার জবাবে রবিবার বেজিংকে পরোক্ষভাবে নিশানা করে তিনি এই মন্তব্য করেন। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ার শীর্ষ প্রতিরক্ষা ফোরাম 'বার্ষিক শাংরি-লা ডায়ালগ'-এ এই ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও কূটনৈতিক বাদানুবাদ প্রকাশ্যে আসে। প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির নেতৃত্বে জাপান তাদের দীর্ঘদিনের নীতিতে বড় পরিবর্তন আনছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চলে আসা 'শান্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি' থেকে সরে এসে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র টোকিও এখন আরও বেশি সক্রিয় প্রতিরক্ষানীতি গ্রহণ করছে। তবে জাপানের এই সামরিক রূপান্তরকে ভালোভাবে দেখছে না বেইজিং। চিনের অভিযোগ, টোকিও 'নতুন সামরিকবাদ'-এর

একটি বেপরোয়া নীতি অনুসরণ করছে, যা এশীয় অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। শাংরি-লা ডায়ালগে চিনের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে তাদের এই অভিযোগের কড়া জবাব দেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি। তিনি বলেন, 'বাস্তবতা থেকে এর চেয়ে দূরে আর কিছু হতে পারে না। একটু ভেবে দেখুন; এমন একটি দেশ রয়েছে, যার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র এবং কৌশলগত বোমারু বিমানের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। জাপানের কাছে এর কোনওটিই নেই। অথচ জাপানকে 'নতুন সামরিকবাদ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এটা কি অদ্ভুত নয়?'

উল্লেখ্য, চীনের কাছে শত শত পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সামরিক সক্ষমতার বিকাশ ঘটাচ্ছে। কোইজুমি আরও বলেন, চীন পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ছাড়াই তাদের সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে, যা জাপানের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। গত নভেম্বরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, চীন যদি স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানকে সামরিকভাবে দখল করার চেষ্টা চালায়, তবে জাপান সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এরপর থেকেই এশিয়ার এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে কূটনৈতিক বিবাদ চরমে পৌঁছায়। কোইজুমি জানান, মিথ্যা দাবির মুখে জাপানের শান্তিপ্রিয় অতীত শুন্য হবে না। তবে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে টোকিও সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিজের খাতগুলোতে নিজেদের সামরিক আধুনিকায়ন চালিয়ে যাবে। সেগুলো হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও চালকহীন ব্যবস্থা (ইউএভি), সাইবার নিরাপত্তা ও মহাকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শাংরি-লা ডায়ালগে সাধারণত বিশ্বের ৪৫টি দেশের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হন। তবে জাপান ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার রেশ ধরে চীন এবারও এই ফোরামে কিছুটা দুর্বল প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। টানা দ্বিতীয় বছরের মতো চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডং জুন এই সম্মেলনে অংশ নেননি।

একের পাতার পর

৫ জুন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ

প্রতিনিধিদের সামনে আনার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। এবার মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে শুধু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয়, সাংগঠনিক দক্ষতা, প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরির বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে একাধিক নতুন মুখ মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে পারেন। একই সঙ্গে আগের মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবার স্থান নাও পেতে পারেন বলে দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত মিলছে। এছাড়া আঞ্চলিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। বরাক উপত্যকা, উজান অসম, মধ্য অসম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনজাতি, চা-জনগোষ্ঠী, মহিলা এবং তরুণ নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা চলছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পরই নেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, প্রথম দফায় ৮ থেকে ৯ জন বিধায়ককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রী পদেও কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সব শূন্যপদ একসঙ্গে পূরণ করা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্গঠন বা দ্বিতীয় দফার সম্প্রসারণের সুযোগ রেখে কয়েকটি পদ খালি রাখা হতে পারে বলেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ৫ জুনের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ শুধু নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ নয়; এটি হবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক কৌশল এবং আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম বড় প্রতিফলন। একই সঙ্গে এই সম্প্রসারণ স্পষ্ট করে দেবে এনডিএ ৩.০ সরকারের ক্ষমতার ভারসাম্য, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পরিকল্পনা এবং রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গড়ে ওঠা নতুন প্রশাসনিক দলের রূপরেখা।

শপথ গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার দিল্লি সফর করেছেন এবং সেখানে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকগুলিতে আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়ন রূপরেখা, বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রতিরক্ষা খাতে সম্ভাবনা এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ধারাবাহিক বৈঠকের মধ্যেই নতুন সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা এসেছে, যা আগামী পাঁচ বছরের প্রশাসনিক রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দিল্লিতে রাজনাথ-জয়শঙ্করের

একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর আশীর্বাদ ও পরামর্শও কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বৈঠকে অসমের প্রতিরক্ষা খাতে সম্ভাবনা, প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগ এবং এই খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়েও আলোচনা হয়। সংবাদ সংস্থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, রাজনাথ সিং তাঁকে অসমে একটি বৃহৎ প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী এবং শিল্প সম্মেলনের আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তাঁর আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, প্রতিরক্ষা খাতের সরকারি ও বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলিকে নিয়ে অসমে একটি বড় এক্সপো এবং সম্মেলনের আয়োজন করতে। তিনি এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের কৌশলগত অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে অসমের গুরুত্বকে সামনে রেখেই প্রতিরক্ষা শিল্পে নতুন সম্ভাবনা খুঁজছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রবিবার সকালে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের অবস্থান সম্পর্কে জয়শঙ্করজির দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়ই অত্যন্ত শিক্ষণীয়।' তিনি জানান, 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতিকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে বিদেশমন্ত্রীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত পেয়েছেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও পর্যটন সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে অসম কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, 'ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতিকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও পর্যটন সম্পর্ক জোরদার করতে অসম কীভাবে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে, সেই বিষয়ে আমরা তাঁর দিকনির্দেশনার প্রত্যাশা করছি।' জয়শঙ্করও সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে তাঁকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি অসমের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ সরকার গঠনের পর কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাই রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী 'বিকশিত অসম'-এর লক্ষ্য সামনে রেখে শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা খাতে অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। দিল্লিতে রবিবারের এই ধারাবাহিক বৈঠকগুলিকে সেই বৃহত্তর উন্নয়ন কৌশলেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

রাজ্যে ৯৬.৪ শতাংশ পরিবার

বেশি করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তবুও শুধু উৎপাদন বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না। বিদ্যুৎ খাতের বিশেষজ্ঞ এবং মোকলেস পাওয়ার কনসাল্টিং-এর প্রধান পরামর্শদাতা সাদ্দাফ আলমের মতে, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সঞ্চালন (ট্রান্সমিশন) পরিকাঠামো। তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো বা বাইরের রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। জমি অধিগ্রহণ, অনুমোদন এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক ছাড়পত্র পেতে বহু সময় লাগে। তাই ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে এখন থেকেই সঞ্চালন ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ জরুরি।' তিনি আরও বলেন, শক্তিশালী ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে চাহিদার সময় অতিরিক্ত দামে বিদ্যুৎ কেনার প্রয়োজন কমবে। এর ফলে সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে, যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি গ্রিডের ওপর চাপ কমবে এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঝুঁকিও হ্রাস পাবে।

জাগিরোড সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে

অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিনের বৈঠকে জাতীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান-এর প্রস্তাবিত কেন্দ্র নিয়েও আলোচনা হয়। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন প্রযুক্তিতে যুবকদের দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজও সন্তোষজনক গতিতে এগোচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এদিকে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসেবেও অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন রেল পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈঠকে অসমে রেলপথ সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ এবং সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ চলছে। পাশাপাশি অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ৫০টিরও বেশি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে যাত্রী পরিষেবা উন্নয়ন, মালবাহী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে রেল যোগাযোগের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, জাগিরোডের সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প এবং রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বৃহৎ উদ্যোগগুলি অসমকে দেশের অন্যতম শিল্প ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব

নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। তিনি একজন অত্যন্ত কার্যকর সিএনএস ছিলেন, আমাদের খুব সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনা ও দূরদৃষ্টি সুফল দিয়েছে। নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে, তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ে পদার্পণের জন্য আমি তাঁকে শুভকামনা জানাই। আমি আমার জীবনের প্রতিটি দিন নৌবাহিনীকে আরও উন্নত, শক্তিশালী, তীক্ষ্ণ এবং প্রভাবশালী একটি বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উৎসর্গ করব। যাতে এটি তার সাধ্যমতো জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন আরও বলেন, 'গভীর বিনয়, দায়িত্ববোধ, গর্ব এবং কৃতজ্ঞতা নিয়ে আমি আজ ২৭-তম নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছি। দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের দ্বারা এই পদের জন্য নির্বাচিত হওয়া আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় এবং এই পদে থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী ও দেশের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ভারতীয় নৌবাহিনী যেখানেই থাকুক না কেন, জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা সজাগ থাকে এবং এমন এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিবেশে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে মোতায়েন রয়েছে যা ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, জটিল, অপ্রত্যাশিত এবং অনিশ্চিত। আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে এটা নিশ্চিত করা যে, ভারতীয় নৌবাহিনী যেন সর্বোচ্চ স্তরের অভিযানিক প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ সক্ষমতা বজায় রাখে, যাতে এটি যেখানেই থাকুক না কেন দেশের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। আমাদের নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার প্রচেষ্টা থাকবে নৌবাহিনীর অগ্রগতির ধারা বজায় রাখা, সমস্ত চলমান কর্মসূচিকে সুসংহত করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে তার গতি বাড়ানো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষ ও উদীয়মান প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমাদের অভিযানিক সক্ষমতাকে আরও শাণিত করা।'

বিদায়ী নৌবাহিনী প্রধান (সিএনএস) অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী বলেন, 'ভারতের নৌবাহিনীর, প্রত্যেক ভারতীয়ের নৌবাহিনীর নেতৃত্বে থাকা আমার জন্য এক পরম সম্মান ও আনন্দের বিষয়। বিগত কয়েক বছর ধরে, যখনই দেশ ডেকেছে, নৌবাহিনী নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা তা দেখেছি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়, যা এখনও চলছে এবং এখন পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মধ্যে 'অপারেশন ঊর্জা সুরক্ষা'-র সময়ও তা দেখছি। ভারতীয় নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার এই দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করার জন্য আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি আমার সকল সহকর্মী, সতীর্থ, অফিসার, নাবিক এবং প্রতিরক্ষা বেসামরিক কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং যে দেশ যা চেয়েছে তা পূরণ করেছেন। একটি বাহিনী হিসাবে আমরা যা প্রমাণ করেছি তা হলো, আমরা ভারতের জাতীয় সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষা ও প্রচারের জন্য যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও উপায়ে প্রস্তুত। এখন আমি যখন অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথনের হাতে ভারতীয় নৌবাহিনীর দায়িত্ব তুলে দিচ্ছি, তখন আমি এই সন্তুষ্টি নিয়ে তা করছি যে, অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন, একজন নিখুঁত পেশাদার এবং প্রমাণিত গুণাবলী ও সক্ষমতাসম্পন্ন অসামান্য নেতা, আমাদের নৌবাহিনীকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাবেন।'

পেট্রোল, ডিজেল ও এটিএফের

কমেছে। যার জেরে রফতানি শুল্ক কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল উর্ধ্বমুখী। বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগও বেড়েছিল। জ্বালানি সংকটের জেরে ২৭ মার্চ পেট্রোল, ডিজেল এবং এটিএফ রফতানির উপর বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চালু করেছিল কেন্দ্র। বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দামের চাপ কমায় রফতানি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিডিএস পদে দায়িত্ব নিলেন

দিচ্ছি, সশস্ত্র বাহিনী নিষ্ঠা, সাহস, সম্মান এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেশের সেবা করে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর রাখা আস্থার জন্য আমরা দেশের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কৌশলগত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সকল অংশীদার, ভারতের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিভিত্তিক কর্মপন্থার অংশ হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'জয়', অর্থাৎ যৌথতা, আত্মনির্ভরতা এবং উদ্ভাবন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সশস্ত্র বাহিনীর রূপান্তর এবং যৌথতা, সমন্বয় ও একীকরণ বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক সংস্কারই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আত্মনির্ভরতা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে দেশীয় অস্ত্রের উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং একীকরণকে ত্বরান্বিত করব।'

দেশের ধনীতম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন

পোশাক রয়েছে। নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, ১৫ বছরের মধ্যে শিবকুমারের সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে ৭৫ কোটি থেকে ১৪১৩ কোটিতে পৌঁছেছে। কর্নাটকের হবু মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতেই ধনী হয়ে উঠেছেন তিনি। কর্নাটকের একাধিক জায়গার পাশাপাশি দিল্লিতেও রয়েছে শিবকুমারের বাড়ি। রয়েছে বহু কৃষিজ জমিও। গত কয়েকবছরে কর্নাটকে জমির দাম হু হু করে বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে শিবকুমারের সম্পত্তির বহরও। উল্লেখ্য, রাজ্যভিত্তিক তালিকায় সম্পত্তির নিরিখে সবচেয়ে ধনীতম হল কর্নাটক। সেরাজ্যের ২২৩ জন বিধায়কের হাতে মোট ১৪ হাজার ১৭৯ কোটির সম্পত্তি রয়েছে।

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে নামছে

করবে। এক জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা আধিকারিক জানিয়েছেন, মণিপুরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে কোবরা ইউনিটগুলিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা সহিংসতা উস্কে দেওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চালাবে। এই মোতায়েন রাজ্যে সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ড জোরদার করার বৃহত্তর নিরাপত্তা কৌশলের অংশ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এএফডিসিএল কেলেঙ্কারির

গোপন তদন্তের পর চলতি সপ্তাহে গুয়াহাটি, নলবাড়ির বেলসর, ধুবড়ির গৌরীপুর এবং নগাঁওয়ের রাহা-সহ একাধিক স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ২৬ মে চালানো ওই অভিযানে একসঙ্গে আটজন প্রাক্তন ও বর্তমান সরকারি আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অসম সিভিল সার্ভিস (এসিএস)-এর দুই আধিকারিক অনুরাধা অধিকারী শর্মা এবং নরেন চন্দ্র বসুমতারি। অতীতে দু'জনেই এএফডিসিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে নরেন চন্দ্র বসুমতারি রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম সচিব পদে কর্মরত।

এছাড়া সংস্থার প্রাক্তন কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী জ্যোতিষ শইকিয়া ও বিরিঞ্চি অধিকারী, প্রাক্তন সহকারী কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী জ্যোতিপ্রসাদ শইকিয়া, সহকারী প্রকৌশলী ছাবুরউদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ভগীরথ দাস এবং সহকারী কারিগরি আধিকারিক রবীন্দ্রনারায়ণ ডেকাকেও গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, এএফডিসিএল-এর বিভিন্ন প্রকল্পে সরকারি অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অর্থ ব্যয়ের নথি খতিয়ে দেখে তহবিল তছরুপের একাধিক সূত্র হাতে এসেছে।

পদ্মকান্ত হাজরিকার গ্রেফতারের পাশাপাশি গুয়াহাটির হাতিগাঁও এলাকায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত একাধিক ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে বিপুল পরিমাণ নথিপত্র, একাধিক ব্যাংক হিসাবের তথ্য, বিভিন্ন সংস্থা ও পরিষদের পাঁচটি সিল এবং একটি টাকা গণনার যন্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ডিভি অ্যান্ড এসি-র কর্মকর্তাদের মতে, উদ্ধার হওয়া নথিপত্র এবং আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ করে তছরুপ হওয়া অর্থের প্রকৃত পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং সম্ভাব্য সম্পত্তির হদিস খোঁজা হচ্ছে। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন তথ্য সামনে আসছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের। দুর্নীতি দমন শাখা জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং নতুন তথ্যের ভিত্তিতে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারি অর্থের অপব্যবহারের এই মামলায় জড়িত প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আর্থিক অনিয়মের পূর্ণ চিত্র সামনে আনতেই তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

হাজির মাত্র ২০, মমতার বাড়িতে

সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হল এদিনের দলীয় বৈঠক। তবে সোম ও মঙ্গলবার দু'দিন ধরে প্রতিবাদে নামছে তৃণমূল। সেই ঘোষণাও করেছেন কুণাল ঘোষ।

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ের প্রস্তাবনায় তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তার ভিত্তিতে সিআইডি তদন্তে নেমে একের পর এক বিধায়ককে নোটিশ ধরিয়েছে, এবং ভোটের পর থেকে বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে তৃণমূল কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, সেসব নিয়ে রবিবার বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ঠিক আগেই, শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবিবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জনরোষের মুখে পড়েছেন। দু'জনই আহত। এই ঘটনায় ভয়ের পরিবেশ বিরোধী দল তৃণমূলের অন্দরে। তা কাটিয়ে কতজন এদিনের বৈঠকে আসবেন, তা নিয়ে সংশয় ছিলই। মনে করা হচ্ছিল, ৮০ বিধায়কের মধ্যে ২৫ জন এলেও অনেক। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেল, ২৫ জনও নয়, মাত্র ২০ জন বিধায়ক হাজির হন কালীঘাটের বাড়িতে।

বিশ্বজিৎ দৈমারির আমলে

অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। এর জেরেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। ইতোমধ্যে বর্তমান অধ্যক্ষ রণজিৎ কুমার দাসের নির্দেশে অবসরের পরও দায়িত্বে থাকা ১২ জন আধিকারিক ও কর্মচারীর পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের পরই বিধানসভা সচিবালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এপিডব্লিউর অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে বিধানসভা সচিবালয়ে প্রায় ১২৫টি নিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্তত ২৮টি নিয়োগে প্রাক্তন সচিব দুলাল পেগুর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বলে দাবি সংগঠনটির। নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। রিনি দলে, জ্ঞানদীপ দলে, মনোরঞ্জন পেগু, পঙ্কজ দেব চৌধুরী, হিমাশ্রী দত্ত, হিমাংশু হালৈ, তপন তালুকদার, জানকী রাভা, ধনমণি বরা, কৌস্তভমণি বরা-সহ একাধিক নাম উল্লেখ করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

শুধু নিয়োগ নয়, নতুন বিধানসভা ভবনের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ নিয়েও গুরুতর অভিযোগ তুলেছে এপিডব্লিউ। তাদের দাবি, ভবনটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও বারবার পরিবর্তন আনা হয়েছে। অধ্যক্ষের দফতর, অধিবেশন কক্ষ এবং একাধিক অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের ফলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সংগঠনের অভিযোগ, সেন্ট্রাল হলের অডিও সিস্টেম প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় যেখানে প্রায় ২ কোটি টাকা ছিল, পরে তা বেড়ে প্রায় ৬ কোটিতে পৌঁছায়। এই ব্যয় বৃদ্ধির পেছনের কারণ খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে।

একই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো, সিসিটিভি ব্যবস্থা, সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি), ডিজিটাল পরিষেবা এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম কেনাকাটার ক্ষেত্রেও বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় ই-বিধান প্রকল্পের আওতায় বিধায়কদের জন্য কেনা কিছু ল্যাপটপের বাজারমূল্য ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকার মধ্যে হলেও সেগুলি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দরে কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই পুরো ক্রয় প্রক্রিয়া তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনটি আরও অভিযোগ করেছে, বিধানসভা ভবনে অডিও-ভিজ্যুয়াল ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে যুক্ত কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাদের দাবি, কিছু ক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও বিল পরিশোধ নিয়ে অনিয়ম হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও অতিরিক্ত ব্যয়ের অভিযোগ রয়েছে।

ডিজিটাল মিউজিয়াম প্রকল্প, প্রায় ১০ কোটি টাকার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো প্রকল্প এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি-সংক্রান্ত ক্রয়ের বিষয়েও তদন্ত দাবি করেছে এপিডব্লিউ। সংগঠনের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে কেনা সরঞ্জামের হিসাব পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

বিদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি। তাদের দাবি, গত পাঁচ বছরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি অন্তত ৩৬ বার বিদেশ সফর করেছেন। এই সফরগুলির উদ্দেশ্য, ব্যয় এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিদেশ সফরের নথিও যাচাই করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এপিডব্লিউ আরও অভিযোগ করেছে, বিধানসভা চত্বরে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। সম্প্রতি অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের একটি পরিদর্শন রিপোর্টে বেশ কিছু উদ্বেগজনক বিষয় উঠে এসেছে বলে দাবি সংগঠনটির। সেই সুপারিশগুলি দ্রুত কার্যকর করারও দাবি জানানো হয়েছে। তাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা এবং নতুন অধ্যক্ষের শপথ গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে একাধিক বিল ও আর্থিক অনুমোদন জারি করা হয়ে থাকতে পারে। এই সময়ের সমস্ত আর্থিক লেনদেনের নিরীক্ষা করার দাবি জানিয়েছে তারা।

সাংবাদিক বৈঠকে অভিজিৎ শর্মা বলেন, 'বর্তমান অধ্যক্ষ রণজিৎ কুমার দাস চাইলে আমরা সমস্ত নথি, তথ্য এবং প্রমাণ তদন্তের স্বার্থে তুলে দিতে প্রস্তুত। বিধানসভার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হলে নিরপেক্ষ তদন্ত ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।'

তবে এপিডব্লিউর উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, প্রাক্তন সচিব দুলাল পেগু, সৌমেন বরুয়া, অন্তিমা দেওরা সরাওগি, অসম বিধানসভা সচিবালয় কিংবা অভিযোগে উল্লিখিত সংস্থাগুলির কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা ওয়াজেদ আলি চৌধুরী সম্প্রতি বিধানসভা সচিবালয়ে গৃহীত কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে একই ব্যক্তিদের দায়িত্বে রেখে দেওয়ার ফলে নতুনদের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছিল। তিনি বর্তমান অধ্যক্ষের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসাও করেন। এদিকে, এপিডব্লিউর অভিযোগ সামনে আসার পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন নজর রয়েছে, বর্তমান অধ্যক্ষ রণজিৎ কুমার দাস অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কোনও আনুষ্ঠানিক তদন্তের নির্দেশ দেন কি না।

নেশামুক্তির মূল্যবোধই প্রকৃত সচেতনতা : বিচারপতি সত্যবীর সিং

প্রয়াগরাজ, ৩১ মে : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে প্রয়াগরাজে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা দিলেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সত্যবীর সিং। রবিবার আঞ্চলিক সমাজ উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে, সিভিল ডিফেন্স ও লায়ন্স ক্লাবের যৌথ ব্যবস্থাপনায় শহরের শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ উদ্যানে একটি জনসচেতনতা মিছিল আয়োজন করা হয়।

মিছিলের সূচনা করে বিচারপতি সত্যবীর সিং বলেন, তামাক ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ; সব ক্ষেত্রেই মারাত্মক ক্ষতিকর। নেশামুক্তি কেবল সরকারি কর্মসূচি বা আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং তা মানুষের চরিত্র ও জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, 'যতদিন না নেশামুক্তির মূল্যবোধ আমাদের আচরণ ও জীবনচর্চার অংশ হয়ে উঠছে, ততদিন একটি সুস্থ, সচেতন ও শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।' সমাজ থেকে তামাক ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য নির্মূলে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বানও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ নাগরিকদের 'নেশামুক্ত ভারত' গঠনের শপথ পাঠ করান বিচারপতি। উপস্থিত সকলে তামাক ও মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকার এবং সমাজে এ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। সিভিল ডিফেন্সের উপ-নিয়ন্ত্রক নীরজ মিশ্র এবং সহকারী উপ-নিয়ন্ত্রক রাজীব তিওয়ারি বলেন, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমেই নেশামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্য সফল করা সম্ভব। আঞ্চলিক মদ্যনিষেধ ও সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক চারুল মিশ্র তামাক ও মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

মিছিলে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক, লায়ন্স ক্লাবের সদস্য, ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিসহ বহু সাধারণ মানুষ অংশ নেন। নেশামুক্তি ও তামাকবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান এবং বার্তার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিচারপতি সত্যবীর সিংয়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নীরজ মিশ্র, রাজীব তিওয়ারি, লায়ন্স ক্লাবের অর্পণ ধর দুবে, উদয় চাঁদানী, উমেশচন্দ্র কক্কড়, শীতলা প্রসাদ শ্রীবাস্তব, 'নেশামুক্ত ভারত' অভিযানের সদস্য পবন পাণ্ডে এবং ট্রাফিক পরিদর্শকসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানটির সমন্বয় করেন চারুল মিশ্র।

উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) উদ্যোগে প্রতি বছর ৩১ মে 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস' পালন করা হয়। তামাক ও মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাক সেবন হ্রাসের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর আওতায় তামাক ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

দেশের প্রতিটি জেলা, প্রতিটি ব্লক-এ পৌঁছবে 'মাই ভারত' : মনসুখ

শিলং, ৩১ মে : দেশ গঠনের বিভিন্ন উদ্যোগে যুবসমাজের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বলেন, 'মাই ভারত'-এর কার্যক্রম দেশের প্রতিটি জেলা, প্রতিটি ব্লক এবং প্রতিটি তরুণ-তরুণীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট শিলং'-এ আয়োজিত দু-দিনব্যাপী 'চিন্তন শিবির'-এর প্রথম দিনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মান্ডভিয়া বলেন, ইতিমধ্যেই ২.১৭ কোটির বেশি যুব স্বেচ্ছাসেবীকে যুক্ত করে একটি গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে 'মাই ভারত'। উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে আরও বেশি যুব অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং শেষপ্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছাতে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচনাসভায় যুব বিষয়ক দফতর, 'মাই ভারত' এবং 'ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম' (এনএসএস)-এর বিভিন্ন পদমর্যাদার আধিকারিররা অংশগ্রহণ করেছেন। যুবসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, কর্মসূচির কার্যকারিতা উন্নত করা এবং সরকারের যুব-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়ন নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেলা যুব আধিকারিক এবং এনএসএস আধিকারিকদের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, যুব উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সাফল্য কেবল অংশগ্রহণের সংখ্যায় নয়, সমাজে তার বাস্তব প্রভাব ও ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। ২৬ জুন থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততারও আহ্বান জানান মনসুখ মান্ডভিয়া। মনসুখ মান্ডভিয়া ঘোষণা করেছেন, 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি তিনি জানান, দেশের ৭৮৩টি জেলার প্রতিটিতে 'মাই ভারত'-এর কেন্দ্র স্থাপনে মন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর আগে দিনের শুরুতে শিলঙে 'মাই ভারত'-এর স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে রডোডেনড্রন ট্রেকে অংশ নেন তিনি। ট্রেক চলাকালে তিনি তরুণদের সক্রিয় জীবনযাপন, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখার আহ্বান জানান। মেঘালয়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল যুবসমাজের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা, সাহসিকতা ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং একই সঙ্গে সরকারি উদ্যোগগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা আরও শক্তিশালী করা।

অসম যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তানজিল হোসেন

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩১ মে : অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছে বিধায়ক তানজিল হুসেনকে। রবিবার সংগঠনের তরফে এই নিয়োগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। তবে এই ঘোষণার পরই রাজ্য কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের প্রশ্ন নতুন করে উঠতে শুরু করেছে।

তানজিল হুসেন দলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা তথা বিধায়ক রকিবুল হুসেনের পুত্র। তানজিল বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম বড় সাংগঠনিক দায়িত্ব। এটি তার নির্বাচনী রাজনীতির পাশাপাশি দলীয় সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও ভূমিকা বাড়ানোর ইঙ্গিত বহন করছে। প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রকাশিত তালিকায় তানজিল হুসেনকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, যুব সমাজের মধ্যে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন স্তরে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই নতুন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।

মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির মনীষী স্মরণ ও কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

শিলচর (সংবাদ সংস্থা), ৩১ মে : মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির কাছাড় জেলা কমিটির উদ্যোগে শনিবার আম্বিকাপট্টিস্থ জেলা সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে মাসিক মনীষী স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মনীষীদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে মে মাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও মনীষীদের স্মরণ করা হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় অমর শহিদ প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলিদান দিবস (১ মে), শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মদিবস (৫ মে), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী (৮ মে), বিপ্লবী শহিদ বসন্তকুমার বিশ্বাস, অবোধ বিহারী, মাস্টার আমিরচাঁদ ও বাল মুকুন্দের আত্মবলিদান দিবস (১১ মে), কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রয়াণ দিবস (১৩ মে), ভাষা শহিদ দিবস (১৯ মে), দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের প্রয়াণ দিবস (২০ মে), রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস (২২ মে), বঙ্গসূর্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস এবং বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিবস (২৪ মে)।

অনুষ্ঠানে পরাধীন ভারতে উল্লিখিত মনীষীদের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ গঠনে তাঁদের অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির উপদেষ্টা অঞ্জু এন্দো, সভাপতি সুনীল রায়, উপ-সভাপতি ড. শিশির কুমার বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট সুব্রত ভট্টাচার্য, ড. কস্তুরী হোম চৌধুরী প্রমুখ।

এদিন সমিতির পক্ষ থেকে শিলচরের কনকপুর নিবাসী বিশিষ্ট সমাজকর্মী মণিলাল দাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অলকা রায় (ভট্টাচার্য) স্মৃতিতে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান।

সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীরা হলেন প্রার্থনা দে, বৈশালী দাস, বিরাজ দাস, শিবজ্যোতি দাস, রিয়া দাস, সাক্ষী রায়, দেবাদৃতা ভট্টাচার্য, অর্ণব পাল, অনামিকা দাস, অঙ্গীতা দাস, অভিজিৎ দাস, রাজীব দাস, বৃষ্টি দাস, অঙ্কিতা দাস, প্রতীক দেব এবং বৃত্তান্তিক সেনশর্মা। তাঁদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

সাংস্কৃতিক পর্বে সমিতির শিল্পীদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি পরিবেশিত হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুমিত্রা চৌধুরী, বনানী চৌধুরী, মহাশ্বেতা পাল, মীরা পাল, মৌসুমী দেব পুরকায়স্থ, শ্রাবণী সরকার প্রমুখ। সমবেত সংগীতে অংশ নেন সুমিতা ভট্টাচার্য, সুতপা দে, মণি দে, মধুমিতা দে, রুনা চক্রবর্তী, শিপ্রা দাস, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা দাস, পার্বতী রায়চৌধুরী, মীরা পাল, মহাশ্বেতা পাল ও বনানী চৌধুরীসহ অন্যান্য শিল্পীরা। তবলায় সঙ্গত করেন অ্যাডভোকেট সুব্রত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন বনানী চৌধুরী, সুমিত্রা চৌধুরী ও সুতপা দে। সহযোগিতা করেন দেবলীনা রায় ও সুখেন দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলা সম্পাদক সানি ভট্টাচার্য এবং পূজা সূত্রধর (মাহী)।

গুজরাটের আনন্দে ভেঙে পড়ল নির্মাণাধীন রেল ওভারব্রিজ

আহমেদাবাদ, ৩১ মে : গুজরাটের আনন্দ জেলায় ভেঙে পড়ল নির্মাণাধীন একটি রেল ওভারব্রিজ। আদাস গ্রামের কাছে একটি নির্মাণাধীন রেল ওভারব্রিজের একাংশ ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে তদন্ত। পশ্চিম রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অনুভব সাক্সেনা বলেন, 'এটি আমাদের ভাদোদরা বিভাগ, যেখানে ভাদোদরা স্টেশনের কাছে ২৫০ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট রয়েছে। এই রোড ওভারব্রিজটি বর্তমানে নির্মীয়মাণ; জনসাধারণের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য, আমরা এলসি গেটটির পরিবর্তে এই রোড ওভারব্রিজটি নির্মাণ করছি। গতকাল সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টায়, নির্মাণকাজের সময় একটি কাঠামোগত ত্রুটি দেখা দেয়। সেখানে তিনটি গার্ডার বসানো ছিল এবং একটি অ্যাপ্রোচ গার্ডার ভেঙে পড়ায় তিনটিই ধসে পড়ে। এটি একটি গুরুতর ঘটনা, যে কারণে ডিআরএম রবিবার আমাদের নির্মাণস্থল পরিদর্শন করেছেন। ডিআরএম এই বিষয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছেন। এই তদন্তে ঘটনার পেছনের প্রযুক্তিগত কারণগুলি চিহ্নিত করা হবে এবং কারা দায়ী তা নির্ধারণ করা হবে। নির্মাণস্থল পরিষ্কারের প্রক্রিয়া শেষে আনুষ্ঠানিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। তদন্ত শেষ হলে এবং প্রকৃত ঘটনা সামনে এলে, দোষী প্রমাণিতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শ্রীগৌরী হাসপাতাল পরিদর্শন জাকারিয়ার

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুরঘাট, ৩১ মে : শ্রীগৌরী হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ পাপ্পা। শনিবার তিনি হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে হাসপাতালের চতুর্দিক পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের খোঁজ খবর নেন। এদিন হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাসপাতাল ও রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন জাকারিয়া আহমদ।

তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সুপর্ণা পালের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। হাসপাতালে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বিদ্যুৎ পরিষেবা। যেখানে প্রতিদিন ৬০ জন রোগীর এক্সরে করার কথা ছিল সেখানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে মাত্র ৬-৭ জন রোগীর এক্সরে করানো হয়।

হাসপাতালের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য বিধায়কের কাছে দাবি জানানো হয়। তা ছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসকদের কোয়ার্টার ড্যামেজ হয়ে গেছে। এগুলো পুনর্নির্মাণ করার জন্য বিধায়কের কাছে দাবি জানানো হয়। তাছাড়াও এই হাসপাতালে প্রতিদিন তিন শতাধিক রোগী আসা যাওয়া করে থাকে। অতিরিক্ত ডাক্তার ও নার্স-এর দাবি উত্থাপন করা হয়। এছাড়া হাসপাতালে নিরাপত্তার জন্য সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। স্বাস্থ্য জনিত ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান এবং নিরাপত্তার বিষয়টি জেলার এসএসপির সঙ্গে আলোচনা করবেন। এদিন বিধায়কের উপস্থিতিতে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, অন্যান্য স্টাফ, রোগী ও রোগীর সহযোগী, পরিচালনা সমিতির সদস্য আশুক উদ্দিন, মুসলিম উদ্দিন, নুরুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় লোকজন হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার বিভিন্ন অসুবিধা সহ বিল্ডিং এর সমস্যার ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বিধায়ক কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স সহ কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ জানান তারা যেন নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে রোগীদের সেবা প্রদান করেন। তিনি সব ধরনের সহযোগিতা করে যাবেন। নবনির্বাচিত বিধায়কের প্রথম সফরে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় জনগণ।

গর্ত এড়াতে সেতুর রেলিং ভেঙে খাদে পড়ল রডবোঝাই লরি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটিগড়া, ৩১ মে : জাতীয় সড়ক সংস্কারের নামে বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকার ব্যয় নিয়ে যখন নানা প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই সময়েই বেহাল সড়কের আরেকটি ভয়াবহ চিত্র সামনে এলো।

জাতীয় সড়কের ওপর একটি বড় গর্ত এড়াতে গিয়ে রডবোঝাই একটি লরি প্রায় ৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় ট্রাকচালককে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে দিগরখাল এলাকার মা কালী হোটেলের পাশের একটি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেতুর মুখে সৃষ্টি হওয়া বিশাল গর্ত এড়াতে গিয়ে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ষার জলে রাস্তার বিভিন্ন অংশ জলময় হয়ে পড়েছে। কোথাও রাস্তা নদীর মতো, আবার কোথাও পুকুরসম বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। তার ওপর সড়কে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক বা নিরাপত্তা নির্দেশক বোর্ডও নেই।

ধলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত কিশোরের মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাবাড়িঘাট, ৩১ মে : সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর অবশেষে প্রাণ হারালো ধলাইয়ের মধুরাপুর জিপির অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের কিশোর রাজীব হোসেন লস্কর। শনিবার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, গত বুধবার রাজনগর এলাকায় একটি ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনার শিকার হয় রাজীব। সে একটি বাইকের পেছনে বসা ছিল। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল

কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শনিবার সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাজীবের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিষ্ণুপুর সহ আশপাশের এলাকায় নেমে আসে গভীর শোক। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও এলাকাবাসীর মধ্যে শোক ও বেদনার আবহ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজীব হোসেন লস্কর ছিল পরিবারের একমাত্র পুত্র। তার বাবা রফিক উদ্দিন লস্কর দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতাজনিত কারণে শয্যাশায়ী। ফলে পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব রাজীবের কাঁধেই ছিল। রাজীব পড়াশোনার সঙ্গে অর্থ রোজগার করে পরিবার চালাতো। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তা ও আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে। এলাকাবাসী শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন।

ধলপুখুরী শাখা সাহিত্যসভার উদ্যোগে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ৩১ মে : হোজাই জেলার ধলপুখুরী শাখা সাহিত্য সভার উদ্যোগে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রবিবার ডিমরালি কপিলী দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মোট ৫০ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে বৃহত্তর ধলপুখুরী এলাকার ৭৫ শতাংশের বেশি নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধিত করা হয়। ধলপুখুরী শাখা সাহিত্য সভার সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রূপেশ্বর দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জয়বাবু সিং, চুটিকুমার সিং ও রূপন বরা, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা খগেন নাথ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লিটুমণি নাথ, সমাজকর্মী রামধান ভগত ও শ্যামনাথ ভগত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। বক্তারা শিক্ষার্থীদের আগামী দিনে আরও সাফল্য অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চার আহ্বান জানান।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা এভারগ্রিন ক্লাবের

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ৩১ মে : এভারগ্রিন ক্লাবের উদ্যোগে বদরপুর শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত শ্রীগৌরীর ৮০৭ নম্বর খালোপার এলপি স্কুলে রবিবার এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন বিশিষ্ট শিক্ষক হাসন আহমদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খালোপার গ্রামের ১২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে তাদের হাতে কলম, স্মারক কাপ ও সম্মাননাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আয়াসুর রহমান চৌধুরী, এভারগ্রিন ক্লাবের সচিব এরশাদ উদ্দিন তাপাদার, গ্রামের বিশিষ্ট নাগরিক মহবুবুর রহমান এবং শিক্ষক আখতার হোসেন। এদিন কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুসাক আলি, তাজ উদ্দিন, মারুফ হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আয়াসুর রহমান চৌধুরীকেও সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা প্রাপ্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা হলেন সালেহ আহমেদ, আব্দুল কাসিম, ফাহিমা বেগম, মৌসুমী বেগম, তানভির আহমদ, আহমদ জাকারিয়া, সানাজ ইয়াসমিন এবং আবু ইউসুফ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা হলেন আশিকুর রহমান, নাজিয়া সুলতানা, সুমাইয়া বেগম এবং সুহানা পারভিন।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সুহানা পারভিন ও সুমাইয়া বেগম উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়ান। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেন এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সবশেষে সভাপতি হাসন আহমদের ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সোনাই ক্লাবে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ ১৪ জুন

সাময়িক প্রসঙ্গ, সোনাই, ৩১ মে : প্রতি বছরের মতো এবারও আগামী ১৪ জুন রবিবার সোনাই ক্লাবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের তাদের বিষয় ও গুণাবলি জানিয়ে দিতেই কবিদের স্মরণ অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয় প্রতিবছর সোনাই ক্লাবে, এছাড়া রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, রবীন্দ্র নৃত্য, নজরুল নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এবছরও প্রতিবারের মতো হবে কবিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী রয়েছে। সোনাই ক্লাবের সদস্যদের ছেলেমেয়ে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম ডিভিশন সহ সুনামের সহিত পাশ করেছেন সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সোনাই ক্লাবের সভাপতি আশরাফ হোসেন লস্কর, সাধারণ সম্পাদক সাহানুর আলম লস্কর, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পাদক এনামুল ইসলাম লস্কর, গোটা অনুষ্ঠান সুন্দর সার্থক সফল করে তুলতে সর্বশ্রেণির সচেতন নাগরিক সহ ছাত্রছাত্রী, শিল্পী সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য সোনাই ক্লাবের পক্ষ থেকে এক প্রেস-বার্তায় এখবর জানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এনামুল ইসলাম লস্কর, সাংস্কৃতিক সহ আবৃত্তি, অংকন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সোনাই ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগের ৮৬৩৮৪২৯৬০৩ নম্বরে যোগাযোগ করে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে তামাক নিয়ন্ত্রণে কড়া নজরদারি জোরদার কাছাড় প্রশাসনের

ময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে শনিবার জেলা স্বাস্থ্য সমিতি, কাছাড়ের অধীন জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষ কাছাড় জেলা প্রশাসন, কাছাড় পুলিশ এবং শিলচর পুর নিগমের সহযোগিতায় শিলচর শহরজুড়ে একটি বিশেষ তামাকবিরোধী প্রয়োগমূলক অভিযান পরিচালনা করে। সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য (বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরণ এবং বাণিজ্য, উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৩-র বিধানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন জনসমাগমস্থল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন চালিয়ে আইনের বিধানগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। কটপা আইনের বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ৫,৮০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এই প্রয়োগমূলক অভিযানে নেতৃত্ব দেন কাছাড়ের সহকারী আয়ুক্ত ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অরুণাভ চৌধুরী, এসিএস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির জেলা নোডাল আধিকারিক ডাঃ অনিন্দিতা চন্দ, অসংক্রামক রোগ কর্মসূচির জেলা প্রোগ্রাম সমন্বয়ক পিয়ালি চক্রবর্তী, এনসিডি কাছাড়ের ফিল্ড লেভেল কো-অর্ডিনেটর মৌসুমী ভৌমিক এবং অসম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের জোনাল কো-অর্ডিনেটর অভিজিৎ ভট্টাচার্য। শিলচর পুর নিগমের পক্ষ থেকে এনফোর্সমেন্ট ইনস্পেক্টর নীতিনকুমার দাস এবং কুণাল দাসও অভিযানে অংশগ্রহণ করে প্রয়োগমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

জেলা প্রশাসন তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে। স্বাস্থ্যকর ও তামাকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে গৃহীত বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনের পাতার পর

ধুবড়ি-গৌরীপুর রেললাইনে

কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোনও অনুমোদিত রেল ক্রসিং নেই। রেললাইনের উভয় পাশে যানবাহন চলাচলের জন্য স্থায়ী ও নিরাপদ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীবাহী যানবাহন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যে কোনও সময় এখানে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এলাকাবাসীর দাবি, জননিরাপত্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে অবিলম্বে একটি রেল ক্রসিং স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে শহরের বিভিন্ন যাত্রী সংগঠন একাধিকবার আলিপুরদুয়ার রেল বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদের হস্তক্ষেপ কামনা করে দ্রুত রেল ক্রসিং স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগেই এই দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব।

সর্বার সঙ্গে বৈঠক হিমন্তের

ওপর জোর দেন। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প, জলপথ পরিবহন, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বৈঠক 'বিকশিত অসম' গঠনের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলমান সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রতিফলন। আগামী দিনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে অসমকে আরও সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যেই এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিলচরে নতুন নেতৃত্বে তেরাপন্থী

পরে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নামও ঘোষণা করা হয়।

নতুন কমিটিতে সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাঙ্গিলাল সুরানা ও তোলারাম গুলগুলিয়া। যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন অশোককুমার মারুতি এবং জিতেন্দ্র কুমার ভুরা। কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন পঙ্কজ কুমার নাহার। সংগঠন সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ভারতকুমার দুগার। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন অমিত কুমার ডাগা, লাভচাঁদ ছাজের, ললিত কুমার বৈদ, মদনলাল ডাগা, পানমল চোপড়া, পরশ কুমার বরদিয়া, রাজকুমার বৈদ, রাজকুমার শেঠিয়া, রাজেশকুমার চোরদিয়া, রাজেশকুমার সিরোহিয়া, সঞ্জয়কুমার নাহাটা, শান্তিলাল ডাগা, সুরেন্দ্রকুমার বৈদ, সুরেন্দ্রকুমার কোঠারি, সুশীল কুমার গং, বিনোদ কুমার বোথরা, ববিতা ডাগা, প্রেমলতা সুরানা, পূজা মারুতি এবং সবিতা মারুতি।

সভায় উপদেষ্টা মণ্ডলীতে রয়েছেন বুধমল বৈদ, ধর্মচাঁদ ভুরা, জেঠমল মারুতি, প্রদীপ সুরানা এবং রতনলাল মারুতি। এছাড়া জ্ঞানশালা প্রধান হিসেবে মধু দুগার, জৈন বিদ্যা ও পরীক্ষা বিভাগের দায়িত্বে স্বপ্না মালু, অফিস প্রধান হিসেবে সুরেশ সান্ড এবং ডিরেক্টরি ও সদস্যপদ কার্ড বিভাগের দায়িত্বে পঙ্কজ মালুকে মনোনীত করা হয়েছে।

বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে তেরাপন্থ মহিলা মণ্ডল, তেরাপন্থ যুবক পরিষদ ও তেরাপন্থ প্রফেশনাল ফোরামের সভাপতি ও সম্পাদকরা থাকবেন। পাশাপাশি রতনলাল সিরোহিয়া, ধর্মচাঁদ রানকা, আশকরণ মারোতি, পুনমচাঁদ মালু, জেঠমল সানচেতি, হনুমান প্রসাদ জৈন, রাজেন্দ্র কুমার সুরানা, গুলাবচাঁদ ভুরা এবং ললিত কুমার বর্মাকেও বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শেষে শান্তিলাল ডাগার ধন্যবাদজ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

লামডিং-মাইবাং রেল সেকশনে

ঘোষণায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, বিদ্যুতায়িত ওএইচই লাইনের ন্যূনতম ২ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। এছাড়া বিদ্যুতায়িত এলাকায় কোনও অবস্থাতেই ট্রেন বা লোকোমোটিভের ছাদে ওঠা যাবে না, কারণ এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, রেল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় কর্মরত কর্মচারী, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিরাপত্তা বার্তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে, যাতে সবাই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। লামডিং-মাইবাং রেল সেকশনে বিদ্যুতায়ন চালুর আগে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ের মতে, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রেল চলাচল নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা এবং নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

বিধায়ক কিশোর নাথকে সংবর্ধনা

সম্মান তাঁর একার নয়; এটি বড়খলার জনগণ, দলীয় কার্যকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ এবং সমর্থনের স্বীকৃতি। তিনি জনগণের আস্থা ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করে বড়খলা সমষ্টির উন্নয়ন ও জনকল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান দু'টি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগণের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

শ্রীভূমি শহরের ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা

রোগী, চাকরিজীবী এবং সাধারণ যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক।

নাগরিকদের অভিযোগ, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সরকারি জমি দখল, নালা-নর্দমার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি দফতরের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। তারা স্পষ্টভাবে জানান, এই সমস্যা আর শুধুমাত্র পুরসভার একক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং জেলা প্রশাসন, জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম (এনএইচআইডিসিএল), জনপথ বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এই সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

এই প্রেক্ষাপটে আবেদনকারীরা পুরপতির কাছে দ্রুত একটি নাগরিক বৈঠক আয়োজনের আহ্বান জানান। প্রস্তাবিত বৈঠকে পুরসভার সকল ওয়ার্ড কমিশনার, জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট নাগরিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থেকে সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ করে কার্যকর সমাধানের রূপরেখা প্রণয়নের দাবি জানানো হয়েছে।

তাদের মতে, এ ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা শুধু সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতেই সহায়ক হবে না, বরং বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নির্ধারণে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার পর পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব শীঘ্রই একটি নাগরিক সভা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। স্মারকপত্র প্রদান শেষে বিশিষ্ট নাগরিকেরা আশা প্রকাশ করে বলেন, শ্রীভূমি পুরসভা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং নাগরিক স্বার্থে একটি কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও সর্বসম্মত বৈঠকের আয়োজন করবে। তারা আরও জানান, এই দাবির সমর্থনে শহরের একাধিক বিশিষ্ট নাগরিকরাও স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।

মঙ্গল ও বুধবার কাছাড়ে কংগ্রেসের

করা হবে কাটিগড়া, বড়খলা, উধারবন্দ এবং শিলচর আসনের ফলাফল। দলীয় সূত্রটি জানান, সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে শিলচর, সোনাই এবং কাটিগড়ার ফলাফল পর্যালোচনা পর্বে পরিস্থিতি সরগরম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত শিলচর এবং সোনাই আসনের ফলাফল পর্যালোচনাকে ঘিরে আশঙ্কায় রয়েছেন দলের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে প্রথম দিন মঙ্গলবারের সূচিতে লক্ষীপুর ও ধলাইয়ের পর একেবারে শেষে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সোনাই আসনের জন্য। একইভাবে দ্বিতীয় দিন বুধবারও কাটিগড়া, বড়খলা এবং উধারবন্দের পর শিলচর আসনের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে একেবারে শেষে। যাতে করে, পরিস্থিতি বিগড়ালেও অন্যান্য আসনের ফলাফল পর্যালোচনা আটকে না যায়। দলীয় সূত্রটির বয়ান অনুযায়ী, পর্যালোচনা পর্বে শিলচর এবং সোনাই তো বটেই, অন্যান্য আসনেও অন্তর্ঘাতের বহু অভিযোগ উঠে আসতে পারে। খবর অনুযায়ী, প্রার্থীদের কয়েকজন এনিয়ে ইতোমধ্যে অন্তর্ঘাতকারীদের নামের তালিকা তৈরি করে পর্যবেক্ষকদের কাছে তুলে ধরার জন্য কোমর কষে প্রস্তুত হচ্ছেন। কয়েকজন প্রার্থীর তৈরি করা তালিকায় জেলা কমিটির কারো কারো নামও রয়েছে বলে জানা গেছে। সব মিলিয়ে মঙ্গল ও বুধবার পর্যালোচনা সভাকে ঘিরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবন সরগরম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

জমি নিয়ে উত্তেজনা রাতাবাড়িতে

ঘটনাস্থলে উপস্থিত নাজমুল হক, হেলাল উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, রাজীব হোসেন, বখতিয়ার হোসেন ও সাজিদ আহমদের বিরুদ্ধে কমিশন টিমের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় কমিশন টিম নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হয় বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অতীতেও এলাকায় জমি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, জমি সংক্রান্ত বিরোধের মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। ফলে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর করবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ আদালতে এখনও প্রমাণিত হয়নি।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে শিলচরে

মানুষের অংশগ্রহণে র‍্যালিগুলি তামাক বর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জনসাধারণের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়।

সচেতনতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে জেলার তিনটি হাইস্কুলে তামাকবিরোধী প্রচারসভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন, ২০০৩ এবং টোব্যাকো ফ্রি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন কর্মসূচির আওতায় টোফি মডেল স্কুল সহ তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'ইয়েলো লাইন' চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে তামাকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এস এম দেব সিভিল হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় টোব্যাকো-ফ্রি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন (টোফেই) এবং সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য আইন (কোটপা), ২০০৩ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রায় ৩০ জন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এতে অংশ নেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর করা এবং শিক্ষাঙ্গনকে সম্পূর্ণ তামাকমুক্ত রাখার নানা দিক নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অন্যদিকে কোটপা, ২০০৩-এর আওতায় শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক আইন প্রয়োগমূলক অভিযানও চালানো হয়। জেলা প্রশাসন, শিলচর পুর নিগম, জেলা স্বাস্থ্য সমিতি, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ কোষের আধিকারিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত ওই অভিযানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের ঘটনা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে আয়োজিত বিশেষ সচেতনতামূলক সভায় মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডাঃ ইন্দ্রনীল সিনহা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা তামাক সেবনের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেন। তামাকজনিত রোগ প্রতিরোধে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার উপরও তাঁরা জোর দেন।

দিবসটি উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। রোগী কল্যাণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায় এই উদ্যোগেও। আয়োজকদের বক্তব্য, শুধু এক দিনের কর্মসূচিতে নয়, আগামী দিনেও তামাকবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আরও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং একটি সুস্থ ও তামাকমুক্ত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সমগ্র কর্মসূচির সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন শিলচর ক্যান্সার সেন্টারের জোনাল কো অর্ডিনেটর অভিজিৎ ভট্টাচার্য।

কাদাজলে বন্দি ঈশানছড়ার জনজীবন

বয়ে যায়, কিন্তু ভোট মিটলেই সেই চেনা অন্ধকার আর কাদাময় রাস্তাটাই রয়ে যায় ভবিতব্য হিসেবে। আজ পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সংস্কারের আলো এসে পৌঁছায়নি এই জনপদে।

এই যোগাযোগহীনতার সবচেয়ে বড় মাশুল গুনতে হচ্ছে গ্রামের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার আনন্দকে মাটি করে দেয় রাস্তার নোংরা কাদা আর জল। অনেক সময় পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক রূপ নেয় যে, বই-খাতা বগলে নিয়ে মাঝরাস্তা থেকেই বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয় খুদেদের, যা তাদের শিক্ষার অধিকারের ওপর এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে। অন্যদিকে গ্রামের প্রবীণদের চোখেমুখে এখন শুধুই হতাশার ছাপ। তাঁদের আক্ষেপ, দেশ স্বাধীনতার এতগুলো বছর পার করে ফেললেও, একটা জুতসই রাস্তার জন্য তাঁদের এখনও প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে। এই চরম অব্যবস্থার প্রভাব পড়ছে এলাকার অর্থনীতিতেও। কৃষিনির্ভর এই গ্রামের মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে ফসল ফলালেও তা সময়মতো বাজারে তুলতে পারেন না। কর্দমাক্ত পথ পেরিয়ে বাজারে পণ্য নিয়ে যাওয়ার পরিবহন খরচ যেমন আকাশছোঁয়া, তেমনই সময়মতো পৌঁছাতে না পারায় নষ্ট হচ্ছে উৎপাদিত ফসল। ফলে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতিনিয়ত আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন প্রান্তিক কৃষকেরা।

তবে সবচেয়ে অমানবিক দৃশ্যটি ফুটে ওঠে যখন গ্রামের কোনও মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেহাল রাস্তার কারণে গ্রামের ভেতরে কোনও অ্যাম্বুলেন্স বা জরুরি গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে প্রসবকালীন যন্ত্রণায় ছটফট করা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কিংবা মরণাপন্ন বৃদ্ধকে খাটিয়ায় শুইয়ে, কাঁধে করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মূল সড়কে নিয়ে যেতে হয়। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনেক সময় রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে, এমনকি পথেই অনেকের প্রাণসংশয় দেখা দেয়। গ্রামবাসীদের স্পষ্ট কথা, রাস্তা কেবল যাতায়াতের মাধ্যম নয়, এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডটাই আজ প্রশাসনের উদাসীনতায় ভেঙে পড়েছে। তাই ক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত ঈশানছড়াবাসী এখন আর কোনও ফাঁকা প্রতিশ্রুতি শুনতে চান না। প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে তাঁদের একটাই জোরালো দাবি, অবিলম্বে এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে একটি পাকা ও টেকসই রাস্তা নির্মাণ করা হোক। প্রশাসন কতদিনে এই দীর্ঘদিনের জনদুর্ভোগের অবসান ঘটিয়ে ঈশানছড়াকে উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনে, এখন সেটাই দেখার।

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হজ

সিস্টেম, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রিয়েল-টাইম জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের চলাচল সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া হজ মৌসুমে শতাধিক হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মেডিক্যাল ইউনিটের মাধ্যমে হাজিদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হয়। তীব্র গরমের প্রভাব মোকাবিলায় অতিরিক্ত ছায়াযুক্ত স্থান, কুলিং স্টেশন, বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

হজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা আরাফাতে অবস্থান, মুযদালিফায় রাত্রিযাপন এবং জামারাতে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের কার্যক্রম শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পবিত্র কাবা শরিফকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ ও সাঈ সম্পাদনেও কোনও বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটেনি।

হজ সম্পন্নের পর ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশের হজযাত্রীরা নিজ নিজ দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে যেসব হাজির মদিনা সফর বাকি রয়েছে, তারা পর্যায়ক্রমে পবিত্র মদিনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। সেখানে তারা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত সহ বিভিন্ন ইবাদতে অংশ নেবেন। এবারের হজে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের হাজিরা সৌদি আরবের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও সেবার মানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমের এ বিশাল কর্মযজ্ঞকে সফলভাবে পরিচালনা করা নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ প্রশাসনিক সক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

আধ্যাত্মিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ত্যাগের অনন্য বার্তা নিয়ে শেষ হলো হজ ১৪৪৭ হিজরি। একই পোশাকে, একই উদ্দেশ্যে, একই প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত লাখো হুজ্জাজে কেরামের এই মহামিলন আবারও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

'পোস্টকার্ড অভিযান' ইয়াসির

বলে সংগঠনটি মনে করে। চলমান হাইকোর্ট বেঞ্চ ডিমান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গণসমর্থনের বার্তা পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

পোস্টকার্ড অভিযান সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইয়াসি কেন্দ্রীয় কমিটি সাতজন আহ্বায়ককে দায়িত্ব প্রদান করেছে। তাঁরা হলেন শিবুচন্দ্র দাস (বড়খলা), মান্না কর্মকার (উধারবন্দ), সাহিন আখতার মজুমদার (শিলচর), অনুপ রায় (ধলাই), জয় নারায়ণ সিং (লক্ষীপুর), বাবুল আহমদ (সোনাই) এবং সামসুল ইসলাম (কাটিগড়া)। ইয়াসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিপুল সংখ্যক পোস্টকার্ড প্রেরণের মাধ্যমে বরাকবাসীর গণ-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা হবে এবং দ্রুত হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপনের দাবিকে আরও জোরালো করা হবে।

ভারতমালা প্রকল্প ভূ-মাফিয়াদের কবলে, গণ অভিযোগ স্থানীয়দের

বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন মহিলারা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটিগড়া, ৩১ মে : ভারতমালা প্রকল্পের চার লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণে জমির মালিকদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ভূ-মাফিয়াদের ছলচাতুরিতে বিভাগীয় কর্তাদের ম্যানেজ করে, দফায় দোফায় মাপযোগ কেন? এমন প্রশ্ন কাটিগড়ার সর্বত্র ঘোরপাক খাচ্ছে। আলাইনমেন্ট পরিবর্তন কোনও অবস্থাতেই মেনে নেবেন না জমির মালিকরা। এমন জোরালো দাবি কাটিগড়ার তেলিটিকর ও করইকান্দি বৃহৎ এলাকার জমির মালিকদের। ভুক্তভোগীদের কথায় নতুন করে অ্যালাইনমেন্ট নিতে আজ এলাকায় পৌঁছায় বিশাল পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী, এনএইচআইডিসিএল এবং কাটিগড়া সার্কল অফিসারের একটি বিশেষ দলও। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ, করইকান্দি এলাকার একটি অসাধু ভূ-মাফিয়া চক্র দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করার চক্রান্ত করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা খালি জমিতে রাতারাতি ফসলের চারা রোপণ করেছে এবং অবৈধভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে। অথচ এলাকার প্রকৃত ভূমি মালিকরা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে স্বেচ্ছায় নিজেদের জমি ত্যাগ করতে প্রায় চার বছর আগে রাজি হন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে ইতোমধ্যেই এলাকায় দুই দফায় জমি মাপযোগের কাজ সম্পন্ন হয়ে ভারতমালা প্রকল্প সড়ক নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু হঠাৎ করে ২০২৬ সালের প্রায় মাঝামাঝি রহস্যজনকভাবে তৃতীয়বারের জন্য নতুন করে মাপযোগ শুরু হয়। গণদাবি, যদি তৃতীয় দফার নতুন মাপযোগ অনুযায়ী চার লেনের সড়ক নির্মাণ করা হয়, তবে বহু নেহাত গরিব, দিনমজুর বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না। ভিটে মাটিই তাদের সম্বল। বাড়িঘর ভেঙে ফেললে কচিকাঁচাদের নিয়ে আশ্রয় নেবে কোথায়? দফায় দফায় মাপযোগ করে অসহায় সর্বহারাদের বিপন্ন করার মূলে বা গোটা বিষয়টির পেছনে ওই গ্রামেরই 'লস্কর' পদবীধারী দুই যুবকের হাত রয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমের কাছে সরাসরি অভিযোগ তোলেন উভয় সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগী জনগণ। তারা জোরগলায় দাবি করে বলেন, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই দুই যুবক এনএইচআইডিসিএল ও জেলা প্রশাসনকে ভুল বুঝিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করাচ্ছেন। প্রশাসনের এই দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে এখন তীব্র ক্ষোভে ফুঁসছেন তেলিটিকর ও করইকান্দির বৃহৎ এলাকার মানুষ। তাদের বাড়িঘর ভাঙলে তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন সর্বসাধারণ। সরেজমিন তদন্ত করে গণ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ সহ অসহায় সর্বহারা মানুষদের বাঁচার সুযোগ করে দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও জেলার বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ ও সুদৃষ্টি কামনা করেন ভুক্তভোগী জনগণ। উল্লেখ্য, মাপজোক এবং পিলারিংয়ের কাজ প্রায় সম্পন্ন করা হয়। নতুন পদক্ষেপে ভূ-মাফিয়াদের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে। তবে অধিকাংশ পরিবারের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র অসন্তোষ। ফলে বিভিন্ন জমি বিতর্কের অবসান ঘটার পরিবর্তে নতুন করে বিতর্কের আগুন জ্বলে উঠেছে বলে পুরোপুরি ধারণা বিভিন্ন মহলের বিশেষ করে সচেতন মহলে। ভারতমালা প্রকল্পের আওতায় নির্মীয়মাণ চারলেন জাতীয় সড়ক উত্তরপূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের মধ্যে দ্রুত ও আধুনিক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও তেলিটিকর ও করইকান্দি এলাকায় জমি অধিগ্রহণ কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে আইনি ও সামাজিক জটিলতা দেখা দেয়। এর জেরে প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থমকে দাঁড়ায় এবং কয়েক বছর ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে থাকে। শনিবার সকাল থেকে দিনভর করইকান্দি এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। কাটিগড়া সার্কল অফিসার, ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা এলাকা কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয় যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। স্থানীয় সচেতন মহল জানান, ২০২৩ সালে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে গতিপথ নির্ধারণ করে জমি জরিপ করা হয়েছিল। শনিবারের মাপজোকে সেই রুটের পরিবর্তে নতুন আরেকটি গতিপথ চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন এই রুট অনুযায়ী পিলারিংয়ের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের চূড়ান্ত গতিপথ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এলাকার জমির মালিকদের অভিযোগ ২০২৩ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জমির মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং জমির বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে যে রুট নির্ধারণ করেছিল, সেটি ছিল যুক্তিযুক্ত গ্রহণযোগ্য। তাদের বক্তব্য এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে তারা নিজেদের পাট্টার জমি ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন। তবে সেই জমির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ সরকারকে প্রদান করতে হবে। তাদের মতে পূর্বে নির্ধারিত রুট পরিবর্তনের ফলে নতুন করে বহু মানুষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এতে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি হবে। জমির মালিকরা ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই। বরং ভারতমালা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হোক, সেটাই চাই। কিন্তু প্রশাসন আগে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে আবার তা পরিবর্তন করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ২০২৩ সালে যে রুট চূড়ান্ত করা হয়েছিল সেই রুটেই কাজ হওয়া উচিত। এ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এলাকার মধ্যে মত পার্থক্য ও চাপা উত্তেজনা বহাল রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে ভারতমালা প্রকল্পের অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ভূমির অধিকার ক্ষতিপূরণ, পরিবেশ এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করইকান্দি ও তেলিটিকরের ঘটনাও সেই বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এদিকে, উন্নয়নের স্বার্থে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি। জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে স্থানীয় জনগণের।

'হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ' শেষপর্বে নজরুল স্মরণসন্ধ্যা

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের এক মুহূর্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : 'হৃদয়ের রবীন্দ্রনাথ চেতনায় উনিশ' শীর্ষক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ আয়োজিত কর্মসূচির শেষ পর্বে শনিবার শিলচরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহে নজরুল স্মৃতিতর্পণে এখানকার নজরুল প্রেমীদের সমাগম ছিল উল্লেখ করার মতো। এদিন সন্ধ্যায় নৃত্যগীত ও কবিতায় নজরুল ইসলামকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট শিল্পীরা। নজরুলের কালজয়ী গান ও কবিতা পরিবেশনের পাশাপাশি তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্মের ওপর আলোকপাত করা হয় এই আসরে।

এরমধ্যে আকর্ষণীয় বিষয় হলো, নজরুল সম্মাননা ২০২৬। এবার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচরের পক্ষ থেকে মরণোত্তর এই সম্মান প্রদান করা হয় প্রয়াত ধীরেন্দ্রলাল নাথকে। সম্মাননা জ্ঞাপন করেন মঞ্চের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাশ, দুই সহ-সভাপতি মনোজকান্তি দেব ও সুবীর ভট্টাচার্য। ধীরেন্দ্রলাল নাথের হয়ে সম্মাননা গ্রহণ করেন বিপ্লব দেব।

এই সন্ধ্যার নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের, 'হৃদয়ের রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ' শীর্ষক মাসাধিক কালব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অজয়কুমার রায়ের তরফে জানানো হয়, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তকে বুকে ধরে উনিশের ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। আর এরই সফল সমাপ্তি হয় এদিন।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে শিলচরে সচেতনতা কর্মসূচি, তামাকমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটাখাল, ৩১ মে : বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে শিলচর ক্যান্সার সেন্টার ও কাছাড় জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের যৌথ উদ্যোগে শিলচর জুড়ে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ শিবির এবং তদারকি অভিযান পরিচালিত হয়। তামাকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। দিবসটি উপলক্ষে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত শিলচর ক্যান্সার সেন্টার এবং এস এম দেব সিভিল হাসপাতাল থেকে পৃথক সচেতনতা র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং তামাক বর্জনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এছাড়া জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তামাকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। 'সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্য আইন, ২০০৩' এবং 'তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' TOFEI কর্মসূচির আওতায় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'হলুদ রেখা' চিহ্নিতকরণের কাজও শুরু করা হয়, যাতে বিদ্যালয় চত্বরকে তামাকমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

এস এম দেব সিভিল হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় ৩০ জন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত রাখার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিকে, শিলচরের বিভিন্ন এলাকায় এই আইনের আওতায় বিশেষ তদারকি ও আইন প্রয়োগ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে জেলা প্রশাসন, শিলচর পুরনিগম, জেলা স্বাস্থ্য সমিতি এবং জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কর্মকর্তারা অংশ নেন। শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে আয়োজিত এক বিশেষ সংবেদনশীলতা সভায় মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডাঃ ইন্দ্রনীল সিনহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসক তামাক সেবনের ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা করেন। একইসঙ্গে তামাকজনিত রোগ প্রতিরোধে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সম্মিলিত ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং শিলচর ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণও করা হয়। সমগ্র কর্মসূচির সমন্বয় করেন শিলচর ক্যান্সার সেন্টারের জোনাল কো-অর্ডিনেটর অভিজিৎ ভট্টাচার্য। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তামাকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সচেতনতা কর্মসূচিতে উপস্থিত সরকারি আধিকারিকরা।

গ্রামীণ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কদমতলায় বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত

এস এম জাহির আব্বাস

কটামণি, ৩১ মে : উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের উদ্যোগে গ্রামীণ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শনিবার বড়গোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও জনসেবামূলক উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের পথে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে কর্মসূচিগুলির শুভ সূচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনি চন্দ্রন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা ব্লকের বিডিও উৎপল দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহিররঞ্জন নাথ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ দেব সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক চাঁদনি চন্দ্রন বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটি 'সুস্বাস্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েত'-এ পরিণত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, শিশুদের পুষ্টির মান উন্নয়নে সাপ্তাহিক শিশু পুষ্টি কর্মসূচি, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিমা শিবির, নারীদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'বীরাঙ্গনা নারী শক্তি' প্রকল্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি এবং পশুপালকদের সুবিধার্থে 'পশু মিত্র সেবা' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। জেলাশাসক আরও বলেন, সরকারের এই জনমুখী উদ্যোগগুলির সফল বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সকলকে এই কর্মসূচিগুলির সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের এবং সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিন কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে এলাকার বহু মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি চোখের বিভিন্ন সমস্যার প্রাথমিক পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত মানুষদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত বিষয়েও সচেতন করেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এলাকার মানুষের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় না, বরং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে প্রশাসনের এই উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়িত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী ক্ষমতায়ন এবং পশুসম্পদ উন্নয়নকে একসঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে গৃহীত এই কর্মসূচিগুলি গ্রামীণ সমাজের জীবনমান উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দেশের শীর্ষ ২০০-তে! এনপিটিইএল-স্বয়মে চমকপ্রদ সাফল্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম এনপিটিইএল-এর স্বয়ম কর্মসূচিতে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৬ সালের জানুয়ারি-জুন সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনপিটিইএল-স্বয়ম লোকাল চ্যাপ্টার প্রথমবারের মতো দেশের শীর্ষ ২০০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় স্থান দখল করে 'এএ রেটিং' অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সুত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে এনপিটিইএল লোকাল চ্যাপ্টার চালু হওয়ার পর এই প্রথম আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্যাদাপূর্ণ সাফল্য অর্জন করল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এর আগে শুধু নেরিস্ট ও তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। নেরিস্ট ২০২৪ ও ২০২৫ সালে এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৫ ও ২০২৬ সালে শীর্ষ ২০০-র তালিকায় স্থান পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ম- এনপিটিইএল লোকাল চ্যাপ্টারের সমন্বয়কারী অধ্যাপক প্রদীপ্ত দাস জানান, এই সাফল্যের পেছনে উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ ও আইকিউএসি'র পরিচালক অধ্যাপক পীযূষ পাণ্ডের সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অনুষদের ডিনদের সহযোগিতার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই অর্জনের ফলে জাতীয় স্তরে অনলাইন শিক্ষার ক্ষেত্রে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে শিক্ষামহলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এনপিটিইএল কোর্সে ধারাবাহিক সাফল্যের ফলেই এই স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মিতব্যয়ী হয়ে পড়ার খরচ জোগাড় করার আহ্বান সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ৩১ মে : এখন প্রতিযোগিতার সময়, শুধু পুঁথিগত বিদ্যা পর্যাপ্ত নয়। বইয়ের বাইরেও অনেক শিক্ষা রয়েছে। বহুমুখী পড়াশোনা না করলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এখন বেশ জরুরি। প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করতে হলে শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে হবে। সঙ্গে অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। পড়াশোনায় ছেলে মেয়েদের অর্থের জোগান ধরতে অভিভাবকের মিতব্যয়ী হতে হবে। আজ রবিবার লক্ষীপুরের সাপরময়না গ্রামে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লিখিত কথাগুলো বলেন বিভিন্ন বক্তা। পাঙাল লাঙলেইলুপ সাপরময়না চিরিপার নামের অরাজনৈতিক সংগঠন এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে মেধাবী ছাত্রছাত্রী, ডাক্তার, ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ও পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পাঙাল লাঙলেইলুপ সংগঠনের পক্ষ থেকে এবছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৪০ জন ছাত্রছাত্রী, পাঁচ জন খেলোয়াড়, দু'জন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার, দু'জন ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনকারীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সংবর্ধিতেরা সাপরময়না ও চিরিপার এলাকার। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মান্নান। সভায় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোহাম্মদ আজাদ চৌধুরী বলেন ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রেরণা দিতে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং যারা পড়াশোনা করছে তাদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে পাঙাল লাঙলেইলুপ সংগঠনের পক্ষ থেকে। সভায় বক্তব্য রাখেন ড. জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, মণিপুরি মুসলিম ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অসমের মুখ্য উপদেষ্টা মহিবুর রহমান খান, প্রাক্তন মেজর আব্দুল রেজ্জাক, কবি সাহিত্যিক আব্দুল হামিদ, ধনেশ্বর সিং প্রমুখ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বক্তা ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন। অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষা ছাড়া কোনও গতি নেই, একমাত্র শিক্ষাই একটা পরিবারকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে। ব্যয় কমিয়ে মিতব্যয়ী হয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করার পরামর্শ দেন প্রত্যেক বক্তা।

উপযুক্ত শিক্ষায় একটা জাতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। শিক্ষা ছাড়া একটা জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে। পাঙাল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে অভিভাবদের আরও সচেতন হতে আহ্বান জানানো হয়। ৪০ ছাত্রছাত্রী, পাঁচজন খেলোয়াড় ছাড়াও দু'জন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী যথাক্রমে ড. জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী, ড. টিএম নাজিরা বেগম এবং দু'জন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার যথাক্রমে ফৈজুল হক ও সাহিদা নার্গিসকে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, ড. টি এম নাজিরা বেগম বর্তমানে স্কুল শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী প্রয়াত চাউবা মিয়া। একজন স্বামীহীন মহিলা হয়েও ছেলেমেয়েদের ডাক্তারি পড়াচ্ছেন, নিজে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এই মহিলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই। শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ধামাইলের সুরে মুখর বাজারিছড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ৩১ মে : বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন, মাটির গন্ধমাখা ঐতিহ্য আর শেকড়ের আবেগে মুখর হয়ে উঠেছিল বাজারিছড়া। সাধক কবি রাধারমণ দত্তের অমর স্মৃতিকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে ধামাইল উন্নয়ন মঞ্চ, বাজারিছড়ার উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হলো 'ধামাইল দিবস ২০২৬'। ধামাইলের সুর, নৃত্যের ছন্দ, শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানস্থল যেন পরিণত হয়েছিল এক প্রাণের মিলনমেলায়। লোক ঐতিহ্যের এই অনন্য মহোৎসব শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল না, এটি ছিল বাংলার শেকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার এক অসাধারণ প্রয়াস। ধামাইলের প্রতিটি সুরে যেন ভেসে উঠেছিল বাংলার গ্রামীণ জীবন, ভালোবাসা, আবেগ ও ঐতিহ্যের হাজার বছরের গল্প। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সাধক কবি ও ধামাইলের প্রবর্তক রাধারমণ দত্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও দর্শকদের মধ্যে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রাধারমণের সৃষ্টি ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ধামাইল শিল্পীরা পরিবেশন করেন মনোমুগ্ধকর ধামাইল সংগীত।

এরপর শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক পর্ব। ধামাইল সংগীত, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, একক পরিবেশনা এবং দলীয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনায় পুরো অনুষ্ঠানস্থল হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর। দর্শকদের করতালি, উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসায় শিল্পীরা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ কর পুরকায়স্থ, অমিতাভ দে, মিঠুন কান্তি রায়, সুচরিত পাল, শংকর দেবনাথ, অনুপ দে, গৌতম সিংহ এবং স্বপন দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধামাইল উন্নয়ন মঞ্চের সমরজিৎ দাস, প্রণত চন্দ, সুস্মিতা নাগ সরকার, মিলি ধর, রিয়া দেব, অজয় দাস, অনিক দাস, জ্যোতিস্মান দাস, জয় দাস, বিশ্ব চন্দ, সানি দাস, দেবস্মিতা নাগ, সুইটি নাগ, দিয়া দাস, মোহর পাল চৌধুরী সহ আরও অনেক সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ। সভায় বক্তারা রাধারমণ দত্তের অসামান্য অবদান এবং ধামাইল সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, আধুনিকতার এই যুগে লোকসংস্কৃতি অনেকাংশে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে ধামাইলসহ বাংলার লোক ঐতিহ্যকে পৌঁছে দিতে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী। বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, ধামাইল শুধু একটি গান বা নৃত্য নয়, এটি বাংলার মানুষের জীবনবোধ, সামাজিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধামাইল সংগীত ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য শ্রীমতী সঞ্চিতা শুক্লবৈদ্য মহাশয়াকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান। তাঁর দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক অবদানকে সম্মান জানিয়ে অতিথিবৃন্দ তাঁকে সম্মাননাপত্র তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুজয় পাল এবং পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রদীপ দেবনাথ ও দীপক শুক্লবৈদ্য। তাঁদের দক্ষ পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি আরও সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এদিন শুধু স্থানীয় শিল্পীরাই নন, বদরপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও বহু শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে মোট ৮টি ধামাইল দল অংশগ্রহণ করে এবং ৬ জন শিল্পী একক নৃত্য ও একক ধামাইল সংগীত পরিবেশন করেন। প্রতিটি পরিবেশনাই দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং অনুষ্ঠানে যোগ করে ভিন্নমাত্রার সৌন্দর্য।

দিনশেষে ধামাইলের সুর, লোক ঐতিহ্যের আবেগ আর সংস্কৃতির বন্ধনে পুরো অনুষ্ঠানটি এক অপূর্ব মিলনমেলায় পরিণত হয়। শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা, দর্শকদের ভালোবাসা এবং ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের গভীর অনুরাগে চারপাশ হয়ে ওঠে মুখরিত। ধামাইল উন্নয়ন মঞ্চের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শুধু একটি উৎসব আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এটি নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে লোকসংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা, গর্ব ও সচেতনতার বীজ বপন করেছে। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আয়োজকরা ধামাইলের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লোকসংস্কৃতির বিকাশ এবং আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে 'ধামাইল দিবস' উদযাপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উপস্থিত অতিথি, শিল্পী ও দর্শকদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় 'ধামাইল দিবস ২০২৬'-এর এই বর্ণাঢ্য ও স্মরণীয় মহোৎসবের।

অনুষ্ঠানে শংসাপত্র সহ বিজয়ীরা।

হাইলাকান্দিতে দিব্যাঙ্গ সনাক্তকরণ শিবিরে ব্যাপক সাড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ৩১ মে : দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন সরকারি সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে হাইলাকান্দি শহরের এসএস কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশেষ দিব্যাঙ্গ সনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এমর্মে রবিবার গুয়াহাটি স্থিত ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় এবং অধিকার মন্ত্রকের অন্তর্গত সংযোজিত ক্ষেত্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন,পুনর্বাসন এবং দিব্যাঙ্গজন সাবলম্বীকরণ কেন্দ্র (সিআরসি) এর উদ্যোগে এবং সর্বভারতীয় দিব্যাঙ্গ জন সহকারী সামাজিক সংগঠন সক্ষমের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে শিবিরের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সিআরসি সঞ্চালক ড. লানু ওয়ানবয় আইমুল। শিবিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছয় শতাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। হাইলাকান্দির এসকে রায় সিভিল হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দিব্যাঙ্গতা সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁদের সবাইকে সম্মান জানানো হয়।

এছাড়াও, শিবির চলাকালীন দুই শতাধিক নতুন আবেদনকারী ইউনিক ডিজঅ্যাবিলিটি আইডি কার্ডের জন্য আবেদন জমা দেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, আগামীতে এই কার্ডের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সুবিধা সহজে লাভ করতে পারবেন। আয়োজক সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান, সমাজের মূল স্রোতে দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের জন্য সরকারি পরিষেবাগুলির প্রাপ্তি সহজতর করাই এই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য। শিবিরে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কর্মসূচির সাফল্যকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। এদিন সিআরসির পক্ষে রাজ কমল পাণ্ডে ও দীপক আইচ সহ সক্ষমের প্রাক্তন জেলা সভাপতি শংকর চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্র নাথ, সন্দীপ দাস, অসীম দে, প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার অরুন দাস ছাড়াও এসএস কলেজের এনএসএস সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এদিকে, সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী পুরনো ইউডিআইডি কার্ডধারীরা আগামী দিনে সহায়ক সামগ্রী পাবেন এবং নতুন করে ইউডিআইডি আবেদনকারীদের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সহায়ক সামগ্রীর জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে সিআরসি সঞ্চালক জানান।

প্রধানমন্ত্রী ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের জন্য বিজেপির ভোট বেড়েছে : রূপম সাহা

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিজেপি জেলা সভাপতি রূপম সাহা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৩১ মে : প্রধানমন্ত্রী মনকি বাত অনুষ্ঠানে জনসাধারণের উপস্থিতি ও সক্রিয়তার জন্য সদ্য সমাপ্ত রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বেড়েছে। মে মাসের শেষ রবিবার হিসেবে ৩১ মে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৩৪ তম মনকি বাত অনুষ্ঠানে ধলাই বিধানসভা সমষ্ঠির পালংঘাট ব্লকের কৃষ্ণপুর গঙ্গানগর জিপির ২১৪ নম্বর বুথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বলেন বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি রূপম সাহা। তিনি বলেন, এবার ধলাইতে প্রায় ৪৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী অমিয়কান্তি দাশ জয়ী হয়েছেন। কিন্তু অনেকে ভেবেছিলেন ব্যবধান ২০ বা ২৫ হাজার হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতি মাসের শেষ রবিবার মনকি বাত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আর সব অনুষ্ঠানে জনসাধারণ ও দলীয় কর্মীদের সক্রিয় উপস্থিত আজ বিজেপির সংগঠনকে মজবুত করেছে। রূপম সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মনকি বাত অনুষ্ঠান হচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে, মানুষের মনের কথা তুলে ধরা। এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্রীড়াবিধ, কৃষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী সকলের কথা বলেন। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দুজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলছেন। গরমের কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। আমের কথা বলেছেন। এভাবে প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছু না কিছু বিষয় তুলে ধরেন। আর এ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি, বলেন রূপম সাহা। এদিন প্রথমে ভারত মাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বন্দেমাতরম সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বুথ সভাপতি পান্নালাল দাশের সভাপতিত্বে প্রথমে সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ও পরে প্রধানমন্ত্রী মনকি বাত বেতার সম্প্রসারণ সকলে একযোগে শোনেন। শেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গানগর জিপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভানেত্রী কৃষ্ণা দাশ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সভাপতি শৈলেন্দ্র চন্দ্র দাশ, পাচুগোপাল দাশ প্রমুখ।

বদরপুর ইন্টার স্কুল এগজ্যামিনেশন বোর্ডের নতুন কমিটি গঠন

সাময়িক প্রসঙ্গ, বদরপুর, ৩১ মে : বদরপুর ইন্টার স্কুল এগজ্যামিনেশন বোর্ডের (BISEB) শূন্য সভাপতি পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ৩০ মে, বদরপুরের শাহ বদরুদ্দিন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীগৌরী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের একাডেমিক ইন-চার্জ রবিজিৎ রায়কে সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সভায় তাঁর নাম প্রস্তাব করেন বদরপুর গার্লস হাই স্কুলের (পশ্চিম) প্রধান শিক্ষক আব্দুল মালিক এবং তা সমর্থন করেন মালুয়া পাবলিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সলমান আহমেদ। সভাপতি নির্বাচনের পাশাপাশি বোর্ডের একটি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে কার্যকরি সভাপতি হিসেবে কিশোরকান্তি নাথ এবং সহ-সভাপতি হিসেবে রেহান উদ্দিন ও নবেন্দু ভূষণ শীল দায়িত্ব পেয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আব্দুল বাছিত সদিওলকে, যৌথ সম্পাদক হিসেবে সঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং সহকারী সম্পাদক হিসেবে আব্দুল মালিক ও বাহা উদ্দিন আহমদ নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া সলমান আহমদকে প্রচার সম্পাদক এবং গৌরাঙ্গ কুমার দাস, জাহির আহমদ চৌধুরী, বৈশালী দে, বাহার উদ্দিন চৌধুরী, সাদ উদ্দিন, হুসেন আহমদ, সামাদুজ্জামান খান, সিদ্ধুজা দাস, এমাদুল ইসলাম চৌধুরী ও প্রীতম ঈশকে কার্যনির্বাহী সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সভায় একটি মডারেশন কমিটিও গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ইংরেজি বিষয়ে নন্দিতা ভট্টাচার্য, বাংলায় প্রীতম নাথ, সাধারণ গণিতে ফকরুল ইসলাম মজুমদার, সাধারণ বিজ্ঞানে সোমা পাল কর্মকার ও সেলিম আহমদ খান এবং সমাজবিজ্ঞানে কালাম উদ্দিনকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন এই শক্তিশালী কমিটি বদরপুর অঞ্চলের স্কুল শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপণায় আরও স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলে আশাপ্রকাশ করেছেন।

ছবিলাল লুহারকে পালংঘাট ডুগরুবস্তি শিবদুর্গা ক্লাবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাময়িক প্রসঙ্গ, আমড়াঘাট, ৩১ মে : রুকনি চা বাগানের বাসিন্দা বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি তথা পালংঘাট ডুগরুবস্তি শিবদুর্গা ক্লাবের কার্যকরি কমিটির আহ্বাহক সদ্য প্রয়াত ছবিলাল লুহারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক প্রদান করেছে পালংঘাট ডুগরুবস্তি শিবদুর্গা ক্লাব। গত ২৫ মে বাড়িতে অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হন ছবিলাল লুহার। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। এ অবস্থায় রবিবার প্রয়াতের রুকনি চা বাগানের বাড়িতে উপস্থিত হন শিবদুর্গা ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি লালন প্রসাদ গোয়ালা, রুকনি জিপির প্রাক্তন এপি সদস্য দীনেশ রবিদাস, রামদাস গোয়ালা, জয়প্রকাশ গোয়ালা, সৌরভ গোয়ালা, বাগান পঞ্চায়েত বাবুলাল মাল প্রমুখ। তাঁরা প্রয়াত ছবিলাল লুহারের মা রাধিকা লুহার, মেয়ে অনুরাধা লুহার, অঙ্কিতা লুহার সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্মারক তুলে দেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লালনপ্রসাদ গোয়ালা বলেন, ডুগরুবস্তি শিবদুর্গা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়াত ছবিলাল লুহার ক্লাবের কার্যকরি কমিটির আহ্বাহক ছিলেন। তিনি গত ২৫ মে প্রয়াত হয়েছেন। স্ত্রী, দুই মেয়ে, বৃদ্ধা মা, চার ভাই রেখে মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। যা বেদনাদায়ক ও শোকাকুল ঘটনা। তিনি আরও বলেন, প্রয়াত ছবিলাল লুহার শিবদুর্গা ক্লাবের উত্তরণে বিরাট ভূমিকা পালন করে গেছেন। ক্লাবের বিভিন্ন জনসেবামূলক অনুষ্ঠান তিনি পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে চক্ষু পরীক্ষা শিবির পরিচালনায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন সচেতনতামূলক পথনাটক, কৌতুক অভিনয় করে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রশংসনীয় অবদান রেখে গেছেন প্রয়াত ছবিলাল লুহার। এককথায় তাঁর প্রয়াণে ক্লাব ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন লালন প্রসাদ গোয়ালা। এদিন তিনি প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। রুকনি জিপির প্রাক্তন এপি সদস্য দীনেশ রবিদাস বলেন, প্রয়াত ছবিলাল লুহার একজন ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তাঁরা প্রয়াণে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

রাবার বাগান লিজ দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগ, নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

সাময়িক প্রসঙ্গ, রাতাবাড়ি, ৩১ মে : রাবার বাগান লিজ দেওয়ার নামে প্রতারণা করে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে কাজিরবাজার পলডহর জিপির ভৈরবনগর গ্রামের বাসিন্দা বদরুল হকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগীরা। জানা গেছে, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে রাতাবাড়ি এলাকার কয়েকজন যুবক একটি গ্রুপ গঠন করে রাবার বাগান লিজ নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। এ সময় ভৈরবনগর গ্রামের মকবুল আলির পুত্র বদরুল হক তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মিজোরাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে বাদুরপার এলাকার দুটি রাবার বাগান এক বছরের জন্য উপ-লিজ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আলোচনার পর চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ফোন-পে, গুগল-পে ও নগদ লেনদেনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ বদরুল হকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন সদস্যই প্রায় ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার বেশি পরিশোধ করেন। সব মিলিয়ে গ্রুপের সদস্যদের কাছ থেকে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হয়। তাঁদের দাবি, ঈদ-উল ফিতরের পরদিন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বাগানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান সেখানে অন্য লোকজন কাজ করছেন। বিষয়টি নিয়ে বদরুল হকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ।

ভুক্তভোগীরা জানান, বদরুল হকের বাড়িতে খোঁজ নিতে গেলে তাঁর পিতা মকবুল আলি নাকি জানান যে তাঁর ছেলে অপহৃত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্তোষজনক তথ্য না পাওয়ায় প্রতারিত যুবকরা আইনের দ্বারস্থ হন। এ ঘটনায় ২১ এপ্রিল ভুক্তভোগী জসিম উদ্দিন রাতাবাড়ি থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন। পরবর্তীতে ২৬ এপ্রিল সাইদুল হোসেন ও সফির উদ্দিনও পৃথক পৃথক অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু অভিযোগের এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে তাঁদের অভিযোগ। শনিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগীরা সমস্ত নথিপত্র ও লেনদেনের তথ্য তুলে ধরেন। তাঁরা দাবি করেন, ভুয়ো লিজপত্র ও বাগানের মালিকানা সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তি পরিবারের সহযোগিতায় আত্মগোপন করে আছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ভুক্তভোগীরা জেলা পুলিশ সুপার এবং রাতাবাড়ি থানার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। পাশাপাশি অভিযুক্তকে খুঁজে বের করতে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতাও চেয়েছেন তাঁরা।

হিংসাত্মক রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না : অগ্নিমিত্রা পাল

সাময়িক প্রসঙ্গ, কলকাতা, ৩১ মে : পশ্চিমবঙ্গে হিংসাত্মক রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণের বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘আজকাল আমরা যা দেখছি তা হল প্রকৃত জনরোষ, মানুষের রোষ। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস অত্যাচার, প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি এবং হিংসাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত থেকেছে। এখন যেহেতু আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, মমতা ও অভিষেক, আপনারা যদি হিংসাত্মক রাজনীতির আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন, আমরা তা কোনোভাবেই সহ্য করব না। মমতা ব্যানার্জি একবার দাবি করেছিলেন, ‘শাসকই হত্যাকারী’। আচ্ছা, জনগণ এখন তাদের চূড়ান্ত রায় দিয়েছে। আসল হত্যাকারী কোন শাসক ছিল? অভয়া কীভাবে মারা গেল? কীভাবে পনেরো বছর ধরে নারীদের ওপর প্রতিদিন নির্যাতন চালানো হয়েছিল? কামদুনি আর পার্ক স্ট্রিটের দিকে তাকান। তাদের শাসনকালে আমাদের শত শত একনিষ্ঠ দলীয় কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন আমাদের নতুন সরকারের অধীনে একমাত্র লক্ষ্য হলো সামগ্রিক উন্নয়ন। আসুন, রাজ্যের উন্নতির জন্য আমরা একটি টিম হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি এবং আমরা নিশ্চিত করব যেন সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়।’

নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভেই এই পরিণতি, অভিষেক প্রসঙ্গে সৌমিত্র

জলপাইগুড়ি, ৩১ মে : তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলা প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বললেন, তাঁদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভই এই পরিণতির কারণ। রবিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সৌমিত্র বলেন, মানুষের ওপর তাঁরা যে নৃশংসতা ও অত্যাচার করেছে, জনগণের ক্ষোভই এই পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখন তাঁর রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে হবে। সৌমিত্র আরও বলেন, এটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের বক্তব্যের ফল। অভিষেক যে ডিজে বাজানোর কথা বলছিলেন, এটা তারই ফল। এতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই।

উল্লেখ্য, শনিবার সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক। এলাকায় পৌঁছোতেই জনরোষের কবলে পড়েন তিনি। তাঁকে লক্ষ্য করে জুতো এবং ডিম ছোড়া হয়। পাথরও ছোড়েন কেউ কেউ। সঙ্গে চলে ‘চোর চোর’ স্লোগান। আঘাত থেকে বাঁচতে অভিষেক মাথায় হেলমেট পরে নিয়েছিলেন। তার পরেও ধস্তাধস্তিতে তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়।

মদন মিত্রের কামারহাটির বাড়িতে হানা পুলিশের

কলকাতা, ৩১ মে : তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের কামারহাটির বাড়িতে হানা পুলিশের। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ সেখানে তল্লাশি অভিযান চালায়। রবিবার দুপুরে পুলিশ যখন মদন মিত্রের বাড়িতে যায়, তখন সেটি তালাবন্ধ ছিল। বাড়িতে ছিলেন না মদন। তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে পুলিশ। ঘণ্টাখানেক তল্লাশির পর ফের তালাবন্ধ করে বেরিয়ে যায় তারা।

রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎ করেই বিশাল পুলিশ বাহিনী ‘উদয় ভিলা’ চত্বর ঘিরে ফেলে। প্রতিবেশীদের দাবি, এই বাড়িতে মাঝেমধ্যেই এসে থাকতেন মদন মিত্র। মদনের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, কামারহাটির বিধায়ক এদিন দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে ছিলেন। ফলে তদন্তকারীরা যখন যান সে সময় মদন মিত্র কামারহাটির বাড়িতে ছিলেন না।

আরপিএফের অভিযানে মাদক উদ্ধার, অপরাধী আটক

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ৩১ মে : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৫ ও ২৬ মে জুড়ে সমগ্র জোনে পরিচালিত ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে যাত্রী নিরাপত্তা জোরদার, অপরাধ দমন এবং রেলওয়ে চত্বরের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, ২৫ মে পরিচালিত অপরাধবিরোধী অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রমে মদ ও মাদকদ্রব্যের অবৈধ পরিবহন রোধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মিলেছে। আলিপুরদুয়ার, কাটিহার ও ডালখোলা এলাকার বিভিন্ন ট্রেন ও রেলস্টেশন থেকে দাবিহীন মদের বোতলের একাধিক চালান উদ্ধার করা হয়। একই দিনে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে পৃথক অভিযানে ১৬ কেজিরও বেশি গাঁজা জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত সামগ্রী পরবর্তী আইনি ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া, টিকিট সংক্রান্ত অনিয়ম, চুরি এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে আটক করেছে আরপিএফ। রাঙাপাড়া ও নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে পরিচালিত বিশেষ উদ্ধার অভিযানে কয়েকজন নাবালককে উদ্ধার করে শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে নিরাপদে হস্তান্তর করা হয়। ২৬ মে মানবিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে গুয়াহাটি, শিলচর, নিউ বঙাইগাঁও এবং ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশন থেকে আরও কয়েকজন নাবালককে উদ্ধার করে আরপিএফ। শিশু কল্যাণ কমিটি ও শিশু সহায়তা সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় তাদের নিরাপদ হেফাজত ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে আমিনগাঁও ইকো পার্ক এলাকায় রেলভূমিতে অননুমোদিত দখলদারিত্ব উচ্ছেদে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আরপিএফ ও রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল রেল চলাচলের নিরাপত্তা ও অবকাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনসুরক্ষামূলক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে আরপিএফের নজরদারি ও সমন্বিত অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

কাটলিছড়া চা-বাগানে নতুন নাচঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বিধায়ক মিলনের

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ৩১ মে : হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া চা-বাগানে রবিবার উৎসবমুখর পরিবেশে বৈদিক রীতিনীতি ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে একটি নতুন নাচঘরের ভূমিপূজন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হাইলাকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিলন দাস। দুপুর প্রায় ১২টায় ব্যান্ড বাজিয়ে বিধায়ককে অনুষ্ঠানস্থলে স্বাগত জানানো হয়। মূল সভাস্থলে যাওয়ার আগে তিনি ভূমিপূজনে অংশগ্রহণ করেন এবং সিমেন্ট-বালি মিশ্রিত মশলা ভিত্তিপ্রস্তরের পিলারের গোড়ায় স্থাপন করেন। পরে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মিলন দাস বলেন, বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়-এর দূরদর্শী ও জনমুখী উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন চা-বাগানে দীর্ঘদিনের ভগ্নপ্রায় নাচঘরের পরিবর্তে আধুনিক ও সুদৃশ্য নাচঘর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘কৌশিক রায়ের উদ্যোগ না থাকলে হাইলাকান্দির চা-বাগানগুলিতে এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। নাচঘর বাগানবাসীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম বাহক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ বিধায়ক জানান, প্রকল্পটির জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেত্রী আরাধনা রায়-এর প্রশংসা করে তিনি স্থানীয়দের কাজের গুণগত মানের ওপর নজর রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এটি বাগানবাসীর সম্পত্তি। কাজের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা গাফিলতি দেখা গেলে অবশ্যই জানাবেন। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বিধায়ক তহবিল থেকেও অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দেন। রাজনৈতিক বক্তব্যে মিলন দাস বলেন, গত এক দশক হাইলাকান্দিতে শাসক দলের বিধায়ক না থাকায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে। জনগণের বিপুল সমর্থনে তিনি বরাক উপত্যকার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন উল্লেখ করে আগামী পাঁচ বছরে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাটলিছড়া জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি জনজিত দাস, প্রবীণ নাগরিক ধনেশ্বর সিংহ, চা-বাগানের ম্যানেজার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাটলিছড়া মণ্ডল সভাপতি সন্দীপ পাল, বুথ সভাপতি কিশান বাকতি সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। সভা শেষে বিধায়ক সাধারণ মানুষের একাধিক লিখিত আবেদনপত্র গ্রহণ করেন এবং চা-বাগান এলাকায় দীর্ঘদিনের ড্রেনেজ সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর বিধায়ক ড. মিলন দাস।

‘হেক্সা স্বপ্ন’ সাম্বার

যুক্তরাষ্ট্রে যখন প্রথমবার ফিফা বিশ্বকাপের আসর বসে ১৯৯৪ সালে, সেইবার ব্রাজিল ২৪ বছর পর বিশ্বকাপ জেতে। আর কিছুদিন পর শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ সালের দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রে। এবার অবশ্য সহ-আয়োজক কানাডা ও মেক্সিকো। আর এবারও ব্রাজিল বিশ্বকাপে আসছে ঠিক ২৪ বছর শিরোপা শূন্য থাকার পর। যুক্তরাষ্ট্র কি ব্রাজিলের জন্য আবার সৌভাগ্য বয়ে আনবে?

বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সফলতম দল ব্রাজিল। এই পর্যন্ত দলটি পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২) বিশ্বকাপ জিতেছে এবং ১৯৭০ সালে তৃতীয়বার জয়ের পর আজীবনের জন্য বিশ্বকাপের প্রথম ট্রফি জুলে রিমে ট্রফিটি নিজেদের করে নিয়েছে। দলটি সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছিল সেই ২০০২ সালে। সে বছর জাপানের ইয়োকোহামায় রোনাল্ডো যখন জার্মানির বিপক্ষে দুটো গোল করে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে ধরলেন, পুরো ব্রাজিল রাস্তায় নেমে এসেছিল।

জোগো বনিতা বা সুন্দর ফুটবলের জন্য বিখ্যাত, ব্রাজিলের দুনিয়াব্যাপী সমর্থকেরা সেইদিন থেকে একটি পর্তুগিজ শব্দ জপে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। হেক্সা, অর্থাৎ ছয়। কিন্তু, প্রতিবারই হেক্সা মিশনে গিয়ে ব্রাজিল খালি হাতেই ফিরেছে। এবার কি দলটি পারবে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে? ব্রাজিলের জন্য বিশ্বকাপ কোনও সাধারণ ফুটবল টুর্নামেন্ট নয়। এটা তাঁদের জাতীয় পরিচয়ের অংশ, তাঁদের আত্মার প্রশ্ন। সুবিশাল এই দেশটি নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেদেশের কালো মানুষদের বংশধরদের আফ্রিকা থেকে দাস হিসেবে আনা হয়েছিল। দেশটির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল। কিন্তু, ফুটবলের মাধ্যমে সেই দেশটি বিশ্ব দরবারে নিজেদের গৌরব তুলে ধরে। পায় দারুণ এক আত্মপরিচয়। দরিদ্র ঘরের লিওনিদাস থেকে শুরু করে পেলে, গারিঞ্চা, ভাভা, সক্রেটিস, জিকো, রোমারিও, রোনাল্ডোরা ব্রাজিলের ইতিহাসের একেকটা উজ্জ্বল নাম। বস্তি বা ফাভোলা থেকে উঠে আসা ব্রাজিলীয় ফুটবল কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে, ব্রাজিলের গল্প কেবল রোমান্টিকতা আর মিথেরই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দেশটি নিজেদের ফুটবলের উন্নতি করেছে নিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। লিওনিদাস আর পেলের মতো হতদরিদ্র ঘরের সন্তানেরা ফুটবল খেলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে, আর সে ব্যাপারে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা পেয়েছে সবসময়। সেই ৫০ এর দশকের থেকেই ব্রাজিলীয়রা ফুটবলারদের উন্নয়নের জন্য কাঠামো নির্মাণ করেছে, তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। অবশ্য, ব্রাজিলের জন্য জাতীয় দুর্যোগ হয়ে আসে ১৯৫০ সালে। সেবার নিজেদের মাটিতে টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে (সেবার ফাইনাল বলে কিছু ছিল না) উরুগুয়ের সাথে ড্র করলেই দলটি প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতো। অথচ প্রায় লাখ দুয়েক দর্শকের সামনে মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল ২-১ গোলে হেরে যায়। গোটা দেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। তবে, শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আট বছর পর ব্রাজিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়। তাও সেটা ইউরোপের দেশ সুইডেনে। আর সেটাই ছিল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনও দলের ভিন্ন মহাদেশে বিশ্বকাপ জেতা। তবে, এর চেয়েও বড় অর্জন সম্ভবত ছিল আঠারো বছরের যুবক পেলের আবির্ভাব। পরের তিন আসরের দু'টিতেই চ্যাম্পিয়ান হয় পেলে, গারিঞ্চাদের দলটি। গোটা বিশ্ব ব্রাজিলের খেলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। বলা চলে যে, ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাস রোমান্টিকতা, ট্র্যাজেডির এবং দারুণভাবে ফিরে আসার। ফলে সমর্থকেরা আশা করবেন, দলটি খারাপ সময় পার করে আবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে। ইতিহাসের ফিরে ফিরে আসার মতো মারাকানা ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ২০১৪ সালে। সেবার নিজেদের মাটিতে বেলো অরিজোন্তেতে জার্মানির কাছে ৭-১ হার। ব্রাজিল ফুটবল ইতিহাসে এটা 'মিনেইরাজো' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। এর পরেরবার ২০১৮ বিশ্বকাপে নেইমারের নেতৃত্বে শক্তিশালী দল নিয়ে গিয়েও বেলজিয়ামের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায়। ২০২২ কাতারে গ্রুপ পর্যায় থেকে দুর্দান্ত শুরু, শেষ ষোলোতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ এ উড়িয়ে দেওয়া, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পেনাল্টিতে বিদায়। প্রতিবারই মনে হয়েছে এবার হবে, প্রতিবারই হয়নি। এই বারবার হতাশার একটা বড় কারণ কৌশলগত পরিপক্কতার অভাব আর মানসিক দৃঢ়তার অভাব। প্রতিভার কমতি এই দেশটির কখনোই ছিলো না। কিন্তু, ৬০ এর দশকের পেলে, গারিঞ্চারা যেভাবে বিশ্বজয় করেছিল, তা করে উঠতে পারছে না মাঠে সবাই মিলে একই তালে বেজে উঠার অভাবে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণে। আর এই সমস্যার কারণেই ব্রাজিলীয় ফুটবল ফেডারেশন নিজেদের ঐতিহ্য ভেঙে দ্বারস্থ হয়েছে এক বিদেশি কোচের। ইতালীয় কিংবদন্তি কার্লো এনচেলোত্তির। খেলোয়াড় হিসেবে যথেষ্ট সফল ছিলেন, তবে কোচ হিসেবে নিজের সময়ে সেরাদের সেরা হয়েছেন। কোচ হিসেবে ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে সম্মানজনক টুর্নামেন্ট ইউসিএল জিতেছেন পাঁচবার, যা আর কেউ তিনবারের বেশি জিততে পারেনি। এখনও পর্যন্ত একমাত্র কোচ হিসেবে ইউরোপের সেরা পাঁচটি লিগ (ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স) জিতেছেন। আর এই সফলতা পাবার পেছনের কারণ কেবল কৌশলগত দক্ষতা ও জ্ঞান নয়, বরং তিনি এমন একজন মানুষ যিনি চাপের মধ্যে শান্ত থাকতে জানেন।

প্রায় সময়ই দেখা যায় দল গভীর বিপদে, অথচ ডন কার্লো নামে পরিচিত এই ইতালীয় একদম শান্ত, নিশ্চল। অন্য অনেক কোচের মতো খেলোয়াড়দের সাথে উত্তেজনা না দেখিয়ে, চেঁচামেচি না করে কেবল হয়তো একটু চোখ নাচাচ্ছেন কিংবা গম্ভীর একটা চাহনি। বহুবার এমন হয়েছে যে, এতেই খেলোয়াড়েরা প্রতিকূলতার বিপরীতে জয় ছিনিয়ে এনেছেন। আনচেলোত্তির খেলোয়াড়েরা উদ্দীপ্ত হয় কারণ তিনি খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন। তিনি জানেন কখন কাকে বিশ্রাম দিতে হবে, কখন কাকে দিয়ে ম্যাচ পাল্টাতে হবে। ব্রাজিলের মতো একটা দলের জন্য, যেখানে অহং এবং তারকায় পরিপূর্ণ, এই মানবিক দক্ষতাটা হয়তো সবচেয়ে জরুরি। আনচেলত্তি ইতোমধ্যে সেটা দেখিয়েছেন। নেইমারকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে থিয়াগো সিলভাকে বাদ দেওয়ার সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে, তিনি আবেগের চেয়ে বিচারবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একটু বেশি বয়সিদের নিয়ে দল করায় সমালোচনার মুখোমুখি হলেও আনচেলত্তি জানেন কীভাবে ফল আদায় করে নিতে হয়। তাই এই কথা বলা যায় যে, ব্রাজিলের হেক্সা মিশনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে কার্লো আনচেলত্তি। তবে, মাঠে তো খেলতে হবে খেলোয়াড়দেরই। আনচেলোত্তির দলে সমারোহ অনেক বিশ্বসেরারই। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আলিসন বেকার। এই গোলরক্ষক লিভারপুলে বছরের পর বছর শীর্ষ পর্যায়ের পারফরম্যান্স দিয়ে প্রমাণ করেছেন বড় মঞ্চে তিনি ভরসার জায়গা।

ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ খেলছেন, দলের মেরুদণ্ড তিনি। গ্যাব্রিয়েল আর্সেনালে এই মৌসুমে আরও পরিণত হয়েছেন, সেট-পিসে গোলও করতে পারেন। চলতি মৌসুমে দু'জনের দল কেবল যার যার লিগই চ্যাম্পিয়ান হয়নি, দুইটি দলই ইউসিএলের ফাইনালেও উঠে গেছে। এহেন দু'টি দলের রক্ষণের প্রাণভোমরারা যখন ব্রাজিলের রক্ষণভাগ সামলাবেন তখন তা ভাঙতে প্রতিপক্ষের অনেক কষ্ট করতে হবে। রক্ষণের অন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্রেমার জুভেন্তুসে বেশ কিছুটা সময় চোটে কাটিয়েছেন, কিন্তু ফিট থাকলে তিনি চমৎকার বিকল্প। ফুলব্যাক পজিশনে রোমার ওয়েসলি ডানদিকে এবং আলেক্স স্যান্ড্রো বাঁদিকে রয়েছেন। তবে ফুলব্যাক পজিশন এই দলের তুলনামূলক দুর্বল জায়গা, বিশেষ করে যখন উইঙ্গাররা সামনে এগিয়ে থাকবেন, তখন পেছনে ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে। ব্রাজিল বরাবরই সৃষ্টিশীল মিডফিল্ডারদের জন্য বিখ্যাত। নিউক্যাসলে খেলা ব্রাজিলীয় ব্রুনো গিমারাইস এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার।

প্রিমিয়ার লিগে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করা গিমারাইস বল ধরে রাখা থেকে শুরু করে প্রেস করা, ডিফেন্স করা, সবকিছুতেই তিনি পারদর্শী। কাসেমিরো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ভালো সময় কাটাননি ঠিকই, কিন্তু জাতীয় দলে এবং বড় টুর্নামেন্টে তিনি সবসময় অন্যরকম। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে পাঁচ পাঁচটি ইউসিএল জেতা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার জানেন কীভাবে বড় আসর জিততে হয়। লম্বা সময় আনচেলত্তির অধীনে খেলার কারণে তিনি কোচ ও দলের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটাও করতে পারবেন। লুকাস পাকেতা ফ্লামেঙ্গোতে ফিরে নতুন জীবন পেয়েছেন। পাকেতা যখন ছন্দে থাকেন তখন মাঝমাঠ থেকে খেলা তৈরিতে তাঁর জুড়ি নেই। আরেক অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফাবিনহো হয়ত তেমন সুযোগ পাবেন না, তবে হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসেবে লিভারপুলের এই প্রাক্তন খেলোয়াড়টি দলে প্রচুর অভিজ্ঞতা যুক্ত করবেন। আক্রমণভাগেও ব্রাজিল ভীষণ শক্তিশালী। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা উইঙ্গারদের একজন, অনেকের মতে একদম শীর্ষে। রিয়াল মাদ্রিদে তিনি সিরিয়াল উইনার। যে কোনও অবস্থা থেকে বহুবার তিনি বড় ম্যাচ বের করে এনেছেন। গতি, ড্রিবলিং, শেষ মুহূর্তে গোল, সবকিছুতেই তিনি বিধ্বংসী। যদিও এই বছরটা একটু ম্লান গেছে, তবে ভিনি নিশ্চিতভাবে উদ্দীপ্ত থাকবেন বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য। রাফিনহা কেবল দারুণ সৃষ্টিশীল নন, তিনি একাধিক পজিশনেও খেলতে পারেন। বার্সেলোনায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি ক্যারিয়ারের সেরা সময় কাটাচ্ছেন। গোল, অ্যাসিস্ট, কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে টেনে তোলা, সবকিছুতে তিনি অবিশ্বাস্য। জাতীয় দলেও এই ফর্ম তুলে আনতে পারলে তিনি হবেন ভিনিসিয়ুসের সমান বিপজ্জনক। গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি আর্সেনালে স্থির হতে পারেননি, তবে তাঁর হাই প্রেস এবং দৌড়ের ক্ষমতা আনচেলত্তির কৌশলে দারুণভাবে মানানসই। মাতেউস কুনহা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এই মৌসুমে ভালো খেলেছেন, তাঁর বহুমুখিতা কাজে লাগবে। আর মাত্র ১৮ বছর বয়সি এড্রিক হয়ে উঠতে পারেন এই বিশ্বকাপের চমক। তবে এদের ছাপিয়ে এই দলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু নেইমার। নেইমারকে নিয়ে কথা বলা যতটা সহজ, তাঁকে মূল্যায়ন করা ততটা কঠিন। ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা, ৭৯ গোল, বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান ফুটবলার, কিন্তু বিগত কয়েক বছর একটার পর একটা চোটে জর্জরিত। ২০২৩ সালের অক্টোবরে এসিএল চোটের পর থেকে তিনি কার্যত আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। সান্তোসে ফিরে এসে অনেকটা নতুন জীবন পেয়েছেন। সান্তোসের রেলিগেশন লড়াইয়ে আহত শরীর নিয়েও জুভেন্তুসের বিপক্ষে যে হ্যাটট্রিক করেছিলেন, সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল ফর্ম টেম্পরারি হলেও ক্লাস পারমানেন্ট। স্কোয়াড ঘোষণার আগে চার ম্যাচে তিনটি গোল তাঁর ফর্মকেও নতুন করে প্রমাণ করেছে। আনচেলত্তি বললেন, 'আমরা সারা বছর তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেছি, সে ধারাবাহিকতা ফিরে পেয়েছে।' নেইমার সম্ভবত শুরুর একাদশে থাকবেন না। কিন্তু একজন ম্যাচ-পরিবর্তনকারী বিকল্প হিসেবে তাঁর মূল্য অনেক বেশি। নকআউট পর্যায়ে যখন ম্যাচ আটকে যাবে, তখন নেইমারের মতো একজন যে কোনও মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে দিতে পারেন। তবে এই সবকিছুর পূর্বশর্ত হল তিনি ফিট থাকেন কি না।

আনচেলত্তির কৌশলগত পরিকল্পনা

আনচেলত্তির কৌশলের মূল ভিত্তি হলো নমনীয়তা। তিনি ৪-৩-৩ বা ৪-২-৩-১ উভয় ফর্মেশনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু তাঁর আসল শক্তি হল— প্রতিপক্ষ অনুযায়ী পরিকল্পনা বদলানো, প্রথম লেগে এক ধরনের খেলা, দ্বিতীয় লেগে ভিন্ন, প্রয়োজনে কাউন্টার-অ্যাটাক কেন্দ্রিক হওয়া। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এই দলে কোনও ঐতিহ্যগত নয়-নম্বর স্ট্রাইকার নেই। জোয়াও পেদ্রোকে বাদ দেওয়া সেই বার্তাই দিচ্ছে। আনচেলত্তি চান সামনের তিনজন মুক্তভাবে চলাফেরা করুক, নির্দিষ্ট পজিশনে আটকে না থেকে স্থান বদল করুক, প্রতিপক্ষের রক্ষণকে বিভ্রান্ত করুক। ভিনিসিয়ুস, রাফিনহা ও মার্তিনেলির মতো খেলোয়াড়দের জন্য এই স্বাধীনতা আসলে সুবিধাজনক। মিডফিল্ডে ব্রুনো ও কাসেমিরো হবেন দলের মেরুদণ্ড, বল ধরে রাখবেন, পালটা আক্রমণ সামলাবেন এবং আক্রমণ থেকে রক্ষণে দ্রুত ফেরার পথটা নিরাপদ রাখবেন। এই দুইজন ডবল পিভট গড়ে রক্ষণকে সুরক্ষা করার পাশাপাশি আক্রমণের জন্যও রাস্তা বানাবেন। রক্ষণে মার্কুইনহোস ও গ্যাব্রিয়েলের উপর নির্ভর করা যায়। আর ব্রাজিলের জন্য আরেকটা দারুণ অস্ত্র হতে পারে সেটপিস। তবে, ফুলব্যাকদের ওভারল্যাপ করলে পেছনে যে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়, সেটা দ্রুতগতির দলগুলো কাজে লাগাতে পারে। এই দুর্বলতা ঢেকে দেওয়া হবে সম্ভবত সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ।

গ্রুপ পর্যায় ও এর পরের পথ

ব্রাজিল গ্রুপ সি-তে রয়েছে মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ডের সাথে। হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ব্রাজিল পরিষ্কার ফেভারিট, কিন্তু মরক্কো ভিন্ন প্রসঙ্গ। ২০২২ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে পৌঁছানো আফ্রিকার এই দলটা ভালো সংগঠিত, শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং সেট-পিসে বিপজ্জনক।

মরক্কো ম্যাচটা হবে গ্রুপ পর্যায়ের সত্যিকারের পরীক্ষা। আর সেই ম্যাচটি দিয়েই ব্রাজিলের যাত্রা শুরু হবে জুনের ১৩ তারিখ (বাংলাদেশ সময় ১৪ জুন ভোরে) ইস্ট রাদারফোর্ডের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। জুনের ১৯ এবং ২৪ যথাক্রমে হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে ফিলাডেলফিয়া ও মিয়ামি গার্ডেনসে। ব্রাজিলের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ড যথেষ্ট কঠিন হবার কথা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হলে তাঁরা খেলবে গ্রুপ এফ রানার্সআপের সাথে, যে গ্রুপে আছে নেদারল্যান্ড, জাপান, সুইডেন এবং তিউনিশিয়া। গ্রুপে রানারআপ হলে এই গ্রুপ এফের চ্যাম্পিয়নের সাথে। অর্থাৎ দ্বিতীয় রাউন্ডেই নেদারল্যান্ড, জাপান বা সুইডেনের মতো শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হতে হবে। এর পরের রাউন্ডেই ফ্রান্স বা জার্মানির মতো পরাশক্তির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য সমর্থকেরা আশা করবে যে, গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়ে এবং দ্বিতীয় রাউন্ড জেতার পর ব্রাজিল শেষ ষোলোতে আইভরি কোস্ট বা সেনেগালের মতো দলকে পাবে। তবে, সেই দলগুলাও ব্রাজিলের শক্ত পরীক্ষা নেবে। আর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে তো অবধারিতভাবে টুর্নামেন্টের সেরা দলগুলোর বিরুদ্ধেই খেলতে হবে। তবে, কাগজে-কলমে এই ব্রাজিল দল বিশ্বকাপ জেতার মতো সামর্থ্য রাখে, তা নিয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নেই। আনচেলত্তির অধীনে একটা দল হয়ে উঠলে এই দলটাকে আটকানো কঠিন হবে।

বিশ্বকাপের আগে ফের চোট, ছাঁটাই হতে পারেন নেইমার!

রিও, ৩১ মে : যাই হোক না কেন, নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপে যাবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। দলে কোনও পরিবর্তন হবে না। পানামার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের ঠিক আগে শনিবার তেরেসোপোলিসে ব্রাজিলের অনুশীলনে একথা স্পষ্ট করে দিলেন ব্রাজিলিয়ান কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। দু'দিন আগেই ব্রাজিলিয়ান কনফেডারেশন জানিয়েছিল, নেইমারের পেশিতে গ্রেড 'টু' চোট ধরা পড়েছে। ফলে বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি খেলবে, সেখানে ব্রাজিলিয়ান তারকার খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। এই ঘোষণার পরই নেইমারকে নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়। সেই জল্পনা আরও দৃঢ় হয়, বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিলের প্রথম অনুশীলনের দিন নেইমারের না থাকা নিয়ে।

আদৌ কি নেইমার বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন? নাকি তাঁর পরিবর্ত হিসাবে কাউকে ভাবা হবে? এই ধরনের সংশয় ছড়িয়ে পড়লেও তাতে দ্রুতই জল ঢেলে দিলেন স্বয়ং আনচেলোত্তি। তিনি এদিন বলেন, 'আমি একটা বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই। নেইমার আমাদের সঙ্গেই থাকছে। চূড়ান্ত ২৬ জনের দলে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে (প্রতিপক্ষ মরক্কো) নেমার সুস্থ হয়ে উঠবে। যদি তা না হয়, ও তাহলে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে। আমাদের পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।' তিনি আরও জানিয়েছেন, নেইমার দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য অনুশীলন করছেন। তাঁর বক্তব্য, 'একজন ফুটবলারকে যখন ডাকা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তার দলে প্রয়োজন রয়েছে। আমরা মনে করি, নেইমার দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। ওর মনোবলও ভালো জায়গায় রয়েছে। ও দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। এবারের বিশ্বকাপে ওর ভূমিকা কী হবে, তা নেইমার ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে। প্রতিদিনই নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, নিজের ভূমিকাটা বোঝা। সেটা ও বুঝেছে।'

নেইমারের চোট প্রসঙ্গে আনচেলোত্তি বলেছেন, 'ওকে দলে সুযোগ দেওয়ার আগে স্যান্টোসের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি পেয়েছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল, ওর পায়ে একটা ফোলা ভাব আছে। আমরা বলেছিলাম, ২৭ তারিখ পর্যন্ত নেইমারকে পর্যবেক্ষণে রাখতে। তারপর সিবিএফ দায়িত্ব নিয়েছে। আমরা সবাই মিলে ওর সমস্যাটা মেটানোর কাজ করছি।'

বিশ্বকাপ ক্যাম্পের উদ্দেশে দেশ ছাড়লেন মেসিরা

বুয়েনস আয়ারস, ৩১ মে : বিশ্বকাপ ক্যাম্পের জন্য একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশ ছেড়েছেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ১৮ খেলোয়াড়। যুক্তরাষ্ট্রের কোচ লিওনেল স্কালোনির দল বিশ্বকাপের মূল বেস ক্যাম্প হিসেবে কানসাস সিটিকে বেছে নিয়েছে।

এখানে থেকেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারবে দলটি। ক্রীড়া সাংবাদিক দিয়েগো মনরেইগ জানিয়েছে, বিশ্বকাপ ক্যাম্পে যোগ দিতে একসঙ্গে ১৮ আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় একত্রে দেশ ছেড়েছেন।

তারা হলেন গোলরক্ষক : জেরোনিমো রুলি। ডিফেন্ডার : নাহুয়েল মলিনা, গনজালো মন্তিয়েল, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, লিওনার্দো বালের্দি, নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো এবং ভালেন্তিন বার্কো।

মিডফিল্ডার : লেয়ান্দ্রো পারেদেস, এজেকুয়েল পালাসিওস, জিওভানি লো সেলসো, এনজো ফার্নান্দেজ, থিয়াগো আলমাদা এবং নিকো পাজ। ফরোয়ার্ড : নিকোলাস গনজালেজ, হুলিয়ান আলভারেজ, জুলিয়ানো সিমিওনে এবং হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ।

বেশ কিছু তারকা খেলোয়াড় এই

চার্টার্ড ফ্লাইটে অংশ নেননি। তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরাসরি কানসাস সিটির ক্যাম্পে যোগ দেবেন।

তারা হলেন লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেস, লাউতারো মার্তিনেস, আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো দে পল, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, গুয়ান মুসো এবং ফাকুন্দো মেদিনা।

১ জুন থেকে স্পোর্টিং কানসাস সিটির অত্যাধুনিক 'কম্পাস মিনারেলস ন্যাশনাল পারফরম্যান্স সেন্টারে' আর্জেন্টিনার মূল অনুশীলন শুরু হবে।

বিশ্বকাপের আগে দল দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে:৬ জুন টেক্সাসে হন্ডুরাস এবং ৯ জুন অ্যালাবামায় আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ১৬ জুন কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

আর্জেন্টিনার প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি প্রকাশ

বুয়েনস আয়ারস, ৩১ মে : আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে শেষ মুহূর্তের নিজেদের ঝালিয়ে নিতে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ দুটি। মেগা এই টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে এই দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ লিওনেল স্কালোনির শিষ্যদের জন্য প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার শেষ সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে নামার আগে আলবিসেলেস্তেরা খেলবে হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে।

আগামী ৬ জুন টেক্সাসের কলেজ স্টেশনের কাইল ফিল্ড স্টেডিয়ামে হন্ডুরাসের মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির দল। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় ৭ জুন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। এরপর ৯ জুন আলাবামার জর্ডান-হেয়ার স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইউরোপের দল আইসল্যান্ড। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় ১০ জুন সকাল ৬টায়। বিশ্বকাপ চলাকালে ফুটবলারদের ক্লান্তি দূর করা, রিকভারি এবং কৌশলগত আলোচনার জন্য কানসাস সিটিকে নিজেদের প্রধান বেস ক্যাম্প বা হেডকোয়ার্টার হিসেবে বেছে নিয়েছে আর্জেন্টিনা দল। টুর্নামেন্ট চলাকালীন ম্যাচগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে অনুশীলনের জন্য মেসিরা স্পোর্টিং কেসি ট্রেনিং সেন্টার ব্যবহার করবেন। আগামী ১৬ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই মূলত আর্জেন্টিনার অফিশিয়াল বিশ্বকাপ মিশন ও শিরোপা ধরে রাখার লড়াই শুরু হবে।

বিশ্বকাপের জন্য শক্তিশালী দল ঘোষণা করলো আয়োজক কানাডা

মন্ট্রিল, ৩১ মে : ফুটবল বিশ্বকাপের ২৩তম আসরের সহ-আয়োজক কানাডা। ঘরের মাঠের বিশ্বকাপে বিশ্বকে চমকে দিতে প্রবল উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রস্তুত ক্যানাকাসরা। সম্প্রতি চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো কোচ জেসে মার্শ ২৬ সদস্যের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছেন। চোট সমস্যায় কিছুটা শঙ্কা থাকার পরও তারকাসমৃদ্ধ শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়েই বিশ্বকাপের মঞ্চে নামতে যাচ্ছে কানাডা।

কানাডার বিশ্বকাপ দলে সবচেয়ে বড় তারকা বায়ার্ন মিউনিখের ফুলব্যাক আলফনসো ডাভিস। চোট সমস্যা থাকলেও তাকে দলে রেখেছেন কোচ। চোট সংক্রান্ত উদ্বেগ থাকার পরও সেন্টার-ব্যাক মইজে বম্বিতোও আলফি জোন্স এবং ফরোয়ার্ড প্রিমিজ ডেভিডকেও স্কোয়াডে রেখেছেন কোচ মার্চ। তারা সবাই মৌসুমের শেষ দিকে পাওয়া চোট থেকে দ্রুত সেরে ওঠার চেষ্টা করছেন।

এই চারজনের সঙ্গে নিয়মিত মুখ যেমন ফরোয়ার্ড জোনাথন ডেভিড এবং মিডফিল্ডার স্টিফেন এউসতাকিয়ো-ও স্কোয়াডে রয়েছেন।

কানাডার চূড়ান্ত বিশ্বকাপ স্কোয়াড: গোলরক্ষক: ডেইন সেন্ট ক্লেয়ার (ইন্টার মায়ামি), মাক্সিম ক্রেপো (অরল্যান্ডো সিটি), ওয়েন গুডম্যান (ক্রিস্টাল প্যালেস) ডিফেন্ডার: অ্যালেস্টার জনস্টোন (সেল্টিক), ডেরেক কর্নেলিয়াস (মার্শেই), রিচি লারেয়া (টরেন্টো এফসি), নিকো সিগুর (হাইদুক স্প্লিত), জোয়েল ওয়াটারম্যান (শিকাগো ফায়ার), লুক দ্য ফুজরোল (ফুলহ্যাম), মইজে বম্বিতো (ওজিসি নিসে), আলফনসো ডাভিস (বায়ার্ন মিউনিখ), আলফি জোন্স (মিডলসব্রো); মিডফিল্ডার: স্টিফেন এউসতাকিয়ো (এলএএফসি), ইসমাইল কোনে (সাসুওলো), টেইজন বুকানন (ভিয়ারিয়াল), মাতেও শোয়িনিয়ের (এলএএফসি), আলী আহমেদ (নরিচ সিটি), নাথান সালিবা (আন্ডারলেখট), জেকব শাফেলবার্গ (এলএএফসি), লিয়াম মিলার (হাল সিটি), মার্সেলো ফ্লোরেস (টাইগ্রেস), জোনাথন অসোরিও (টরেন্টো এফসি); ফরোয়ার্ড: জোনাথন ডেভিড (জুভেন্টাস), কাইল লারিন (সাউদাম্পটন), তানি ওলুয়াসেয়ি, প্রমিস ডেভিড (ইউনিয়ন সেন্ট-জিলোজ)। এবারের বিশ্বকাপে স্বাগতিক কানাডা আছে বি গ্রুপে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, কাতার ও সুইজারল্যান্ড।

ভিসা জটিলতায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিশ্বকাপযাত্রা স্থগিত

ডারবান, ৩১ মে : ভিসা জটিলতার অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে পড়েছে বিশ্বকাপগামী দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ফুটবল দল। রবিবার মেক্সিকোর পাচুকায় চূড়ান্ত ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিতে নির্ধারিত চার্টার্ড ফ্লাইটে রওনা হওয়ার কথা ছিল দেশটির। কিন্তু দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও স্টাফ এখনো ভিসা না পাওয়ায় এই যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হতে হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাউথ আফ্রিকান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এসএবিসি) জানিয়েছে, তাদের পূর্বনির্ধারিত ফ্লাইটটি বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে। বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের ঠিক আগমুহূর্তে এই ধরনের অব্যবস্থাপনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দলের প্রধান কোচ হুগো ব্রুস। এই ঘটনাকে 'অত্যন্ত বিব্রতকর ও খেলোয়াড়দের প্রতি চরম অন্যায়' বলে আখ্যা দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গ্যাটন ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার ম্যাচটি দিয়ে টুর্নামেন্টের পর্দা ওঠার কথা রয়েছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ শব্দসন্ধান

সূত্র :
পাশাপাশি
১) দোকান, বিক্রয় কেন্দ্র ৩) সূর্য ৬) ঘোড়ায় টানা চাকাযুক্ত গাড়ি, প্রাচীনকালের যুদ্ধ যান ৭) খেলার গোলকে শক্তি ৮) বাহান্নপাতার খেলা ৯) শস্যের গোটা, ধান-চাল, গম ইত্যাদিকে বলে ১০) স্বাক্ষরের বদলে প্রদত্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ ১১) দেবী, দেশ ও জননীকে সম্বোধন ১২) দীপ, বাতি ১৩) পত্নীর ছোট বোন ১৪) ক্ষেতের জমিতে জল ধরে রাখার বাঁধ ১৫) প্রথম, প্রাচীন ১৭) স্বর্ণকারকে অলঙ্কার তৈরির জন্য প্রদত্ত মজুরি ১৮) সাহেব যদি 'বড়' বলে ১৯) মাতুলালয় ২০) জবাব দিলে দিশা। **উপরনীচ :** ১) শুরু, সূচনা ২) রাস্তা ৩) দিন, দিবা ৪) জলবাহী ছোট পাইপ ৫) জিহ্বা, জিভ ৮) উষ্ণতা, গরম ৯) যিনি দান করেন ১০) বাঁকা ঠুঁটওয়ালা সবুজ পাখি ১১) ফুলবাগানের পরিচর্যাকারী, এরা মালা গাঁথে ১২) হৃদয়, হার্ট ১৩) বিয়ে, বিবাহ ১৪) পাগড়ি ১৫) অজ্ঞ, অনবিজ্ঞ ১৬) শহর, টাউন ১৭) পিতা, জনক ১৮) বৈভব, ধনসম্পদ।

গত সংখ্যার সমাধান

পাশাপাশি : ১) রেফারি ৩) ফুটবল ৬) কাল ৭) চক ৮) ঢাকা ৯) ঝাক ১০) চালু ১১) উল ১২) ছবি ১৩) দাদ ১৪) রায় ১৫) সুরা ১৭) পুব ১৮) সরা ১৯) ইস্তেমাল ২০) অতীত। **উপরনীচ :** ১) রেকাবি ২) ফাল ৩) ফুচকা ৪) টক ৫) লজিক ৮) ঢালু ৯) ঝাল ১০) চাবি ১১) উদ ১২) ছয় ১৩) দারা ১৪) রাজাই ১৫) সুবল ১৬) করাত ১৭) পুমা ১৮) সত।

মাহতাবুর রহমান

সালাহর নেতৃত্বে মিসরের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

কায়রো, ৩১ মে : আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-কে সামনে রেখে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে মিশর। প্রধান কোচ হোসাম হাসানের ঘোষিত এই দলে অধিনায়কের দায়িত্বে থাকবেন প্রাণভোমরা মোহাম্মেদ সালাহ। স্কোয়াডের সবচেয়ে বড় চমক ১৮ বছর বয়সী উদীয়মান ফরোয়ার্ড হামজা আবদেল করিম, যিনি প্রথমবারের মতো বড় আসরের দলে জায়গা পেয়েছেন। তরুণ হামজা আবদেল করিমের পাশাপাশি মিশরের আক্রমণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন ওমর মারমুশ। ম্যানচেস্টার সিটির এই ফরোয়ার্ড সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে ৩৬ ম্যাচে ৮ গোল করে দারুণ ছন্দে রয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে আগামী ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলর মুখোমুখি হবে মিশর। এরপর ১৫ জুন সিয়াটলে বেলজিয়াম জাতীয় ফুটবল দলর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান। গ্রুপ 'জি'-তে মিশরের বাকি দুই প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ও ইরান।

ঘোষিত স্কোয়াডে গোলকিপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মোহামেদ এল-শেনাওয়ি, মোস্তফা শোবেইব, এল-মাহদি সোলাইমান ও মোহামেদ আলা। রক্ষণভাগের খেলোয়াড় হিসেবে স্কোয়াডে রয়েছেন মোহামেদ আবদেলমোনেম, মোহামেদ হানির, ইয়াসের ইব্রাহিম, হোসাম আবদেলমাজিদ, আহমেদ ফাতুহ, তারেক আলা, রামি রাবিয়া, হামদি ফাথি ও করিম হাফেজ।

এছাড়া মিডফিল্ড সামলাবেন অধিনায়ক মোহামেদ সালাহ, মারওয়ান আতিয়া, আহমেদ মোস্তাফা, মাহমুদ হাসান, ইমাম আশুর, মোস্তাফা আবদেল রউফ, মোহান্নাদ লাশিন, হাইথাম হাসান, মাহমুদ সাবের, ইব্রাহিম আদেল ও নাবিল এমাদ। অন্যদিকে, আক্রমণভাগে ওমর মারমুশের সঙ্গে থাকছেন তরুণ হামজা আবদেল করিম।

বিশ্বকাপে ভেঙে যেতে পারে ফুটবল ইতিহাসের ৫ মহারেকর্ড

জুরিখ, ৩১ মে : যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে শুরু হতে যাচ্ছে ইতিহাসের 'সবচেয়ে বড়' ফিফা বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই আসর, যেখানে ম্যাচসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১০৪-এ। নতুন এই ফরম্যাট শুধু বিশ্বকাপের পরিধিই বাড়াচ্ছে না, বরং বহু বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি করছে।

ফুটবল বিশ্বের চোখ এখন এমন পাঁচটি ঐতিহাসিক রেকর্ডের দিকে, যেগুলো বিশ্বকাপ ২০২৬-এ নতুন করে লেখা হতে পারে।

১. গোলবন্যার বিশ্বকাপ?

একটি বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড বর্তমানে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের দখলে। সেই আসরে ৬৪ ম্যাচে মোট ১৭২টি গোল হয়েছিল।

কিন্তু এবার ম্যাচ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০৪। অর্থাৎ আগের চেয়ে ৪০টি বেশি ম্যাচ। এমনকি যদি প্রতি ম্যাচে গোলের গড় ২০১০ বিশ্বকাপের মতো কমও থাকে, তবুও ১৭২ গোলের রেকর্ড অতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। অনেকের ধারণা, এবার মোট গোলের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

২. প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয় বিশ্বকাপ!

পুরুষদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন খেলোয়াড় পাঁচটি ভিন্ন বিশ্বকাপে অংশ

নিয়েছেন; আন্তোনিও কারবাহাল, লোথার ম্যাথাউস, রাফায়েল মার্কেজ, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপ ২০২৬-এ মাঠে নামতে পারলেই লিয়নেল মেসি, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো ও গুইলার্মো ওচোয়া ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে খেলার অনন্য রেকর্ড গড়বেন। ম্যাচে এক সেকেন্ডের জন্যও মাঠে নামলেই এই কীর্তি তাদের নামে লেখা হবে।

৩. ক্লোসার গোলের সিংহাসন কি টিকবে?

বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোসাভ ক্লোসা। চারটি বিশ্বকাপে তিনি করেছেন ১৬ গোল।

বর্তমানে মেসির গোলসংখ্যা ১৩ এবং এমবাপ্পের ১২। অর্থাৎ মেসির প্রয়োজন ৪ গোল এবং এমবাপ্পের প্রয়োজন ৫ গোল। বিশেষ করে এমবাপ্পের বয়স ও বর্তমান ফর্ম বিবেচনায় এই রেকর্ড এবার বড় হুমকির মুখে।

৪. সবচেয়ে বেশি একক ম্যাচ জয়ের রেকর্ড

শুধু গোল নয়, বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ডও ক্লোসার দখলে। জার্মান কিংবদন্তি ১৭টি ম্যাচ জিতেছেন।

অন্যদিকে মেসির ঝুলিতে রয়েছে ১৬টি জয়। আর্জেন্টিনা যদি গ্রুপ পর্বেই অন্তত দুটি ম্যাচ জেতে, তাহলে মেসি বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ম্যাচজয়ী ফুটবলার হয়ে যেতে পারেন।

৫. কোচদের রেকর্ড বইয়ে নতুন রাজা?

পশ্চিম জার্মানির কিংবদন্তি কোচ হেলমুট শন বিশ্বকাপে কোচ হিসেবে সর্বাধিক ১৬ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ধরে রেখেছেন প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। তবে এবার সেই রেকর্ডের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জার ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম। তার বর্তমান জয়সংখ্যা ১৪।

ফ্রান্স যদি বিশ্বকাপে দুটি ম্যাচ জেতে, তাহলে তিনি রেকর্ডে সমতা আনবেন। আর তিনটি জয় পেলেই ৪৮ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন ইতিহাস গড়বেন।

৫ গোলের জয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শুরু দক্ষিণ কোরিয়ার

নিউইয়র্ক, ৩১ মে : সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্যান্স নিয়ে বেশ সমালোচনার মুখে ছিলেন সন হিউং-মিন। তবে বিশ্বকাপের আগে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে জোড়া গোল করে জবাবটা ভালোমতোই দিলেন তিনি।

ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে উড়িয়ে দক্ষিণ কোরিয়াও শেষ ধাপের প্রস্তুতি পর্বের শুরুটা দারুণ করল। ম্যাচটি ৫-০ গোলে জিতেছে এশিয়ার দলটি। সনের জোড়া গোলেই এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় দক্ষিণ কোরিয়া। ৪০তম মিনিটে কাছ থেকে দলকে এগিয়ে নেওয়ার তিন মিনিট পর, সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন বদলি নামা চো গুয়ে-সাং, তার দুই গোলের মাঝে আরেকটি পেনাল্টি থেকে দলের চতুর্থ গোলটি করেন হোয়াং হি-চান। গত মার্চে কোত দি ভোয়া ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলে দুটিতেই হেরেছিল তারা, তাই বিশ্বকাপের আগে জয়ে ফেরাটা খুব দরকার ছিল দলটির। একইভাবে লস এঞ্জেলস এফসির হয়ে চলতি মৌসুমে এখনও গোল না পাওয়ায় সনের পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। জোড়া গোল করে ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড জানান দিলেন, পথেই আছেন তিনি। 'আমার মনে হয়, মার্চে দুটি ম্যাচ হারার পর, আমাদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা কমেছিল। এই জয়কে ভিত্তি করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব এবং মোমেন্টাম ধরে রাখব।' ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০২তম দল ত্রিনিদাদের বিপক্ষে ২৫ নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার জয়টা প্রত্যাশিতই। কিন্তু সন ওভাবে ভাবতে চান না। তার মতে, জয় সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, ৫-০ গোলে জেতা কখনোই সহজ নয়। তাই আশা করি, (এই দলের বিপক্ষে) আমরা তো জিতবই, লোকজন বিষয়টা এভাবে দেখবে না। খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব প্রাপ্য এবং আমি মনে করি, আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি।'

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জার্সি নম্বর ঘোষণা

রিও, ৩১ মে : ফিটনেস নিয়ে শঙ্কা, ফর্মও পড়তির দিকে। এসবের পরও নেইমার জুনিয়র ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন। কার্লো আনচেলত্তি তাকে তুলে দিয়েছেন ১০ নম্বর জার্সি।আনচেলত্তি দায়িত্ব নেওয়ার পর নেইমার ব্রাজিল দলে ডাক পাননি। তার অনুপস্থিতিতে ১০ নম্বর জার্সিটি পরে খেলেছেন রদ্রিগো, ইনজুরির কারণে এই ফুটবলার বিশ্বকাপের দলে নেই। শেষ দুই ম্যাচে এটি পরেছেন ভিনিসিউস জুনিয়র। বিশ্বকাপে তিনি পরবেন ৭ নম্বর জার্সি। আক্রমণভাগের ফুটবলারদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ৯ ও ১১ নম্বর জার্সি পরবেন যথাক্রমে ম্যাথুস কুনহা ও রাফিনহা। অ্যালিসনকে ১ নম্বর দিয়ে শুরু হয়েছে, ওয়েসলে ২, গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহাস ৩, মার্কুইনহোস ৪, ক্যাসেমিরো ৫ ও আলেক্স স্যান্ড্রো পরবেন ৬ নম্বর জার্সি। ব্রুনো গুইমারেস ৮, ওয়েভারটন ১২, দানিলো ১৩, ব্রেমার ১৪, লিও পেরেইরা ১৫, ডগলাস সান্তোস ১৬, ফ্যাবিনহো ১৭, দানিলো সান্তোস ১৮, এন্দরিক ১৯, লুকাস পাকুয়েতা ২০, লুইস হেনরিক ২১, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ২২, এডারসন ২৩, ইবানেজ ২৪, ইগর থিয়াগো ২৫ ও রায়ান পরবেন ২৬ নম্বর জার্সি।

আগামী ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে 'সি' গ্রুপে থাকা ব্রাজিলের বিশ্বকাপ যাত্রা। ২০ জুন দ্বিতীয় ম্যাচ হাইতির বিপক্ষে, আর ২৫ জুন তৃতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। বিশ্বকাপে খেলতে নামার আগে রোববার (৩১ মে) রাতে পানামা ও ৭ জুন মিশরের বিপক্ষে খেলবে তারা।

একনজরে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ও জার্সি নম্বর : আলিসন (১), ওয়েসলি (২), গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস (৩), মারকুইনিওস (৪), কাসেমিরো (৫), অ্যালেক্স সান্দ্রো (৬), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (৭), ব্রুনো গিমারায়েস (৮), মাতেউস কুনিয়া (৯), নেইমার জুনিয়র (১০), রাফিনিয়া (১১), ওয়েভারতন (১২), দানিলো (১৩), ব্রেমার (১৪), লিও পেরেইরা (১৫), ডগলাস সান্তোস (১৬), ফাবিনিও (১৭), দানিলো সান্তোস (১৮), এন্দ্রিক (১৯), লুকাস পাকেতা (২০), লুইজ হেনরিকে (২১), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (২২), এদেরসন (২৩), ইবানিয়েজ (২৪), ইগর থিয়াগো (২৫) এবং রায়ান (২৬)।

২০২৬ বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্ব: জমে উঠবে শুরু থেকেই

কলকাতা, ৩১ মে : ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপে ফ্রান্স ও নরওয়ে একে অপরের মুখোমুখি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ফক্সবোরোতে অবস্থিত জিলেট স্টেডিয়াম এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এরলিং হালান্ড ও মার্টিন ওডেগার্ডের মতো তারকাদের নিয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা নরওয়ের জন্য শক্তিশালী ফ্রান্সের বিপক্ষে এই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের অন্যতম বড় পরীক্ষা।

উয়েফা বাছাইপর্বে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা নরওয়ে ৩৭ গোল করে ইউরোপের অন্যতম সেরা আক্রমণাত্মক দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। স্ট্রাইকার এরলিং হালান্ডের গোল করার ক্ষিধে এবং মার্টিন ওডেগার্ডের মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ যেকোনো রক্ষণভাগের জন্য ত্রাস। আর বর্তমান ফুটবলের অন্যতম পরাশক্তি ফ্রান্স। বিশ্বমানের ডিফেন্ডার, মিডফিল্ডার ও ফরোয়ার্ডদের সমন্বয়ে গড়া ফরাসি স্কোয়াড যেকোনও সময় ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। বিশ্বকাপ যাত্রায় এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে ফ্রান্স এবং নরওয়ে শক্তিশালী সেনেগালের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে। গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের এই ম্যাচটি নির্ধারণ করে দিতে পারে নকআউট পর্বে কারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এগিয়ে যাবে। দুই দলের তারকা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ের কারণে ম্যাচটি ফুটবলপ্রেমীদের কাছে হতে চলেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য এক লড়াই।

২০৩০ বিশ্বকাপেও খেলবেন রোনাল্ডো : পর্তুগাল কোচ

লিসবন, ৩১ মে : বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ৪১ বছর বয়সে এসেও নিজের ফুটবল ক্যারিয়ারকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। ২০২৬ সালের আসন্ন আসরে নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। বয়স চল্লিশের কোঠা পার হলেও মাঠের পারফরম্যান্স বা ফিটনেসে এখনও বিন্দুমাত্র মরচে পড়েনি তার। বর্তমানে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে নিয়মিত আলো ছড়াচ্ছেন এবং ফুটবলকে বিদায় বলার মতো কোনো ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। এমন পরিস্থিতিতে ফুটবলপ্রেমীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই একটি বড় প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে; তাহলে কি ২০৩০ সালের বিশ্বকাপেও দেখা যাবে সিআরসেভেনকে? এবার সেই কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিলেন পর্তুগাল জাতীয় দলের স্প্যানিশ কোচ রবার্তো মার্টিনেজ।

সম্প্রতি স্প্যানিশ রেডিও স্টেশন 'কাদেনা সের'-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রবার্তো মার্টিনেজের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, রোনালদো ২০৩০ সালের বিশ্বকাপে খেলতে পারেন কি না। জবাবে পর্তুগিজ কোচ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ২০৩০ সালের বিশ্বকাপে রোনালদোর খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কারও মনে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কারণ, সে নিজের কঠোর পরিশ্রম ও যোগ্যতাবলেই আজ এই অনন্য স্থানটি অর্জন করে নিয়েছে।

রোনাল্ডোর এই দীর্ঘ পথচলা এবং তরুণদের ওপর তার প্রভাব নিয়ে কোচ আরও যোগ করেন, পর্তুগালের সমস্ত উদীয়মান ও তরুণ ফুটবলারদের মাঝে তারা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর এই লড়াকু আদর্শ ছড়িয়ে দিতে চান। কেননা, নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের জন্য রোনালদো সবসময়ই এক চমৎকার ও নিখুঁত রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা রাখছেন।

পর্তুগিজ মহাতারকার প্রতি নিজের গভীর মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে কোচ মার্টিনেজ তাদের ভেতরের কিছু কৌশলগত

পর্যালোচনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, জাতীয় দলের কোচিং স্টাফরা দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ শেষে একটি চমৎকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন; আর তা হলো; ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো কেবল নির্দিষ্ট কোনো দলীয় ট্রফি বা ব্যক্তিগত কোনো পুরস্কার জেতার জন্য মাঠে নামেন না।

রোনাল্ডো আসলে কী খাচ্ছেন বা কেমন জীবনযাপন করছেন, তা দিয়ে তাকে পুরোপুরি সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়; বরং তার ভেতরের ফুটবলকে জয়ের যে তীব্র ক্ষুধা রয়েছে, তা দিয়েই মূলত তাকে চেনা যায়। ক্রিস্টিয়ানো ক্যারিয়ারে যা-ই জিতুক না কেন, ঠিক তার পরের দিনই নিজেকে আরও উন্নত ও ছাড়িয়ে যাওয়ার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে দেখা যায়, যা সত্যিই অবিশ্বাস্য।

বিশ্বের অনেক নামী ফুটবলারের সঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে একটি তুলনামূলক চিত্র টেনে মার্টিনেজ বলেন, তিনি তার কোচিং ক্যারিয়ারে এমন অনেক বড় মাপের খেলোয়াড়ের সান্নিধ্য পেয়েছেন, যারা ক্যারিয়ারে মাত্র একবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কিংবা ব্যালন ডি'অর জেতার পরের দিনই ফুটবলার হিসেবে নিজেদের ভেতরের সেই জয়ের ক্ষুধা বা তীব্র তাগিদ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু রোনাল্ডোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ফুটবল মাঠে আমরা রোনালদোর মধ্যে যা দেখছি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও এক অনন্য মানসিকতার জীবন্ত উদাহরণ।

পর্তুগাল কোচের মতে, ফুটবলের প্রতি এই অটুট লক্ষ্য ও একাগ্রতা ধরে রাখতে পারাই রোনালদোর এত দীর্ঘ ও সফল ক্যারিয়ারের মূল চাবিকাঠি। অবশ্য এর পেছনে তার জিনগত কিছু ইতিবাচক বিষয় যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে তার অবিরাম কঠোর পরিশ্রম;যা তার শরীরকে যেকোনো তরুণ ফুটবলারের মতো ফিট রাখতে সাহায্য করে। আর এই সবকিছুর পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তার ইস্পাতকঠিন প্রবল মানসিকতা।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে পর্তুগাল জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক ঘটেছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। এরপর থেকে দেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত রেকর্ড ২২৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি, যা বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে যেকোনো দেশের নাগরিকের জন্য সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড। শুধু ম্যাচ খেলাই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৪৩টি গোল করার বিশ্বরেকর্ডও এখন এই পর্তুগিজ মহাতারকার দখলে। এর পাশাপাশি বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে গোল করার অনন্য এক কীর্তি ও গৌরব রয়েছে তার নামের পাশে।

রাজত্ব ধরে রাখল আরসিবি, টানা দ্বিতীয়বার আইপিএল জয়

আহমেদাবাদ, ৩১ মে : কোহলির হাত ধরেই ফের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ফাইনালে গুজরাট টাইটান্সকে ৫ উইকেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো খেতাব জিতল দল। গুজরাটের ১৫৫ রানের জবাবে ১২ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে ১৬১ রান করে আরসিবি। বিরাট কোহলি ৭৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। ভেঙ্কটেশ ৩২, টিম ডেভিড ২৪ রান করেন। জীতেশ শর্মা ১১ রান করে অপরাজিত থাকেন।

ফাইনালের মঞ্চে দুরন্ত বোলিংয়ের প্রদর্শন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। যার ফলে ঘরের মাঠে ১৫৫ রান করল গুজরাট টাইটান্স। আরসিবির সামনে টার্গেট ১৫৬ রানের। গুজরাটের আহমেদাবাদের মোতেরাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে আইপিএল ২০২৬-র ফাইনাল। মুখোমুখি আরসিবি ও গুজরাট টাইটান্স। রবিবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক রজত পাতিদার। ব্যাট করতে নেমেই মুখ থুবড়ে পড়েন গুজরাট টাইটান্সের ব্যাটাররা। ফর্মে থাকা দুই ওপেনার, অধিনায়ক শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন দ্রুত আউট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান। এদিন শুভমনের ব্যাট থেকে এসেছে ১০ রান। সুদর্শনের স্কোর ১২। আরসিবির বোলারদের বিরুদ্ধে কিছুটা চালিয়ে খেলতে গিয়ে ২০ রানে আউট হন নিশান্ত সিন্ধু। ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার বলে জস বাটলারকে দুরন্ত স্ট্যাম্প আউট করেন জিতেশ শর্মা। বাটলারের স্কোর ১৯। এদিন গুজরাটের হয়ে একমাত্র গোটা ম্যাচ টেনে নিয়ে যান ওয়াশিংটন সুন্দর। যদিও ১৭ রানে তাঁর ক্যাচ ঠিকভাবে নিতে পারেননি আরসিবির ফিল্ডার জর্ডন কক্স। হাফসেঞ্চুরি করে ফাইনালে দলকে লড়াই করার জন্য যোগ্য স্কোরে পৌঁছে দেন সুন্দর। বাকি গুজরাটের কোনও ব্যাটারাই এদিন ক্রিজে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি। আরশাদ খান ১৫। রশিদ খান, জেসন হোল্ডার ও রাহুল তেওয়াতিয়া সকলেই করেন মাত্র ৭ রান। আরও একবার দাপট দেখালেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বোলারেরা। ভুবনেশ্বর কুমার, জশ হ্যাজেলউডদের দাপটে রান পেলেন না শুভমন গিল ও সাই সুদর্শন। রান পেলেন না জস বাটলারও। ফলে সমস্যায় পড়ল গুজরাট। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান। চলতি আইপিএলে গুজরাটের প্রায় ৬০ শতাংশ রান করেছেন শুভমন ও সুদর্শন। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে এই দু'জনের ব্যাটেই জিতেছে গুজরাট। ফলে ফাইনালেও দলকে ভাল শুরু করার দায়িত্ব ছিল এই দু'জনের কাঁধেই। সেটা ভাল ভাবে জানতেন বেঙ্গালুরুর বোলারেরা। ফলে দুই ব্যাটারের বিরুদ্ধে অন্য পরিকল্পনা করে নেমেছিলেন তাঁরা। সেটা কাজে লাগল। নিশান্ত সিন্ধু ও বাটলার দলের ইনিংস ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ টেকেনি সেই জুটিও। রাসিখ দারের বলে বড় শট মারতে গিয়ে আউট হন নিশান্ত। পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার পর ছ'ওভার একটিও বাউন্ডারি মারতে পারেননি গুজরাটের ব্যাটারেরা। রান তোলার গতি কমছিল। ফলে চাপ বাড়ছিল। বাধ্য হয়ে ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার বল বেরিয়ে খেলার চেষ্টা করেন বাটলার। ক্রুণাল বুদ্ধি করে বাটলারের থেকে দূরে বল করেন। বাটলার বলে ব্যাট লাগাতে পারেননি। স্টাম্প আউট হন তিনি। ২৩ বল খেলে ১৯ রান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৫৫ রানে শেষ হল গুজরাটের ইনিংস। ৩৭ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থাকলেন ওয়াশিংটন। আরসিবির হয়ে এদিন দুরন্ত বোলিং করেন রশিক সালাম দার। তিনি একাই নেন তিনটি উইকেট। জস হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমারের ঝুলিতে গিয়েছে দু'টি করে উইকেট। ক্রুণাল পাণ্ডিয়া নেন একটি উইকেট।

দাবার প্রথম চারে কাছাড়ের দুই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, গুয়াহাটি, ৩১ মে : সারা অসম আন্তঃজেলা দাবায় প্রথম চারে থেকে শেষ করলেন কাছাড়ের দুই দাবাড়ু। এরা হচ্ছেন— ভার্গব দেবনাথ এবং মনদীপ ধর। অনূর্ধ্ব-১৫-র বালক বিভাগে দ্বিতীয় হল ভার্গব। অন্যদিকে একই বিভাগে চতুর্থ স্থান পেয়েছেন মনদীপ। প্রতিযোগিতা ববিবারই শেষ হল মহানগরীর সরুসজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। রাজ্য দাবা সংস্থার অনুমোদিত ২০টি জেলার ২৮০ প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতায়।

জয়ী কর্কট এফসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, ধলাই, ৩১ মে : ভাগাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত পঞ্চায়েত কাপ নকআউট ফুটবলে জিতল কর্কট এফসি। রবিবার রাজঘাট রাজীব গান্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে প্রথম রাউন্ডের খেলায় তাঁরা ৫-০ গোলে হারায় স্টার ইন্ডিয়া এফসিকে। বিরতি পর্যন্ত ফল ছিল ২-০। কর্কট এফসি-র জোয়ালা সাঙা একাই করেন চার গোল। তিনি ম্যাচের সেরা হন। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষাবিদ সামসুল হক বড়ভূইয়া, রুহুল হোসেন তালুকদার ও অলি উদ্দিন লস্কর। সোমবার খেলবে রংমাই এফসি বনাম রাজগোবিন্দপুর এফসি।

ইউরোপ সেরা পিএসজি

লন্ডন, ৩১ মে : ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে দারুণ লড়াই করেও শিরোপার দেখা পেল না আর্সেনাল। বুদাপেস্টে শনিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ৪-৩ ব্যবধানে জিতেছে পিএসজি। ইউরোপ সেরার মঞ্চে লুইস এনরিকের দলের এটি টানা দ্বিতীয় শিরোপা। টাইব্রেকারে পিএসজির প্রথম দু'টি শট এবং আর্সেনালের প্রথমটি ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার পর প্রথম ভুলটা করেন এবেরেচি এজে, দুর্বল শট মারেন বাইরে। আর্সেনাল শিবিরে তখন নীরবতা, গ্যালারিতেও দর্শকরা হতাশ।

এর আগে ম্যাচের শুরুতে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন কাই হাভার্টজ। দ্বিতীয়ার্ধে সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান উসমান দেম্বেলে। ৯০ মিনিটের ম্যাচ শেষ হয় ১-১ সমতায়। অতিরিক্ত সময়েও স্কোর লাইন একই থাকে।

কয়েক দিন আগে ২২ বছরের খরার অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে শিরোপা জেতে আর্সেনাল। কিন্তু ইউরোপ সেরার মঞ্চে শিরোপা অধরাই রয়ে গেল তাদের।

খোঁজ ফুটবলের সেমিতে সোনাই টাউন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : সোনাই এনজিএইচএস স্কুল খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত এক রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচে রবিবার টাই-ব্রেকারে দিদারখুশের সর্বোদয় বিদ্যালয় হাইস্কুলকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে সোনাই টাউন ইলেভেন খোঁজ শিলচর ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমি-ফাইনালে প্রবেশ করেছে। ম্যাচের ২৯তম মিনিটে নাকিবুল হাসানের গোলে দিদারখুশ এগিয়ে যায় এবং ম্যাচের বেশিরভাগ সময় তাঁরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তবে, সোনাই টাউন ইলেভেন দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ৫৯তম মিনিটে জাহিল লস্করের গোলে সমতা ফেরে। ফলে নির্ধারিত সময় শেষে স্কোর দাঁড়ায় ১-১। ম্যাচটির নিষ্পত্তি হয় টাই-ব্রেকারের মাধ্যমে। সোনাই টাউন ইলেভেন স্নায়ুচাপ ধরে রেখে ৪-২ গোলের জয় নিশ্চিত করে সেমি-ফাইনালে তাঁদের জায়গা করে নেয়। অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য সোনাই টাউন ইলেভেনের মার্টিন হ্যামারকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারটি তাঁর হাতে তুলে দেন সীতাংশু দাস, নীলোৎপল ধর, রিদওয়ান খান এবং তাহেরা লস্কর। সোমবার শেষ কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচে বেঙ্গল টাইগার বাগপুর মুখোমুখি হবে মাছখাল এফসি-র। এদিনের ম্যাচ পরিচালনা করেন টিটু লস্কর, শহিদ চৌধুরী, নাসরুল আলম লস্কর ও হোসেন আহমদ বড়ভূইয়া।

বি ডিভিশন ফুটবল খেতাব জিতল ভেটেরান এফসি

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : ঈশিতারঞ্জন চক্রবর্তী স্মৃতি প্রাইজমানি জেলা বি ডিভিশন ফুটবল খেতাব জিতল শিলচর ভেটেরান এফসি। রবিবার এসএম দেব স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর ফাইনালে তাঁরা টাইব্রেকারে ৩-২ ব্যবধানে হারায় সন অফ ইন্ডিয়াকে। ম্যাচের শুরু থেকেই জয়ের জন্য উভয় দলই মরিয়া হয়ে খেলেছে। কিন্তু আক্রমণ -প্রতিআক্রমণে ম্যাচ জমজমাট হলেও গোলের দ্বার খুলতে পারেনি কেউই। বিশেষ করে উভয় দলের রক্ষণভাগ ছিল খুবই সতর্ক। অবশ্য এর মধ্যেও সুযোগ যে আসেনি তা নয়। কিন্তু সেগুলো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন স্ট্রাইকাররা। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় কেটে যায় গোলশূন্য অবস্থায়। রোমাঞ্চ থাকে টাইব্রেকার পর্যন্ত। টাইব্রেকার শ্যুটআউটে শিলচর ভেটেরান এফসি তিন গোল করে। সন অফ ইন্ডিয়া সফল হয় দু'টি শটে। ভেটেরান এফসি-র পক্ষে লক্ষ্যভেদ করেন অধিনায়ক সুধাংশু তেলি, অর্জুন চাষা ও গাইদামাই রংমাই। সন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে গোল করেছেন আরিয়ান কুর্মি ও শিবম কর্মকার।

চ্যাম্পিয়ন শিলচর ভেটেরান এফসি-র খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী।

ম্যাচের আগে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, ডিএসএ-র ভারপ্রাপ্ত সচিব দেবাশিস সোম, প্রাক্তন ফুটবলার বিজয় দাস, অতনু চৌধুরী, রথীন্দ্র সাহা প্রমুখ।

খেলা পরিচালনা করেছেন শিবদাস তেলি। সহকারী রেফারি শঙ্কর ভট্টাচার্য, বিজয় তন্তুবাই ও আবু আব্বাস লস্কর।

ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী ও বিজেতা দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, অতিথি বিজয় দাস সহ অতিথি ও কর্মকর্তারা।

প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন সন অফ ইন্ডিয়ার দানিস দাস। টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষক হন সন অফ ইন্ডিয়ার বিষ্ণু কুর্মি। সেরা ডিফেন্ডার সপু সাঁওতাল (সন অফ ইন্ডিয়া), সেরা হাফ বেনজামিন সিন্‌হা (পিডব্লুডি মেকানিকাল ক্লাব), সেরা ফরোয়ার্ড শিবা দুষাদ (সন অফ ইন্ডিয়া), প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় লংরাই রংমাই, টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা আরিয়ান কুর্মি (সন অফ ইন্ডিয়া)। নির্বাচকদের মধ্যে ছিলেন অতীতের দিকপাল ফুটবলার বাহারুল ইসলাম, বাচ্চু দাস ও রোশন আহমদ।

ভেটেরান ফুটবল ক্লাবের সদস্যদের জার্সি দিল খোঁজ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ৩১ মে : ভেটেরান ফুটবল ক্লাবের ১৫ জন সদস্যকে একটি করে জার্সি ও একটি করে প্যান্ট উপহার দিল খোঁজ শিলচর সামাজিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। শিলচর স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে ১৫ জন এই প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়ের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে স্মিথ লস্করের জন্মদিনের উপহার হিসেবে। ৫৫ বছরেরও বেশি বয়সের এই প্রাক্তন খেলোয়াড়রা প্রতিদিন সকালে ফুটবল প্র্যাকটিস করছেন। তাঁদের হাতে এই উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন সুজন দত্ত, অরিজিৎ গুপ্ত, নীলোৎপল ধর চৌধুরী। সুজন দত্ত, সমর ঘোষ তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

সজল লস্কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই উপহার এমন কিছু নয়। আগামীতে আর বেশ বড় ধরনের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করবেন তিনি। খেলাধূলাকে ভালবাসেন এবং সব সময় এই ক্লাবের সাথে থাকবেন এবং সব ধরনের সহায়তা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অরিজিৎ গুপ্ত, তমাল দত্ত তাঁদের বক্তব্যে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের এভাবে উৎসাহিত করার জন্য সজল লস্করকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান।

সত্যমেব জয়তে

অসম সরকার

খাদ্য, গণবণ্টন ও গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগ

বিনম্র আবেদন

বর্তমানে চলতে থাকা অনুদান বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে **'সুলভ মূল্যে মসুর ডাল, চিনি ও লবণ সরবরাহ'** প্রকল্পটি ২০২৬ সালের জুন মাস থেকে স্থগিত রাখা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২৬ সালের মে মাসের অন্ন সেবা দিনগুলিতে বিতরণ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছুসংখ্যক সুলভ মূল্যের দোকানে অবশিষ্ট থাকা কিছু মসুর ডাল, চিনি ও লবণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্ত্যোদয়া (AAY) পরিবারদের মধ্যে বিতরণের জন্য উপলব্ধ করা হবে।

চলতি বছরের জুলাই মাসে নবগঠিত সরকারের দ্বারা পূর্ণকালীন বাজেট দাখিল ও অনুমোদন লাভ করার পর আগস্ট মাস থেকে এই প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হবে।

অবশ্য এই সময়কালে জনগণের জন্য আবণ্টিত বিনামূল্যে চাল বিতরণ প্রতিমাসে অব্যাহত থাকবে। সদাশয় জনসাধারণের সহযোগিতা আন্তরিকভাবে কামনা করা হচ্ছে।

DIPR/D/SMK 24 1-Jun-26

তথ্য এবং জনসংযোগ সঞ্চালকালয়, অসম-এর দ্বারা প্রচারিত | Connect with us @diprassam | dipr.assam.gov.in

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80